অস্ট্রেলিয়া থেকে
প্রকাশিত একমাত্র
বাংলা পত্রিকা

সুপ্রভাত সিডনি™
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper
সত্যের সাথে সব সময়
Suprovat Sydney

Suprovat Sydney, May-2021, Volume-5, No-13 ISSN 2202-4573 www.suprovatsydney.com

ওরা প্রধানমন্ত্রীর লোক: খুন করেও নিরাপদে

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

গত সাতাশে এপ্রিল ২০২১ মঙ্গলবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি খবর দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। এর আগের রাতে ঢাকার অভিজাত এলাকা গুলশানে অবস্থিত বেশ চড়াদামের *২৫-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

সুপ্রভাত সিডনি®
সত্যের সাথে সব সময়
Trade Marked & Registered by Australian Government
ACN- 600 352 716 ABN-93600352716
Registration: BN 98533502
TM:1391330
Bangladesh Community Leading Newspaper In Australia

Suprovat Sydney Family

Editor in Chief
Md Abdullah Yousuf (Shamim)

Editor
Dr Faroque Amin

Special Divisional Editor
Ahmed Raju

Distributor
Arif Rahman

Reporters
Habib Hasan
Mohammad Golam Mostafa

Address
P.O Box- 398, Lakemba, NSW 2195,
Australia.
MBL: 0423 031 546
E-mail
suprovat.ceo@gmail.com
Bank Details
Suprovat Sydney, BSB: 032 065 A/C 247 887
Like Us On Facebook
www.facebook.com/suprovatpage
Tweet : @SuprovatSydney

মুসলমানদের জন্য বছরের সবচেয়ে পবিত্র সময়কাল পবিত্র রমজান মাসের শুভেচ্ছা জানিয়ে চলতি সংখ্যা সম্পাদকীয় শুরু করছি। মুসলিমরা যেই দেশে সংখ্যালঘু একটি জনগোষ্ঠী, মোট জনসংখ্যার ক্ষুদ্র একটি শতাংশ এই অস্ট্রেলিয়ায়, সেই দেশে আমরা যখন রমজান উপলক্ষে নিরাপদে ইবাদত বন্দেগী করার সুযোগ পাচ্ছি, যখন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বাড়ছে না বরং উল্টা কোথাও হয়তো বিশেষ ছাড়ে বিক্রি করা হচ্ছে, সেই একই সময়ে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ বাংলাদেশে রমজান যেন একটি বিভীষিকা হয়ে এসেছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় খাবারের দামের উর্ধ্বগতি এবং ভেজাল খাবারের চাপে সাধারণ মানুষ দিশেহারা। করোনা ব্যবস্থাপনার নামে উদ্ভট সব সীমিত আকারের লকডাউন নাম দিয়ে মানুষের জীবন ও জীবিকাকে ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে। রাজনৈতিক হীন উদ্দেশ্য সাধণের জন্য লকডাউন নামের অস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে। বাংলাদেশে প্রতি বছর রমজানে এই কুৎসিত অবস্থা দেখে অনেকেই কৌতুক করে বলেন, রমজান মাসে শয়তানকে শেকলবন্দী করে রাখা হলেও শয়তানের প্রতিনিধি হিসেবে বাংলাদেশে অনেকেই তার যোগ্য প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে শয়তানের সেই অনুপস্থিতির কোন প্রভাব পড়তে দেয় না।

বিগত মার্চ মাসে গুজরাতের কসাই মোদীর বাংলাদেশ সফর উপলক্ষে সাধারণ জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়লে আওয়ামী সরকার তার গুন্ডাবাহিনী এবং উর্দিপরিহিত পুলিশের মাধ্যমে নানা ঘটনা ঘটিয়ে সারা দেশে তার অনুগত গোলাম লেখক ও বুদ্ধিজীবিদেরকে দিয়ে হেফাজতে ইসলামের নেতাকর্মী দেশজুড়ে কওমী মাদ্রাসার ছাত্র ও শিক্ষকদের উপর দোষারোপের পরিকল্পিত প্রচেষ্টা চালায়। তার ধারাবাহিকতায় এই সরকার দেশজুড়ে হেফাজতের বিভিন্ন নেতাদেরকে ধারাবাহিকভাবে গ্রেফতার করা শুরু করে। প্রতিদিন দুইজন তিনজন করে সম্মানিত আলেমকে তারা এই রমজান মাসে গ্রেফতার করতে থাকে। এর পাশাপাশি বিভিন্ন থানায় শক্তিশালী মেশিনগান স্থাপন করে জঙ্গী জুজুর ভীতি ছড়ানোর চেষ্টাও তারা করতে থাকে। শেষপর্যন্ত সরকারী নিপীড়ন ও চাপের মুখে হেফাজতে ইসলামের নেতা মাওলানা জুনায়েদ বাবুনগরী হেফাজতের কর্মকান্ড বিলুপ্ত ঘোষণা করতে বাধ্য হন।

একটি মুসলিম দেশে রমজান মাসের মতো সময়ে আলেম-ওলামাদের উপর চালানো এই নিপীড়নের ঘটনায় পরিস্কার বুঝা যায় সাম্প্রদায়িক এবং উগ্র হিন্দুত্ববাদী স্বয়ংসেবক সংঘের ক্রীতদাসরাই বর্তমানে বাংলাদেশের শাসনক্ষমতায় অধিষ্টিত রয়েছে। ব্রাহ্মণ্যবাদী উগ্রপন্থার করদরাজ্যে পরিণত হওয়া বাংলাদেশে আজ স্বাভাবিক জীবন যাপন করা একজন শান্তিপ্রিয় ও স্বাভাবিক মানুষের জন্য প্রায় অসম্ভব। এইরকম নিবর্তনমূলক পরিস্থিতির উদ্ভব হলে অতীতে আলেমরা এই ধরণের দেশ বা জনপদকে অত্যাচারী ও অনিরাপদ জনপদ হিসেবে অভিহিত করতো। বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা এখন সেরকমই।

আমরা রমজানের এই পবিত্র সময়ে প্রার্থনা করি এবং আশাবাদ ব্যক্ত করি যেন আল্লাহ তায়ালা বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্বের সকল মুসলমানদেরকে শান্তি ও সমৃদ্ধি দান করেন। তিনি যেন অন্য ধর্মের মানুষদের উপরও করুণা করেন এবং সকল ধর্ম-বর্ণ ও মতাদর্শের মানুষকে সম্প্রীতিমূলক সহাবস্থান করার সামর্থ্য দান করেন। সুপ্রভাত সিডনির সকল পাঠক, লেখক ও শুভানুধ্যায়ীদের জন্য আমাদের পক্ষ থেকে রইলে ঈদের শুভেচ্ছা। ঈদ মোবারক।

লাকেম্বায় রমজান নাইট ফুড উৎসব আবারো নিষিদ্ধ

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

সিডনির ল্যাকেম্বার রমজান নাইটস বা ফুড ফেস্টিভ এবারো নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কোভিড ১৯ এর নিষেধাজ্ঞার কারণে গেলো বছরের মত আবার নিষিদ্ধ করা হয়।

ক্যান্টারবেরি ব্যাংকসটাউন সিটি কাউন্সিলের মেয়র বলেন, নিউ সাউথ ওয়েলস-এর বর্তমান পরিস্থিতি অনুসারে কাউন্সিল সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, ২০২১ সালে আনুষ্ঠানিক রামাদান নাইটস ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হবে না। জনস্বাস্থ্যের আদেশ এবং সীমাবদ্ধতা মেনে এ বছর জনপ্রিয় স্ট্রিট ফুড উৎসব নিষিদ্ধ করায় আগের মতো মানুষের আনাগোনা তুলনামূলক কম, তবে সীমিত পরিসরে কয়েকটি রেস্তোরাঁর ভিতরে চলছে মাঝ রাত পর্যন্ত খাবার বিক্রি। তারাবি শেষে দূর দূরান্ত থেকে মুসলিমরা ভিড় করছে ।

এবারে কাউন্সিল থেকে পবিত্র রমজান উপলক্ষে আকর্ষণীয় তোরণ বসানো হয়েছে ল্যাকেম্বা মুসল্লার ঠিক সামনে। ল্যাকেম্বার হেল্ডেন স্ট্রিট মুসল্লার ঠিক সামনেই বিশাল দুটি তোরণ জানিয়ে দিলো পবিত্র রমজানের বার্তা। এছাড়াও রাস্তায় পুলিশের বিশেষ ভেন সার্বক্ষণিক মনিটরিং করছে। যেকোন সহযোগিতার জন্য তারা সর্বদা প্রস্তুত। এ বিশেষ ভেনে পুলিশের সব কিছুই আছে অর্থাৎ ছোট খাটো পুলিশ স্টেশন বললে ভুল হবেনা। কেমসি পুলিশের চীফ কমান্ডার মাইকেল মেকলেনের সাথে প্রথম মিটিংয়ে সুপ্রভাত সিডনি ল্যাকেম্বার

নিরাপত্তা বিষয় নিয়ে বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করে। বিশেষ করে রমজানের সময়। মাইকেল তখন আশ্বাস দেয়: "এখন থেকে প্রতি বছর পুলিশের বিশেষ ভেন ল্যাকেম্বায় অতিরিক্ত নিরাপত্তা প্রদানের জন্য বরাদ্দ করা হলো। " আর তার ওয়াদা আজ আইনে পরিণত হয়েছে। মুসলমানদেরকে রমজানের সময় বিশেষ ভাবে নিরাপত্তা দিয়ে অস্ট্রেলিয়ান পুলিশ আবারো প্রমান করলো -পুলিশ আসলেই জনগণের বন্ধু।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

ADVERTISEMENT

Ramadan Mubarak

Wishing you
and your family a
blessed Ramadan

Gladys Berejiklian MP
Premier of New South Wales

Authorised by Chris Stone, Liberal Party of Australia, NSW Division, Level 12, 100 William Street, East Sydney NSW 2011.

ADVERTISEMENT

Eid Mubarak

Best wishes to everyone celebrating the blessings of Eid. Wishing you, your family and friends peace and happiness.

ED HUSIC MP FEDERAL MEMBER FOR CHIFLEY

Office: Shop 41 Plumpton Marketplace, Cnr Hyatts & Jersey Road, Plumpton NSW 2761
Email: contact@edhusic.com **Phone:** (02) 9625 4344
ehusic @edhusicmp **edhusic.com**

Authorised by Ed Husic MP, ALP, Shop 41 Plumpton Marketplace, Cnr Hyatts & Jersey Road, Plumpton NSW 2761.

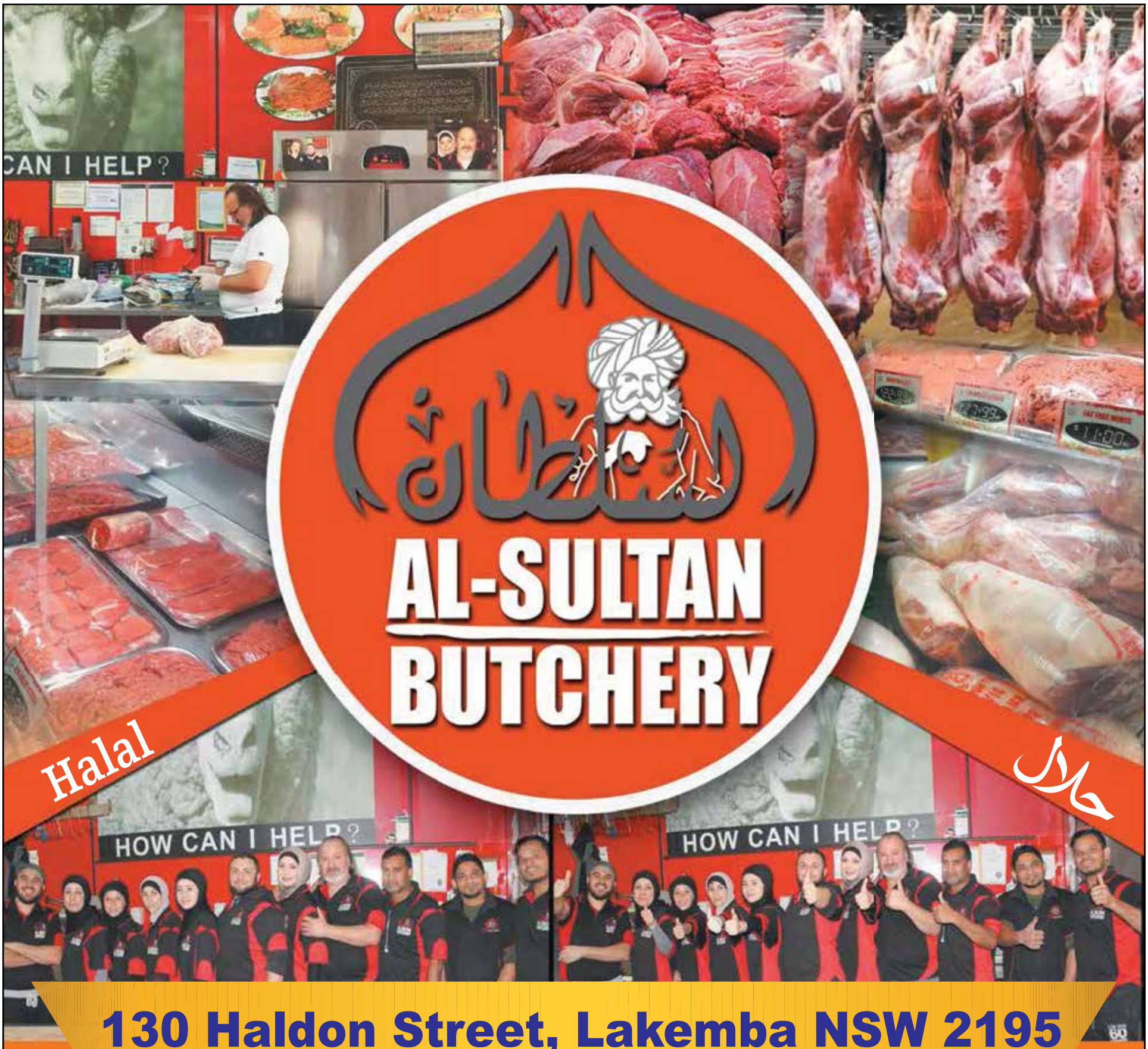

CAN I HELP?
السلطان
AL-SULTAN
BUTCHERY
Halal
حلال
HOW CAN I HELP?
HOW CAN I HELP?
130 Haldon Street, Lakemba NSW 2195
Ph: (02) 9750 4290
Fresh meat daily (Lamb, Beef, Goat)
Fresh chicken Daily
Fish & seafood
Frozen vegetables
Free delivery
Competitive prices
We don't have any other branches
Suprovat Sydney
Copy Right
Protected
Haitham Morabi
Manager
0402 016 210
Mahmoud
0416 874 859
Supplier of Finest Quality Meat

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

ভগ্ন অস্ট্রেলিয়া বিএনপির রুগ্ন দশা

পরস্পরকে দুষছেন নেতারা

মিজানুর রহমান সুমন

জিয়া পরিষদ থেকে অস্ট্রেলিয়া বিএনপি, দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বহুধাবিভক্ত হয়ে আছে অস্ট্রেলিয়া বিএনপি। পদ পদবীর মোহমায়া ছিন্নভিন্ন করে রেখেছে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আদর্শের দলটির অস্ট্রেলিয়া শাখাকে। বাংলাদেশের প্রতিকূল প্রেক্ষাপটে প্রবাসী সংগঠনগুলোর কাছ থেকে প্রচুর ভূমিকা আশা করলেও বিভক্তি ও ব্যক্তি স্বার্থের বেড়াজালে একরকম নিভু নিভু করে জ্বলছে অস্ট্রেলিয়া বিএনপির নাম। যদিও বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে তামাশা,স্বৈরাচার সরকারের জেল জুলুম,প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের আদর্শ সব মিলিয়ে দলটির সমর্থক অগনিত। কিন্তু সেই অনুযায়ী তাদের সংগঠনের কার্যক্রম এক রকম স্থবির। কেউ কাউকে ছাড় দিতে রাজি নয়। কেউ কাউকে মানতে রাজি নয়। শুধু এক জন আরেকজনকে দুষে।

অস্ট্রেলিয়ায় বিএনপির নামে প্রধানত দুটি গ্রুপ দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় ছিল। মনিরুল হক জজের একটি গ্রুপ ও দেলোয়ার হোসেনের আরেকটি। এরপরে সেইসব গ্রুপ ভেঙে আরও দুটি গ্রুপ আলাদা হয়ে যায়। মোট চারটি গ্রুপ ভিন্ন ভিন্নভাবে কিছু অনুষ্ঠান করে থাকে। দু'একটি অনুষ্ঠানে নেতারা একত্রে আসার চেষ্টা করলেও সেগুলোর রেজাল্ট দীর্ঘমেয়াদি ফলপ্রসূ হয়নি।

বিষয়টি নিয়ে বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া বিএনপির একাংশের নেতা মনিরুল হক জজ বলেন, এখানে প্রধান সমস্যা হচ্ছে কেউ কাউকে সম্মান করেনা। নেতৃত্ব তো দেয়া যায়,কিন্তু কেউ না মেনে নিয়ে নিজেদের কথা ভাবলে তো কিছু করার থাকেনা। কেন্দ্রীয়ভাবে একটি কমিটি ঘোষনা করলে ঐক্যের সুযোগ ছিলো। তিনি বলেন, দেশে মুল সংগঠনের অবস্থা ভালনা। সরকারের নির্যাতন ও জুলুমের কারনে অনেক নেতাকর্মী জেলে। তারা প্রবাসের কমিটি নিয়ে খুব একটা ভূমিকা রাখছেন না। তিনি বলেন, এখানের নেতারা অনেকেই যোগ্য। কিন্তু তাদের একত্র করতে হলে কেন্দ্রের ভূমিকা দরকার। এই বিভক্তি তো বহুদিনের। এইটা এখন ট্রমা হয়ে গেছে। তিনি বলেন, এশিয়া প্যাসিফিকের কমিটির মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করবো একত্রিত হওয়ার।

যদিও এশিয়া প্যাসিফিকের কমিটি হওয়ার পরে এর সমন্বয়ক সোহেল ইকবালের প্রতি অনাস্থা জানিয়েছেন মনিরুল হক জজ ও দেলোয়ার হোসেন। বিষয়গুলো নিয়ে কথা হয় বিএনপি অস্ট্রেলিয়ার আরেক অংশের নেতা ড.হুমায়ুর চৌধুরী রানার সাথে। তিনি বলেন,এখানকার গ্রুপগুলিতে পার্সোনাল ইগো বেশি। আমাদের এখানকার বিভক্ত নেতাদের কেন্দ্রে আলাদা আলাদা নেতার সাথে কানেকশন থাকে। কিন্তু আমার মনে হয় তারা এখানকার এই বিভক্তিটাই বোধহয় বেশি পছন্দ করেন। এখানে আসলে বিভিন্ন গ্রুপে গ্রুপে গিয়ে খেয়েদেয়ে চলে যান। কিন্তু আমার মনে হয়, যদি তারা শক্ত একটা ভূমিকা নিয়ে একটি কমিটি দিয়ে দিতেন, তাহলে এইসব সমস্যা হতোনা। তিনি বলেন, এইখানে যারা নেতৃত্বের দাবি করেন, তাদের বেশিরভাগেরই কোনো গ্রহনযোগ্যতা নাই। ফেইস ভেলুও নাই। বলতে পারেন, আমিও তাদের মধ্যেই । তিনি বলেন, আমি ছাত্র জীবন থেকে রাজনীতি করে এসেছি। আমি জানি এইগুলোর কারন কি। ফেইস ভেলু নাই, অথচ হর্তাকর্তা হয়ে বসে আছেন। এইখানেই আসল সমস্যাটি। কয়েকবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু একত্র করা যায়নি।

এই বিষয়ে অস্ট্রেলিয়া বিএনপির আরেক অংশের সাথে সম্পৃক্ত নেতা তৌহিদুর রহমান বলেন, এইখানে ক্যারিশম্যাটিক নেতা নাই। দলের মানে হলো ,হয় নেতৃত্ব দিবেন, নাহয় মানবেন। কিন্তু নেতৃত্ব মানানোর মত কেউ এখানে নেই। গত বিশ বছর ধরেই তো দেখছি । আস্তে আস্তে বিভক্ত হচ্ছে। নতুন নতুন গ্রুপ হয়ে যাচ্ছে। কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ হওয়া দরকার। গত বিশ বছরে যেভাবে বিভাজন হয়েছে , এইটা বন্ধ করার সহজ কোনো রাস্তা তো দেখছি না। এইখানকার কোনো উদ্যোগ কাজে আসবে কিনা সন্দেহ আছে।

আরেকটি বড় গ্রুপের প্রধান নেতা দেলোয়ার হোসেন বলেন, অস্ট্রেলিয়া বিএনপির একত্রিকরনের সকল প্রক্রিয়ায় সব সময়ের মত আমি সামনে আছি । আমার আলাদা কোনো পদ পদবীর মোহ নাই। দরকারও নাই। জিয়ার প্রতি ভালবাসা থেকে দলটির শুরু থেকে পাশে আছি এবং থাকবো। কোনো পদের দরকার নাই। যেই নেতৃত্বে আসুক আপত্তি নেই। শুধু সবাই একত্রে কাজ করুক সেটাই দেখতে চাই। বিএনপি অস্ট্রেলিয়ার বিষয়ে সাধারন বিএনপির সমর্থকদের মধ্যে হতাশা রয়েছে। তাদের কার্যক্রমে বেশিরভাগ সমর্থকই খুশি নন। তাদের কাছ থেকে পলিটিকাল সাপোর্ট বা আওয়ামী লীগের প্রপাগান্ডার জবাব দেয়ার মত নেতৃত্ব আশা করেন সমর্থকরা।

বিগত কয়েকদিন ধরে দলটির অস্ট্রেলিয়ার প্রতিষ্ঠাতা নেতা আবদুল্লাহ ইউসুফ শামীম দলটির অসুস্থ চেয়ারপার্সনের জন্য দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেন। সেখানে বিএনপি অস্ট্রেলিয়ার সব গ্রুপের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন,দেশ থেকে কিছু মেধাবী ছেলে -পেলে সিডনি এসে দলে যোগ দেয়। যোগ্যরা নিজেদের যোগ্যতা প্রদর্শনের কোনো সুযোগ পায়না বলে আগত যোগ্যরা প্রায় সকলে এক একটি করে নিজস্ব গ্রুপ করে নেয় এবং যোগ্যতা প্রদর্শনের জন্য একেকজন নিজেকে সভাপতি বা সেক্রেটারি বলে ঘোষনা দিয়ে দলকে বিভক্ত করে। আমার ব্যক্তিগত উদ্যোগে বেশ অনেকবার সকলকে নিয়ে এক টেবিলে বসতে সক্ষম হই কিন্ত তাতে কি?

বিচার মানি তাল গাছ আমার। যাই হোক,অতি সম্প্রতি আরেকবার একত্রীকরণের জন্য উদ্যোগ নেয়া হলে তিনটা বিভক্ত দল আমার ডাকে সারা দিয়ে রাজি হয় শুধু মাত্র একটি দলের দলপতি আমাকে জানায় : কেন্দ্রের অনুমতি ছাড়া আপনি এ ধরনের মিল মিশের আয়োজন কেন করছেন ? কেন্দ্রের আদেশ আমাকে না দিলে আমি কারো সাথে বসতে রাজিনা। এ ধরনের হাস্যকর ও অসাংগঠনিক বক্তব্যের অনেকগুলো কারনের ভিতর কয়েকটি কারন হতে পারে :

১। সকলকে নিয়ে ঐক্য হলে হয়তো যোগ্যতার মাপকাঠিতে উক্ত ব্যক্তি বাদ পরে যাবে।
২। শহীদ জিয়ার নাম দিয়ে অনেক ধরনের বাণিজ্য বন্ধ হবে।
৩। সামাজিক সংগঠনের নেতা(?) হিসেবে অনেক জায়গায় প্রথম সারিতে বসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে।
৪। মিডিয়ায় তাদের নাম ও ছবি ছাপাতে বেগ পেতে হবে বা ঘন ঘন মিডিয়ায় তাদের নাম ও ছবি প্রকাশ থেকে বঞ্চিত হবার ভয়।
৫। প্রকাশের অযোগ্য।

গত বিশ বছর ধরে তিল তিল করে যে গ্রুপিংয়ের ক্ষত তৈরি হয়েছে, সেটা সহজে ঘুচবে বলে আশা করেননা নেতারা। যারা দলকে ভালবাসেন এবং দেশের বর্তমান ভয়াবহ পরিস্থিতি নিয়ে যথেষ্ট উদ্বেগে আছেন তারা অন্তত এ সময় নিজের ইগো বা কতৃত্ব জাহিরের অপচেষ্টা না করে বরং সকলে জাতীয়তাবাদী দলের এক ছাতার নিচে আসার চেষ্টা করবে এটাই স্বাভাবিক। তবে বিগত দিনের বেশ কিছু ঐক্যের চেষ্টা ভেস্তে গেলেও এইবারের উদ্যোগের দিকে আশা নিয়ে তাকিয়ে আছেন বিএনপির সমর্থকেরা। যদি এইখানকার বিভক্তি ঘুচে গিয়ে সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে, তাহলে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বাংলাদেশের স্বৈরাচার সরকারের পতনের বিষয়ে জনমত গঠন করা সম্ভব বলে মনে করেন বিএনপির কর্মী ও সমর্থকেরা।

ADVERTISEMENT

As the holy month of Ramadan comes to an end I want to thank the Islamic community for the generosity and charity they have shown to every Australian during the month of Ramadan.

HON TONY BURKE MP
FEDERAL MEMBER FOR WATSON
Office: Shop 29/1 Broadway Punchbowl 2196
Phone: (02) 9750 9088 Email: tony.burke.mp@aph.gov.au
www.tonyburke.com.au @Tony_Burke Tony Burke MP
Authorised by Tony Burke MP, Australian Labor Party, Shop 29/1 Broadway Punchbowl 2196

Car Air con Regas & Service

R & J
AUTOMOTIVE REPAIRS

9707 2392
97 Wattle Street,Punchbowl,NSW 2196

All Mechanical Repairs

*LPG Inspection
*Pink Slip - Petrol & Gas
*LPG Conversion and Repair
*All Suspension Replacement
*Tyre
*Clutch
*Batteries
*Belt Replacement
*Muffler Repair
*Full Service
*Log Book

We are open 7 days (Sunday 8am- 2pm)
Save $$$ for Bangladeshi Community

Contact :
Robert 0405 151 448
Joseph 0425 359 448
Pax: (02) 9707 2396

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, May-2021
Year-13

সিডনিতে সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় বিশেষ দোয়া

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

বারবার নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী, বিএনপির চেয়ারপার্সন, মাদার অব ডেমোক্রেসি,এশিয়ার অন্যতম প্রধানমন্ত্রী, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনা করে অস্ট্রেলিয়ার বিএনপির উদ্যোগে গত ১৮ এপ্রিল ২০২১রবিবার সিডনির বেলমোর কমিউনিটি সেন্টারে বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াসহ বিএনপির সকল নেতৃবৃন্দের রোগমুক্তি কামনায় বিশেষ দোয়া করা হয়।

অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রকাশিত একমাত্র বাংলা পত্রিকা সুপ্রভাত সিডনির প্রধান সম্পাদক ও অস্ট্রেলিয়া বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা এম এ ইউসুফ শামীমের সমন্বয়ে এ সফল দোয়া ও ইফতার মাহফিল পরিচালনা করেন ল্যাকেম্বা কোরানিক সোসাইটির অন্যতম নেতা হাজি রিদওয়ান একাউয়ী।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিএনপি নেতা মনিরুল হক জর্জ, মো.দেলোয়ার হোসেন, ফারুক আহমেদ খান, লিয়াকত আলী স্বপন, ড.হুমায়ের চৌধুরী রানা, কুদরত উল্লাহ লিটন, ড.আব্দুল ওয়াহাব, মোসলেহ উদ্দিন হাওলাদার আরিফ, ইব্রাহিম খলিল মাসুদ,রাশেদুল হক, আলহাজ্ব লুৎফুল কবির,হাবিব রহমান, মোবারক হোসেন, হায়দার আলী, নাসিম উদ্দিন আহম্মেদ, আবুল হাসান, ফজলুল হক শফিক, তারেক উল ইসলাম তারেক, সোহেল ইকবাল মাহমুদ, ইয়াসির আরাফাত সবুজ, ইলিয়াস কান্চন শাহীন, এএন এম মাসুম, শিবলু গাজী, খাইরুল কবির পিন্টু , আশরাফুল আলম রনি, আব্দুস সামাদ শিবলু, সেলিম লকিয়ত, এস এম খালেদ, নাফিস আহম্মেদ, সুলতান জয়, জাকির আলম লেলিন, শেখ সাইফ, এস এম রানা সুমন, আশরাফুল ইসলাম, আব্দুল করিম, নাসির উদ্দিন আহম্মেদ, মোহাম্মদ জুমান হোসেন, পবিত্র বড়ুয়া, মোহাম্মদ জসিম, মোহাম্মদ কারুজ্জামান, ফাহাদ সিদ্দক মিজান, আব্দুল হাকিম, জোসেফ ঘোষ, অসিত গোমেজ, জাহাঙ্গীর হোসেন, এমডি জাহিদুল ইসলাম,খাজা দাউদ হোসেইন,আব্দুল মতিন উজ্জ্বল, কামরুল,মুনা মোস্তফা, ময়না, মিনটু, এম, এ সাত্তার প্রমুখ।

এছাড়া, সিডনিতে পরলোকগত বিএনপি নেতা হুমায়ুন কবির, গাজী শাখাওয়াত আরিফ, এ কে এম শামসুজ্জামান ও শামসুজ্জামান বিজুর জন্য বিএনপির প্রতিটি অনুষ্ঠানে দোয়ার অনুরোধ জানান দোয়া ও ইফতার মাহফিলের সমন্বয়ক এম এ ইউসুফ শামীম।

বেগম খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি ও সমগ্র মুসলমান জাতির জন্য দো'য়া করেন ল্যাকেম্বা কোরানিক সোসাইটির অন্যতম নেতা হাজি রিদওয়ান একাউয়ী। তিনি স্বৈরাচারী হাসিনার সমালোচনা করে বলেন - আওয়ামী লীগ সরকার অবৈধভাবে দেশমাতা বেগম খালেদা জিয়াকে বন্দী করে রেখেছেন। দূর্নীতিতে দেশটা ছেয়ে গেছে। দেশ আওয়ামী লুটেরাদের হাতে জিম্মি। ফরমায়েসী সাজা দিয়ে আর কতদিন নেতাকর্মিদের দমিয়ে রাখবেন।

পবিত্র রমজান উপলক্ষে আয়োজিত এই দোয়া ও ইফতার অনুষ্ঠানটি বিএনপি অস্ট্রেলিয়ার নবীন প্রবীণ সকল গ্রুপের অন্তর্দ্বন্ধ বা মান অভিমান ভূলে উপস্থিতি যেন এক মিলন মেলায় রূপান্তরিত হয়।যেমনি ঐক্যবদ্ধ ভাবে উপস্থিত হয়েছিলেন ২০১৮ সালে অবৈধ হাসিনার আগমন উপলক্ষে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ সমাবেশে,যার সমন্বয়ক ছিলেন জিয়া পরিষদ অস্ট্রেলিয়ার সাবেক সাধারণ সম্পাদক এম এ ইউসুফ শামীম।

দোয়া ও ইফতার মাহফিলের এক পর্যায়ে বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও বিএনপি স্বাধীনতা সূবর্ন জয়ন্তী জাতীয় কমিটর সদস্য সচিব বীরমুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সালাম সকলের উদ্দ্যেশে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন এবং সফল ও সম্মিলিত সুন্দর দোয়া অনুষ্ঠানের জন্য বিএনপি অস্ট্রেলিয়ার সকল নেতৃবৃন্দদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। আগামীতে সবাইকে ঐকবদ্ধ বা সম্মিলিতভাবে সংগঠন পরিচালনার গুরুত্ব আরোপ করেন।

বিএনপি অস্ট্রেলিয়ার পক্ষ থেকে মাসব্যাপী কোরআন খতম ও বিভিন্ন এতিম খানায় খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। অনুষ্ঠানের শেষে সকলের মাঝে ইফতার ও রাতের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়। অনুষ্ঠানের সমন্বয়ক উপচে পড়া অতিথি বৃন্দকে মোবারকবাদ ও আবারো ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সারা বিশ্বে বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তির জন্য বিশেষ দোয়া

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তির জন্য বৃহত্তর নোয়াখালী জাতীয়তাবাদী আন্তর্জাতিক ফোরামের উদ্যোগে খতমে ইউনুস পাঠ করে বিশেষ দোয়ার আয়োজন করা হয়।

ভার্চুয়ালে সভায় অনুষ্ঠিত এ সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি বরকত উল্লাহ বুলু, যুগ্ম মহাসচিব সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার মাহাবুব উদ্দিন খোকন।

বৃহত্তর নোয়াখালী আন্তর্জাতিক জাতীয়বাদী ফোরামের আহবায়ক ও বেলজিয়াম বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন বাবুর সভাপতিত্বে ডেনমার্ক বিএনপির সভাপতি গাজী মনির আহম্মেদের সঞ্চালনায় সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা জয়নাল আবেদীন, বিএনপির কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাহিদুর রহমান মাহিদ, সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন খোকন, বিএনপি অস্ট্রেলিয়া সাবেক সভাপতি দেলোয়ার হোসেন,বিএনপি অস্ট্রেলিয়া নেতা মোসলেহ উদ্দিন হাওলাদার আরিফ, প্রফেসর শাহ আলম, নোয়াখালী জেলা যুবদলের সভাপতি মনজুরুল আজিম সুমন, সুইডেন বিএনপির প্রধান উপদেষ্টা মহিউদ্দীন আহম্মেদ ঝিন্টু, ইতালি বিএনপির সভাপতি আবদুর রাজ্জাক, ফ্রান্স বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এম এ তাহের, বিএনপি মহিলা দলের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদিকা ও ফ্রান্স বিএনপির সহসভাপতি মমতাজ আলো, বেলজিয়াম বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সাইদুর রহমান লিটন।

এতে আরো উপস্থিত ছিলেন বেলজিয়াম বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হারুনুর রশিদ, রাশিয়া থেকে হারুন মজুমদার, দক্ষিণ কোরিয়া থেকে মনির হোসেন পাটোয়ারী জামান, গ্রীস বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ওসমান গনি কামাল, মিজানুর রহমান মুন্সী, ফিনল্যান্ড বিএনপির নেতা সামছুল গাজি, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শরাফত হোসেন বাবু, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির জসিম উদ্দিন ভুইয়া, কবিরুল ইসলাম, পরান চৌধুরী, সালেহ আহমদ মানিক, মোতাহার হোসেন, মোহাম্মদ নাসিম, সৌদি আরব বিএনপির সহসভাপতি কেফায়েত উল্যা চৌধুরী, জাহাঙ্গীর আলম, নুরুল আফসার, মালয়েশিয়া বিএনপির শহীদ উল্যা, বিএনপি অস্ট্রেলিয়ার সহ সভাপতি তারিকুল ইসলাম তারেক, কুয়েত বিএনপির শফিকুল ইসলাম, রানা মজলিস, বেলায়েত হোসেন, মহিন আহমেদ, ইটালির বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মান্নান হীরা, আবু সুফিয়ান রাজু, লিটন, সাইফুল ইসলাম, সিরাজুল ইসলাম, দিপু, জাহাঙ্গীর।

দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা সামছুল করিম। তিনি বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি, তারেক রহমানের সুস্বাস্থ্য কামনা, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং তাদের কনিষ্ঠ পুত্র আরাফাত রহমান কোকোর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত সমাপ্তি করেন।

Clear Face; Heal body skin & Restore hair

পুরুষ ও মহিলাদের যেকোন ত্বকের সমস্যায় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

* আমরা ১৯৭৪ সাল থেকে একই কাজে পারদর্শী
* পুরুষ ও মহিলা বিশেষজ্ঞ অত্যান্ত যত্ন সহকারে প্রতিটি কাজ করে জনপ্রিয়তার শীর্ষে
* আমরা কোনো প্রোডাক্ট বিক্রি করিনা
* আমাদের চিকিৎসায় কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই
* আমাদের চিকিৎসা দ্রুত, ফলপ্রসূ ও ব্যয়বহুল নয়
* চিকিৎসার পর আপনাকে ঘরে বসে বিশ্রাম করতে হবেনা

ব্রণ ,পিম্পল, দাগ নিরাময়ে আপনার মুখমন্ডল পরিষ্কার ও সুন্দর দেখাবে

ক্ষুদ্র চিহ্ন, খুঁত, কালিমা বা কালো দাগ উঠাতে আমরা পারদর্শী

অপ্রয়োজনীয় চুল স্থায়ীভাবে পরিষ্কার করে দিব কিন্ত কোনো পুনঃবৃদ্ধি হবেনা, দাগ ও থাকবেনা

মুখমন্ডল বা শরীরের যেকোন জায়গার কালো দাগ আমরা উঠিয়ে থাকি

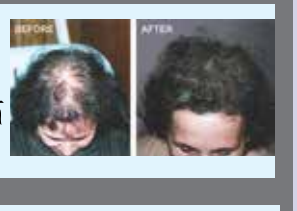

শুকনো, তৈলাক্ত বা কুঁচকানো মুখমন্ডল বা শরীরে যেকোন দেশীয় চামড়ায় আমরা কাজ করে থাকি

* একজিমা, সোরিয়াসিস, চুলকানি, দাদ, হাতের তালু পায়ের পাতা বা নোখে দীর্ঘস্থায়ী সমস্যায় আমরা চিকিৎসা করে থাকি
* চুল পড়া, টাক, মাথায় চুলকানি, খুশকি, শুকনো বা তৈলাক্ত মাথায় খুব কম সময়ে স্বাস্থ্যকর উপায়ে মাথায় চুল উঠার নিশ্চয়তা
* গাড়ো কালো চামড়া হালকা করে দেবার নিশ্চয়তা

ফ্রী কনসালটেশন

Suprovat Sydney Copy Right Protected

369 Illawarra Road, Suite 2, Level 1, Marrickville NSW 2204
(Next door to the Marrickville train station)
শুধুমাত্র অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে দেখার সুযোগ : ফোন : 02 8593 0979
E-mail: scalphairandskincentre@gmail.com

আরো বিস্তারিত জানার জন্য আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন: www.scalphairandskincentre.com.au

চিকিৎসা বিজ্ঞানে রোজার উপকারিতা

ডাঃ সাদেক আহমেদ

ধর্মীয় কারণে অনেকেই রোজা রাখেন । কিন্তু কম লোকই রোজার স্বাস্থকর উপকারিতা সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন । আল্লাহপাক মানব জাতিকে সমগ্র সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ বানিয়েছেন । তাই এই মানব জাতি রক্ষার দায়িত্ব আল্লাহপাকই নিয়েছেন । মহান আল্লাহ মানব জাতিকে বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থে বিভিন্ন আদেশ দিয়েছেন । যারা এই আদেশ মেনেছে, তারাই দুনিয়া ও পরকালে সফলকাম হয়েছে এবং হবে । আল-কুরআনের সূরা বাকারা ১৮৩ নং আয়াতে আল্লাহ রোজা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন ।

"হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেরূপ ফরজ করা হয়েছিলো তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর , যেন তোমরা পরহেজগারী অর্জন করতে পার । "

নিম্নে রোজা রাখার কয়েকটি দৈহিক ও মানসিক উপকারিতা উল্লেখ করা হলোঃ

১. রোজা রক্তচাপ কমায়ঃ রোজাই একমাত্র পদ্ধতি যা ওষুধবিহীন রক্তচাপ কমায় । রোজা থাকাকালীন শরীরে জমানো চর্বি দগ্ধ হয় এবং শক্তি সরবরাহ করে । চর্বি কমালে রক্তের ঘনত্ব এবং রক্তচাপ কমে ।

২. রোজা রক্তে ব্লাড সুগার কমায়ঃ রোজা থাকলে শরীরের জমাকৃত গ্লোকোজ জমা হয়ে শক্তি তৈরী হয় । তাতে ইনসুলিন হরমোন কম নিঃসৃত হয় । প্যানক্রিয়াস তাতে বিশ্রাম নিতে পারে । ইফতারের পর কার্বোহাইড্রেট তথা ভাত, আলু, রুটি, সবজি ইত্যাদি খেলে প্যাক্রিয়াস থেকে ইনসুলিন নিঃসৃত হয় এবং ইনসুলিন ভালোভাবে কাজ করতে পারে । তার ফলে ব্লাড সুগার কমে ।

৩. রোজা পরিপাকতন্ত্রকে বিশ্রাম দেয়ঃ রোজার কারণে সারাক্ষণ যেহেতু পরিপাকতন্ত্র অবসর থাকে সেহেতু পরিপাকতন্ত্র এর এনজাইম ক্ষরণ হয়না এবং দীর্ঘ সময় পর্যন্ত পরিপাকতন্ত্র বিশ্রাম পায় । ইফতারীর পর পুনরায় পরিপাক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে । তাই কাজের মান বেড়ে যায়, সেহেতু হজমও ভালো হয় ।

৪. রোজা ওজন কমায়ঃ রোজা থাকলে অতি তাড়াতড়ি ওজন কমে। কারণ রোজা থাকা কালীন শরীরে জমাকৃত চর্বি শক্তি তৈরী করে । তাতে জমাকৃত চর্বি কমে ।

৫. রোজা স্বাস্থসম্মত খাদ্যের প্রেরণা দেয়ঃ সুন্নত হিসেবে খেজুর দিয়ে ইফতার করে রোজা ভঙ্গ করা হয় । খেজুর স্বাস্থসম্মত একটি উত্তম খাদ্য । প্রতিটি খেজুর ৩১ গ্রাম শর্করা, সুগার, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ভিটামিন বি আছে , যা শরীরের জন্য অনেক উপকারী । যেমন- পটাশিয়াম হার্ট বিট করায় । তাছাড়া খেজুরে আছে প্রাকৃতিক ফাইবার যা পেটের জন্য খুবই ভালো এবং কোষ্ঠকাঠিন্য রোধ করে । এমনিতেই রোজা রাখলে কোষ্ঠকাঠিন্য হয়, তাই খেজুর তার প্রতিরোধ করে । তাই খেজুর স্বাস্থসম্মত। তাই এই সুন্নত পালন করলে যেমন্য সওয়াব হয় তেমনি সুস্বাস্থ্য ও লাভ হয় ।

৬. রোজা ব্যথা-বেদনা এবং এলার্জি কমায়ঃ রোজা রাখলে ব্যথা বেদনা, এলার্জি এবং আর্থারাইটিস ভালো হয় । Healing process তরান্বিত হয়, Inflammatory Bowel disease ভাল হয় ।

৭. রোজা নেশা প্রশমিত করেঃ কেহ ধুমপান করে, কেহ চা কফি পান করে । রোজা রাখার কারণে এই সব বদ অভ্যাস দূর হয় । যা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো । এমনি আরো অনেক রোজার রাখার উপকারিতা আছে ।

তবে রোজা রেখে ইফতারীর সময় ভাজা-পোড়া, ডালের বরা, ছোলা-ভাজি খাওয়া ঠিক না । তাতে বদ হজম হয় এবং ঢেকুর ওঠে । তারাবী নামাজে ঢেকুর ওঠে এবং অন্য নামাজীদের বিরক্তির কারণ হতে পারে। রোজার অর্থ এই নয় যে, সারাদিন না খেয়ে ইফতারীর সময় ২/৩ বেলার খাবার একবারে খাওয়া । তাই পরিপাকতন্ত্র এই খাবার এক সাথে হজম করতে পারেনা । তাই বদ হজম হয় । অতএব ইফতারীতে পরিমিত ও স্বাস্থসম্মত খাবার খেতে হয় । তবেই রোজার সুফল পাওয়া যাবে ।

MAc-Field Medical Practice

- আপনি কি বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার খুঁজছেন?
- আপনি কি আপনার ভাষা বোঝে এবং আপনার ভাষায় কথা বলতে পারে এমন ডাক্তার খুঁজছেন?
- আপনি কি বাংলাদেশী কোনো দায়িত্বশীল মহিলা ডাক্তার খুঁজছেন?
- আপনার কি কোনো রিহ্যাব বিশেষজ্ঞ-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য সুপারিশপত্র প্রয়োজন?

দেরি না করে আজই যোগাযোগ করুন

Suprovat Sydney Copy Right Protected

Dr Nazneen Akther
MBBS, FARM
Medical Rehabilitation Specialist

Shop 5, 88-92 Saywell Road, Macquarie Fields MSW 2564
Tel: (02) 96055507, (02) 96057220, Fax: (02) 96058580

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

ভিন্নমত দমনে সরকারের করাল থাবা

প্রবাসেও কি আমরা নিরাপদ নই?

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

বিগত এক যুগ ধরে বাংলাদেশ সরকারের মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি দেশে-বিদেশে ব্যাপক আলোচিত। ক্ষমতা দখলের শুরু থেকেই আওয়ামী সরকার গণমাধ্যম ও বাক স্বাধীনতায় নজিরবিহীন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে। পাশাপাশি কেবল বিরোধী দলের সমর্থক হবার কারনে কিংবা সরকারের প্রতীক ব্যতীত অন্য প্রতীকে ভোট দেবার অপরাধে সরকার দলীয় গুন্ডা বাহিনী দেশব্যাপী খুন, গুম, জখম কিংবা ধর্ষণকে ভিন্নমত নিয়ন্ত্রনের কৌশল হিসেবে ব্যবহার করে চলেছে। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের গবেষনা মতে বৈশ্বিক আইনের শাসন সূচকে ২০১৯ সালের তুলনায় ২০২০ সালে তিন ধাপ পিছিয়ে বাংলাদেশ ১১৫তম অবস্থানে রয়েছে। করোনাকালেও রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন বাহিনীর হাতে বিচারবহির্ভূত হত্যার ঘটনা অব্যাহত ছিল। সংস্থাটির প্রতিবেদন অনুযায়ী, কেবল ২০২০ সালেই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে কথিত বন্দুকযুদ্ধে ১৮৮ জন নিহত এবং ৬৮ জন গুম হয়েছেন। তাছাড়া বিগত ১ বছরে সারাদেশে ধর্ষণ ও সংঘবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ১ হাজার ৬২৭, ধর্ষণ-পরবর্তী হত্যার শিকার হয়েছেন ৫৩ জন নারী ।

হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যাওয়া, ধর্ষণ এবং খুন এই তিন অপরাধ বাংলাদেশে বিগত এক দশকে জ্যামিতিক হারে বাড়ার পাশাপাশি সরকার দলীয় সমর্থকেরা দেশের বাইরেও নানাভাবে তাদের সন্ত্রাসের থাবা বিস্তার করে চলেছেন। আচমকা আক্রমন, মারধর, হাতাহাতি, টেলিফোনে হুমকি কিংবা গুরুত্বপূর্ণ ডকুমেন্ট ছিনতাই অনেক প্রবাসীর জন্য এখন নতুন মাথা ব্যথা হয়ে দেখা দিয়েছে। অতি সম্প্রতি রিয়াদ, সৌদি আরবে দীর্ঘদিন অবস্থিত আল হাজ্জ আবু সাঈদ মিডিয়ায় বাংলাদেশের স্বৈরশাসকের সমালোচনা করলে দেশে তার পরিবার পরিজনদেরকে উপর্যুপুরি হেনস্তা, কারাগারের ভয় ইত্যাদি দেখিয়ে বাক স্বাধীনতা রুদ্ধ করার চেষ্টায় লিপ্ত আওয়ামী প্রশাসন। তাছাড়া সৌদিতেও তাকে আওয়ামী গুন্ডারা বিভিন্নভাবে হুমকি-ধামকি ও প্রাণ নাশের ভয় দেখাচ্ছে। বিষয়টি প্রথমে মালয়েশিয়া ও ব্রিটেনে পরিলক্ষিত হলেও ক্রমশ তা আমেরিকা ও অতি সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ান বাংলাদেশী কমিউনিটিতেও সংক্রমিত হয়েছে।

প্রবাসে বসবাসকারীদের অনেকেই বর্তমানে লেখালেখি ও ভিডিও কন্টেন্ট নির্মাণের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির মুল্যায়ন করতঃ বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে সচেতনতা ও আত্মোপলব্ধি তৈরির প্রচেস্টায় নিয়োজিত রয়েছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম ডঃ কনক সরওয়ার, ইলিয়াস হোসেন, ডঃ তাজ হাশমী ও পিনাকী ভট্টাচার্য। পাশাপাশি অনেকে আবার নিরাপত্তার খাতিরে নিজেদেরকে লাইম লাইটে না এনে বরং ছদ্মনামে কিংবা নিজেদেরকে ক্যামেরার আড়ালে রেখেই তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। অস্ট্রেলিয়ার সিডনি হতে পরিচালিত এরকম একটি ইউটিউব চ্যানেলের নাম 'ঈমান টিভি ২৪'। সুপ্রভাত সিডনির সাম্প্রতিক অনুসন্ধানে 'ঈমান টিভি ২৪' এর পরিচালক মহোদয়ের জীবনের নিরাপত্তাহীনতা ও অনিশ্চয়তার বিষয়টি উঠে এসেছে।

একজন খ্যাতনামা লেখক, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ও সমাজকর্মী হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতাদর্শের কারনে ২০০৮ সালে 'ঈমান টিভি ২৪' এর পরিচালক (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) দেশ ছাড়তে বাধ্য হন। সুদীর্ঘ ১২ বছরে মাত্র তিনবার স্বল্প সময়ের জন্য দেশে গেলেও প্রত্যেক বারেই তাকে হয়রানী, হুমকি ও হেনস্তার শিকার হতে হয়েছে। সর্বশেষে ২০১৯ সালে বাংলাদেশে গিয়ে জাতীয় পরিচয়পত্র সংগ্রহের জন্য আঙ্গুলের ছাপ দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে সরকারী দলের গুন্ডা বাহিনীর কবলে পড়ে আহত হন। নিরুপায় হয়ে নিজেকে বাঁচাতে ঢাকায় আত্মগোপন করেন এবং অবশেষে এয়ারপোর্টে ঢোকার পথে তাকে অপহরন করা হবে মর্মে খবর পেয়ে স্বেচ্ছায় ফ্লাইট মিস করে কৌশলে ঐ একই দিনে কয়েক ঘণ্টা পরের আরেকটি ফ্লাইটে দেশ ত্যাগ করেন।

২০২০ সালে ধর্মের আড়ালে সন্ত্রাস বিষয়ক একটি গবেষনাধর্মী ভিডিও কন্টেন্ট প্রচারের কারনে তাকে নামে-বেনামে হুমকী ও ভয়-ভীতি দেখানো শুরু হয়। সিডনিতে তাকে বিভিন্ন সময়ে রাস্তায় অনুসরণ করা এবং বিভিন্ন মাধ্যমে তাকে ভয় দেখানো হতে থাকে। সর্বশেষে হিন্দুত্ববাদের বিস্তার এবং মোদীর বাংলাদেশ সফরের উপর দুটি কন্টেন্ট প্রকাশের পর তার গ্রামের বাড়িতে র‍্যাব রেইড দেয় এবং তার আত্নীয় স্বজনদেরকে তুলে নিয়ে যাবার হুমকি দেয়। একই সাথে গত মাসে সিডনিতে তার বাসার অতি সন্নিকটে তাকে আক্রমণ করে তার এক্সটারনাল-হার্ডড্রাইভ ও কিছু গুরুত্বপূর্ণ দলীল কেড়ে নেয়া হয়। এ ব্যাপারে তিনি বাধ্য হয়ে ক্যাম্পসি পুলিশ স্টেশনে অভিযোগ করেছেন। তাছাড়া ল্যাকেম্বার রাস্তা ঘাটে এ সমস্ত সন্ত্রাসীদেরকে মারামারিতে লিপ্ত হতে দেখা যায় প্রায়ই। দেশের গন্ডি পের হয়ে প্রবাসের সুন্দর ও মার্জিত সমাজ ধ্বংসের কালিমা লেপন করছে। ক্রমান্বয়ে আমাদের দেশকে সন্ত্রাসী দেশের লিস্টে নিয়ে যেয়ে বঙ্গ মাতার স্বপ্ন পূরণে মরিয়া হয়ে উঠেছে ওই সমস্ত উচ্ছিষ্ট ভুগিরা। এধরনের সমাজ বিরোধী কর্ম কান্ড চোখে পড়লে সাথে সাথে ০০০তে ফোন দিবেন।

প্রতিটি নাগরিকের বাক-স্বাধীনতা এবং ভিন্নমত প্রকাশের অধিকার বাংলাদেশের সংবিধান দ্বারা স্বীকৃত। কিন্তু বর্তমান স্বৈরাচারী সরকারের শাসনামালে গনমানুষের বাক-স্বাধীনতার সীমাবদ্ধতা এখন সর্বজনবিদিত। মামলা, হামলা, হয়রানি ও রোষাণলের ভয়ে বিবেকবান সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীমহল বর্তমানে নিরুপায় হয়ে সরকারের সমালোচনার ক্ষেত্রে স্ব-আরোপিত সেন্সরশিপ প্রয়োগ করছেন। সরকারের সমালোচনাকে বর্তমান বাংলাদেশে রাষ্ট্রদ্রোহ হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে এবং এই অপরাধের শাস্তি হিসেবে আইন সংশোধন করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতে, বাংলাদেশে ভিন্ন মতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে সহিংস আক্রমণ ক্রমবর্ধমান হারে অব্যাহত রয়েছে – যা দৃশ্যত আন্তর্জাতিক সহিংস চরমপন্থা দ্বারা অনুপ্রাণিত। বাংলাদেশে যখন এমনি এক চরম নাজুক পরিস্থিতি, ঠিক সেই সময়ে প্রবাসের মাটিতে সরকারপন্থীদের সহিংস কর্মকাণ্ড প্রবাসীদের মধ্যে কেবল হতাশার জন্ম দিচ্ছে এমনটিই নয়, বরং নিজেদের জান-মালের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তার পাশাপাশি বাংলাদেশে বসবাসরত প্রিয় মানুষগুলোর অসহায়ত্বের কথা ভেবে তারা শঙ্কিত বোধ করছেন।

দার ইবন উমারের সফল ফান্ড রেইজিং ডিনার সম্পন্ন

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

গত ১১ এপ্রিল ২০২১ রবিবার Daar Ibn Umar এর উদ্যোগে ফান্ড রেইজিং ডিনার অনুষ্ঠিত হয়। বিগত ৮ বছর যাবৎ সেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে মক্তব ও মাদ্রাসা সিডনির কেন্সেলটাউন এরিয়ায় হাতেগোনা কিছু ছাত্র নিয়ে শুরু হয় ছোট একটি কক্ষে। বিভিন্ন বয়সের ছাত্র দিয়ে একজন ফুল টাইম শিক্ষক নিয়োগ করে মক্তব চালু হয়েছে।

প্রায় এক বছর যাবৎ নুতন জায়গায় ফুল টাইম হাফিজ, মহিলাদের জন্য ইলম ও শরিয়া ক্লাস, দ্বীনি লেকচার, তাফসীর, তাজউইড, সিরাহ, হাদিস, ফিকাহ ও আরো অনেক প্রয়োজনীয় ওয়ার্কশপ দিয়ে সিডনির কেন্সেলটাউন এলাকা সংলগ্ন মুসলমানদের ইসলামী চাহিদা পূরণে শত ভাগ সার্থক বলে ইসলামী চিন্তাবিদ ও ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা মনে করেন।

নুতন ভেন্যুর আরেকটু প্রসারের জন্য ফান্ড রেইজিং ডিনার ছিল একটি মুসলমানদের মিলন মেলা। বিভিন্ন ভাষাভাষী ও বর্ণের মুসলমানের উপস্থিতিতে হলরুমে তিল ধরনের জায়গা অবশিষ্ট ছিলনা।

সিডনির প্রথম সারির আলেমদের মধ্যে অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া কমিউনিটির অনেক ধর্মপ্রাণ ভাই বোনেদের উপস্থিতি ছিল সত্যি চোখে পড়ার মতো। যদিও মহিলাদের জন্য অত্যন্ত সুন্দর আলাদা ব্যবস্থা ছিলো।

আলেম -আলিমা কোর্স, ফুল টাইম হাফিজ কোর্স, প্রাপ্ত বয়স্কদের বিভিন্ন কোর্স, প্রতিদিন বাচ্চাদের জন্য মক্তব, ইয়ুথ প্রোগ্রাম ,মহিলাদের তারবিয়াতের জন্য আলাদা প্রোগ্রাম, তারাবি, কিয়ামুল লাইল ও জুম্মার নামাজের আয়োজন ছাড়াও নিত্য প্রয়োজনীয় মাছলা-মাছায়েল,শরীয়তের বিভিন্ন দিক নির্দেশনা নিয়ে সাজিয়েছেন দার ইব্ন উমার।

এ মহতী উদ্যোগের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে আখেরাতের রাস্তা সহজ করে নিতে আজই দান করুন।

Darr Ibn Umar. Email: info@diu.org.au www.diu.org.au Office: 02 4610 2355 Mbl: 0431 188 780 Bank details: B.S.B: 032 372 Account: 355 976.

এমডির বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করায় চাকরি গেল সিটি ব্যাংকের সিনিয়র নারী অফিসারের

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

শাহবাগে ধর্ষণের প্রতিবাদে নির্যাতিত মনিরা সুলতানা বক্তব্য রাখে । ছবি - মতিউর সেন্টু

সিটি ব্যাংকের সাবেক সহকারী ভাইস প্রেসিডেন্ট মনিরা সুলতানা পপি ব্যাংকের এমডি (ব্যবস্থাপনা পরিচালক) সহ উর্দ্ধতন তিন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগে গুলশান থানায় ২০১৯ সালের ১৮ আগস্ট মামলা করেছেন। এরপর তাকে হয়রানি, নির্যাতন ও পরিকল্পিতভাবে নাজেহাল করার লক্ষ্যে একের পর এক ষড়যন্ত্র মামলা করা হয়েছে। ভুক্তভুগি মানবাধিকার কর্মী পপি সংবাদ সম্মেলনসহ প্রশাসনের উর্ধতন কর্মকর্তাকের নিকট সুবিচার দাবিতে আবেদন করেছেন।

মামলায় আসামি করা হয়েছে সিটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাসরুর আরেফিন, হেড অব সিএসআরএম আবদুল ওয়াদুদ ও বোর্ড সেক্রেটারি কাফি খানকে।

মনিরা সুলতানা পপি সুপ্রভাত সিডনিকে জানান, ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ অন্য দুই আসামি আমাকে অব্যাহতভাবে ইভটিজিং করেন। তাদের কুপ্রস্তাবে সাড়া না দেয়ায় আমাকে সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে চাকরিচ্যুত করা হয়। এ তিন কর্মকর্তার কুরুচিপূর্ণ আচরণের বিষয়টি বহু আগেই ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদকে জানিয়েছি। কিন্তু তেমন কোনো ফল পাইনি। বাধ্য হয়ে আইনের আশ্রয় নিয়েছি।

ব্যাংকে যোগদান করার পরপরই মাসরুর আরেফিনের নিয়মিত ইভটিজিংয়ের শিকার হন তিনি। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি হওয়ায় এমডির এসব আচরণ সহ্য করেই তাকে কাজ করতে হয়।

২০১১ সালে অপর আসামি হেড অব সিএসআরএম আবদুল ওয়াদুদ গাড়িতে লিফট দেয়ার নাম করে তার ওপর অতর্কিত আক্রমণ করে বসেন। লিফটের ভেতরে, সিঁড়িতে অফিস চলাকালীন তার হয়রানির শিকার হতে হয়।

এ ঘটনা বোর্ডের চেয়ারম্যান আজিজ আল কায়সার টিটো এবং তাবাসসুম কায়সার জানেন। বোর্ডে আলোচনায় আসার পর কনসালট্যান্ট রাজা দেবনাথ লিখিত অভিযোগ করতে বলেন। এরপর ব্যাংকের সিনিয়র কর্মকর্তারা তাকে নিয়ে আলোচনায় বসেন। এ ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে একই ফ্লোরে কাজের পরিবেশ নেই জানানোর পর সেপ্টেম্বরে মনিরা সুলতানাকে ট্রান্সফার করা হয়। এরপর ৩১ ডিসেম্বর ডিএমডি (অপারেশন) মাহিয়া জুনেদ এবং মানবসম্পদ বিভাগের প্রধান তাকে চাকরি খুঁজতে বলেন।

মামলার এজাহারে বাদী আরও বলেন, দুর্নীতি ও অনিয়মের মাধ্যমে লাকি শিপ বিল্ডার্সকে বিপুল অঙ্কের লোন দেয়া হয়। এ প্রক্রিয়ায় আমি যুক্ত হতে রাজি হইনি। এ কারণেও আমাকে ব্যাংকের রোষানলে পড়তে হয়।

২১ জানুয়ারি ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাসরুর আরেফিনের সঙ্গে দেখা করে অন্যত্র চাকরি খুঁজতে বলার কারণ জানতে চাইলে এমডি ব্যক্তিগত ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, তার কথা অনুযায়ী না চলা এবং নোংরা আবেদনে সাড়া না দেয়া ও দুর্নীতিগ্রস্থ ঋণ প্রদান প্রক্রিয়ায় জড়িত না থাকাই আমার অপরাধ।

২১ জানুয়ারি বোর্ড সেক্রেটারি আমাকে ডেকে বলেন, আমি যেন অফিসে আর না ঢুকি। এমডি মাসরুর আরেফিন, আবদুল ওয়াদুদ, কাফি খান আমার সঙ্গে অসদাচরণ করেছেন। সরাসরি গায়ে আপত্তিজনকভাবে হাত দেয়া, কটূক্তি ও লালসার শিকার বানানোর চেষ্টা করেন। ব্যর্থ হয়ে তারা আমার দীর্ঘ ১৭ বছরের কর্পোরেট ক্যারিয়ার ধ্বংস করে দেন।

মনিরা সুলতানা আরো জানান, বহু আগে আমি পুলিশকে বিষয়টি জানাই। ১০ জুলাই এ বিষয়ে গুলশান থানায় জিডিও করি। কিন্তু ব্যাংক কর্মকর্তারা পুলিশকে ম্যানেজ করে ফেলেন। ফলে আমি আইনগত সহায়তা পাইনি। এ কারণে পুলিশ মামলা নিতে অস্বীকৃতি জানায়। দিনভর থানায় বসিয়ে রেখেও মামলা নেয়নি। একপর্যায়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে লিখিত অভিযোগ করি। এরপর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উচ্চপর্যায়ের নির্দেশে পুলিশ মামলা নিতে বাধ্য হয়।

এরপর ২০১৯ সালের ১৯ অক্টোবর সাংবাদিক সম্মেলন করেন মনিরা সুলতানা পপি। মানবাধিকার কর্মী পপি পুলিশ, ব্যাংকের এমডিসহ উর্ধতন কর্তপক্ষ তার বিরুদ্ধে যা যা করেছেন তা তিনি সবিস্তার তুলে ধরেন। তিনি জানান, ব্যাংক কর্মকর্তারা তার বিরুদ্ধে সাজানো ৪টি মামলা করেছেন। সেখান থেকে জামিন নিয়ে শাহবাগ মোড়ে বক্তব্য রেখেছি। সেই বক্তব্য পুলিশ আমার ফেসবুক ও অন্যান্য সামাজিক যোগযোগ মাধ্যম থেকে ডিলিট করে দিয়েছে।

বাংলাদেশের শীর্ষ স্থানীয় অনেক গণমাধ্যমে এ সংবাদ গুরুত্ব সহকারে ছাপা হলেও সরকারের তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া নাই বা আমলে নেয়নি।

দেশের প্রায় প্রতিটি সেক্টরেই আজ এ অবস্থা। নারী লোভী উচ্চ পদস্ত কর্ম কর্তাদেরকে সময়মতো খুশি না করতে পারলে চাকুরীচ্যুত হতে হয় অনেককে। যারা মুখ বুজে সহ্য করে তাদের কথা ভিন্ন।প্রশাসনের প্রতিটি জায়গায় দুর্নীতি ও নারীকে ভোগের পণ্য হিসেবে দেখতে চায় তারা। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী যে দেশে নারী সে দেশে নারীরা বিচার পায়না এর চেয়ে লজ্জার আর কি হতে পারে।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

সন্দেহবাদীদের সন্ধানে

২০

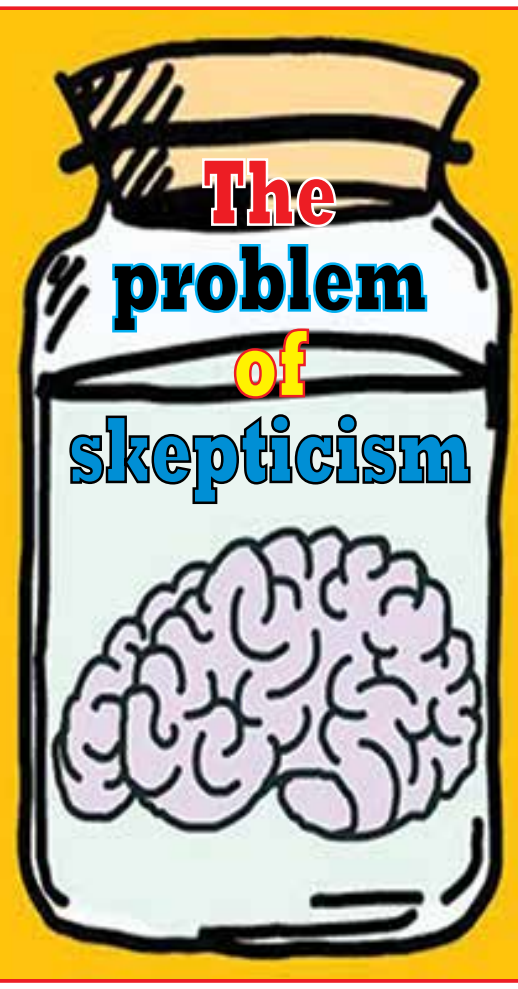

আতিকুর রহমান

আহমদের গত কয়েকদিনের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিলো রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগন। আলোচনার শেষের দিকে বিকাশ, দাস প্রথা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল। আজ আহমদ সে সম্পর্কে আলোচনা করবে। কিন্তু তার আগে গতদিনের আলোচনার ছামারি তাকে বলতেই হবে।

- বিকাশ দা, আপনার গতদিনের প্রশ্ন ছিল দাশ প্রথা নিয়ে। আমি এ বিষয়ে আলোচনার পূর্বে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগনের বিষয়ে কিছু কথা বলে সমাপ্তি টানতে চাচ্ছি।

গোপাল দা, আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন আল্লাহর রাসূলের প্রত্যেকটি বিয়ের পিছনে ইসলামী দ্বীনের স্বার্থ জড়িত ছিল। আমি একে পাঁচটি শাখায় ভাগ করেছি:

১. বিধবারদের অসহায়ত্ব মোচন যা অপর মুসলমানদের জন্য অনুকরণীয় হয়ে আছে: সাওদা বিনতে জাম'আহ রাঃ, যয়নাব বিনতে খুযায়মাহ রাঃ, উম্মে সালামাহ রাঃ এর অন্তর্ভুক্ত।

২. যুদ্ধবন্দী বা দাস মুক্তকরণ, মহানুভবতা প্রদর্শন যা ইসলামের প্রসারকে প্রভাবান্বিত করেছিল: যুয়ায়হিরাহ বিনতে হারিস রাঃ এর অন্তর্ভুক্ত।

৩. বন্ধুত্বের বিস্তার ও বন্ধুত্ব দৃঢ়করণ: আয়েশা বিনতে আবুবকর রাঃ, হাফসা বিনতে ওমর রাঃ, হাবিবা বিনতে আবু সুফিয়ান রাঃ এবং সাফিয়া বিনতে হুয়াইয়া রাঃ এর অন্তর্ভুক্ত।

৪. একজন নারীকে সম্মান প্রদর্শন যা মক্কার অনেকের জন্য অনুকরণীয় ছিল: মায়মুনা বিনতে হারিস রাঃ যিনি রাসূল সল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিজেকে সপে দেন। আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ে রাসূলকে নির্দেশও দিয়েছিলেন। আল্লাহ বলেনঃ .....কোন মুমিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পন করে, নবী তাকে বিবাহ করতে চাইলে সেও হালাল।..... [সূরা আল আহযাব:৫০]

৫. জাহেলী যুগের কুপ্রথা মুছে দিতে: যয়নাব বিনতে জাহাশ রাঃ এর অন্তর্ভুক্ত।

গোপাল দা, এসবই ছিল রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একাধিক বিয়ের উইজডম যা প্রতিটি মুসলমানের নিকট আজও অনুকরণীয় হয়ে আছে। আগের মতো আবারও বলছি, একজন মুসলমানের জন্য সর্বোচ্চ চারজন স্ত্রী আল্লাহ তা'আলা জায়েজ করেছেন এবং তা শর্তসাপেক্ষে।

হুমায়ুন এবার আহমদকে থামিয়ে দিয়ে বললঃ আহমদ, এবার ইসলামে দাসীর বিষয়ে বল।

- বিকাশ দা, প্রথমেই বলে নেই দাস-দাসীর প্রথা কিন্তু প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত এক প্রথা যা খ্রীষ্ঠান, ইয়াহুদী বা তৎকালীন অন্যান্য ধর্মের মাঝে বহুল প্রচলিত ছিল। খুব বেশিদিন আগের কথা বলছিনা। এক রিপোর্টে এসেছে ব্রিটিশ শাসনামলে (১৬৮০ থেকে ১৭৮৬ সাল পর্যন্ত) তাদের বিভিন্ন কলোনিতে আনুমানিক দাসের সংখ্যা ছিল: ২,১৩০,০০০ জন। ইসলাম শুরু থেকেই দাস-দাসী প্রথাকে উচ্ছেদ করতে উৎসাহিত করেছে। কেননা ইসলামের মৌলিক বিষয় হলোঃ প্রত্যেক মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা (Freedom of Choice) রয়েছে এবং প্রত্যেকে তার কর্মের জন্য আল্লাহর নিকট থেকে পুরস্কৃত অথবা শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। একজন মানুষ কখনোই অপরের স্বাধীন ইচ্ছায় বাঁধা হতে পারবেনা। (আবূ হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিতঃ) নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন যে, কিয়ামতের দিবসে আমি নিজে তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদী হব। এক ব্যক্তি, যে আমার নামে ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করল। আরেক ব্যক্তি, যে কোন আযাদ মানুষকে বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করল। আর এক ব্যক্তি, যে কোন মজুর নিয়োগ করে তার হতে পুরো কাজ আদায় করে এবং তার পারিশ্রমিক দেয় না। [সহিহ বুখারী, হাদিস নং ২২২৭] অর্থাৎ কোন স্বাধীন মানুষকে দাস বা দাসী বানানো যাবেনা।

এসময় গোপাল বললোঃ আহমদ ভাই, আপনি দাসী সম্পর্কে বলুন, যারা স্ত্রী নয় কিন্তু মুসলমানরা যাদের সাথে স্ত্রীর মতো শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করতো।

- জি গোপাল দা, বলছি। ইসলামে এধরণের সুযোগ শুধুমাত্র যুদ্ধবন্দী এবং যাদেরকে অর্থের বিনিময়ে কেনা হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যুদ্ধ বলতে আমি সেইসব যুদ্ধের কথা বলছি যে যুদ্ধ মুসলমান আর কাফেরদের মাঝে সংগঠিত হয়। মুসলমানরা তাদের জীবন ও তাদের মাল ব্যয় করে যখন কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং এতে জয়লাভ করে তখন যে সকল মানুষ তাদের হাতে বন্দী হয় তারাই যুদ্ধবন্দী হিসেবে বিবেচিত। আল্লাহ তা'আলা এ বন্দীদের মুসলমানদের জন্য গনিমত হিসেবে ধার্য করেছেন। গনিমত হলো যুদ্ধলব্ধ সম্পদ। মুসলিম সেনাপতি বন্দীদেরকে মুসলমানদের মাঝে বন্টন করে দিতে পারেন। অথবা অর্থের বিনিময়ে ছেড়ে দিতে পারেন। ইসলামের ইতিহাসে উভয় ধরনের ঘটনা লক্ষ্য করা যায়। মুসলমানরা পরাজিত হলে কিন্ত কাফেররাও একই কাজ করতো।

গোপাল দা, ইসলামে দাস-দাসীদের যে মর্যাদা দেয়া হয়েছে তাতে সে আর দাস-দাসী থাকেনা। কেননা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের দেয়া দাস-দাসীর মর্যাদা মুসলমানদের দেয়া মর্যাদা সম্পূর্ণ ভিন্ন। নীচের হাদীছের দিকে লক্ষ্য করুন।

মা'রূর ইবনে সুওয়াইদ থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, একদা আমি আবূ যার (রাঃ)-কে দেখলাম যে, তাঁর পরনে জোড়া পোশাক রয়েছে এবং তাঁর গোলামের পরনেও অনুরূপ জোড়া পোশাক বিদ্যমান! আমি তাঁকে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি ঘটনা উল্লেখ করে বললেন যে, 'তিনি আল্লাহর রসূলের যুগে তাঁর এক গোলামকে গালি দিয়েছিলেন এবং তাকে তার মায়ের সম্বন্ধ ধরে হেয় প্রতিপন্ন করেছিলেন। এ কথা শুনে নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে বলেছিলেন, "(হে আবূ যার!) নিশ্চয় তুমি এমন লোক; যার মধ্যে জাহেলিয়াত (ইসলামের পূর্ব যুগের অভ্যাস) রয়েছে! ওরা তোমাদের ভাই স্বরূপ এবং তোমাদের সেবক। আল্লাহ ওদেরকে তোমাদের মালিকানাধীন করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তির ভাইকে আল্লাহ তার মালিকানাধীন করেছেন, সে ব্যক্তি যেন তাকে (দাসকে) তাই খাওয়ায়; যা সে নিজে খায় এবং তাই পরায় যা সে নিজে পরে। আর তোমরা ওদেরকে এমন কাজের ভার দিয়ো না, যা করতে ওরা সক্ষম নয়। পরন্তু যদি তোমরা এমন দুঃসাধ্য কাজের ভার দিয়েই ফেল, তাহলে তোমরা ওদের সহযোগিতা কর।" [সহীহুল বুখারী ৩০, ২৫৪৫, ৬০৫০, মুসলিম ১৬৬১]

এধরণের বহু হাদিস রয়েছে, আলোচনা দীর্ঘ হয়ে যাবে তাই উল্লেখ করছিনা।

আল্লাহ তা'আলা দাসীদের সম্পর্কে বলেছেনঃ .... তোমাদের অধিকারভুক্তদের মধ্যে যারা মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করতে চায়, তাদের সাথে তোমরা লিখিত চুক্তি কর যদি জান যে, তাদের মধ্যে কল্যাণ আছে। আল্লাহ তোমাদেরকে যে, অর্থ-কড়ি দিয়েছেন, তা থেকে তাদেরকে দান কর। তোমাদের দাসীরা নিজেদের পবিত্রতা রক্ষা করতে চাইলে তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদের লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য কারো না। যদি কেহ তাদের উপর জোর-জবরদস্তি করে, তবে তাদের উপর জোর-জবরদস্তির পর আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [সূরা আন-নূর: ৩৩] আয়েশা সিদ্দিকা রাঃ এর এক দাসী ছিলেন, যার ইমামতিতে তিনি নামাজ আদায় করেছেন। ইসলামী শারিয়া বলেঃ যদি কোন দাসকে অপর স্বাধীন মুসলমাদের উপর নেতৃত্ব দিতে দেয়া হয়, তবে ওই দাসের হুকুম পালন করা সেই মুসলমানদের জন্য বাধ্যতামূলক।

বিকাশ এসময় বললঃ আহমদ ভাই, আমি বাংলাদেশের এক নারীবাদী লেখকের বইতে পড়েছিলাম। ইসলাম নাকি কাজের বুয়াদের সাথে যৌন সম্পর্ক অনুমোদন করে। সে তার বইতে কোরআনের এক আয়াতও উল্লেখ করেছিল। বিকাশ হেসে ফেললো।

- বিকাশ দা, আমি জানি আপনি কার কথা বলছেন। আর এও বলে দিতে পারি, সে কোরআনের কোন আয়াত উল্লেখ করেছে। কাজের বুয়ারা দাসী নয়, আর তারা যুদ্ধের মাধ্যমে প্রাপ্ত গনিমতের মালও নয়। তাহলে তাদের বেলায় কিভাবে এধরণের কথা খাটে? আসলে এরা কম-জানা বা না-জানা মুসলমানদের এসব কথার মাধ্যমে ধোঁকা দিচ্ছে। যার শিকার আজ অনেকেই।

বিকাশ দা, আলোচনা আর দীর্ঘ করছিনা। সবশেষে বলছি, এখন আর যুদ্ধের মাধ্যমে দাস-দাসী বানানোর প্র্যাকটিস নাই আর এর সুযোগও নাই। কেননা ১৯৫৩ সালে জাতিসংঘ এ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে এক সনদ উত্থাপন করেছিল, যেখানে বহু দেশ স্বাক্ষর করেছে।

চলবে.....

লাইট আপ ব্রিজবেন' শীর্ষক আলোকসজ্জা অনুষ্ঠিত

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনকে কেন্দ্র করে অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ড রাজ্যের রাজধানী ব্রিজবেনের স্টোরি ও ভিক্টোরিয়া নামের দুটি ব্রিজে লাল সবুজ রঙের বাংলাদেশের পতাকার আদলে আলোকিত করা হয়েছে। ২২ মার্চ ২০২১ সোমাবার সন্ধ্যার আগে জ্বলে ওঠে দুই পাশে সবুজ এবং মাঝখানে লাল রঙের আলোঝলমলে বাতি। মুহূর্তেই উচ্ছ্বসিত হন স্থানীয় বাংলাদেশিরা। বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করা আনন্দের ছবি ছড়িয়ে পড়ে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। ব্রিজবেনের স্থানীয় সরকার উক্ত 'লাইট আপ ব্রিজবেন' শীর্ষক আলোকসজ্জার অনুষ্ঠানটি আয়োজন করেন যা নাকি অত্যান্ত প্রশংসিত ও অন্যান্য কাউন্সিলের জন্য অনুকরণীয়। এসময় জাতীয় সংগীতও পরিবেশন করা হয়।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, May-2021
Year-13

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে ইস্টলেকসে বারবিকিউ ও আনন্দ উৎসব অনুষ্ঠিত

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে সিডনির ইস্টলেকসে বসবাসরত বাংলাদেশীদের উপস্থিতিতে দিনব্যাপী বারবিকিউ ও আনন্দ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পরিবার পরিজন নিয়ে শুভ ফ্রাইডের দিনে বারবিকিউ ও আনন্দ উৎসব অনুষ্ঠিত হয় । অনুষ্ঠানের শুরুতে শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের শ্রদ্ধা ও আহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণ করা হয়। তারপর শুরু হয় বারবিকিউ। জুম্মার নামাজ শেষে মধ্যাহ্ন ভোজ অনুষ্ঠিত হয়। এরপর নারী ও শিশুদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় বিনোদনমূলক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। শিশুদের (এক থেকে আট) বিস্কুট দৌড়ে প্রথম নিনাদ, দ্বিতীয় ঈশিকা ও তৃতীয় স্থান লাভ করে তাহিয়া। কিশোরদের (আটক থেকে ১২ বছর) বিস্কুট দৌড় প্রতিযোগিতায় আরিভা প্রথম, সুহায়লা দ্বিতীয় এবং জাররাফ ও ঈশান তৃতীয় স্থান লাভ করে। হাইস্কুলে প্রথম প্রিয়ন্ত এবং দ্বিতীয় স্থান লাভ করে অর্পা। নারীদের বালিশ বদল প্রতিযোগিতায়

মাহবুব আরা রত্না প্রথম, শাহীন আর জাহান দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, হায়দার খান, আনোয়ার হোসেন, ইসহাক হাফিজ, রাসেল মালিক, তানভীর আহমেদ খান, শাহাদাত রিয়াদ, সাইফুল ইসলাম, আবু সুফিয়ান রিপন, বেলাল উদ্দিন আহমেদ, জাহাঙ্গীর আলম, নিতাই পাল, মধু পল, ধর্ম বড়ুয়া,মো কামরুজ্জামান, জুয়েল সিদ্দিকী, মো আলম, সৈকত বড়ুয়া, গোলাম রাব্বি, হাসিবুল কবির, উত্তম কুমার, আশরাফুল হক বিপু, মো আলী, আরিফুর রহমান, নাহার জান্নাত, বিউটি বড়ুয়া, তানজিয়া মমতাজ, মর্জিনা হাফিজ, হাবিবা আক্তার, সামিয়া আহনাফ, সঞ্চিতা নাথ, শাহীনুর আক্তার, নাজু প্রমুখ।অনুষ্ঠানে মিডিয়া পার্টনার ছিল বাংলা বার্তা।

আগামি ২০ জুন সিডনি প্রেস অ্যান্ড মিডিয়া কাউন্সিলের নির্বাচন

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

আগামি ২০ জুন ২০২১ রবিবার অস্ট্রেলিয়া প্রবাসি বাংলাদেশি লেখক ও সাংবাদিকদের বৃহত্তম সংগঠন সিডনি প্রেস অ্যান্ড মিডিয়া কাউন্সিলের (SPMC) বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। গত ৭ এপ্রিল ২০২১ বুধবার সন্ধ্যায় কাউন্সিলের কার্যকরী পরিষদের এক সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে।
কাউন্সিলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল্লাহ ইউসুফ শামীমের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক আবদুল মতিনের পরিচালনায় সভায় উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মেদ আসলাম মোল্লা (সহ-সভাপতি), শিবলী আবদুল্লাহ (সহ-সভাপতি), আবদুল আউয়াল (যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক), মাকসুদা সুলতানা (কোষাধ্যক্ষ), নামিদ ফারহান (সাংস্কৃতিক সম্পাদক), মোহাম্মাদ আসিফ ইকবাল (মিডিয়া অ্যান্ড কমুনিকেশন সম্পাদক) এবং কার্যকরী পরিষদের সদস্য নাইম আবদুল্লাহ ও ড. ফজলে রাব্বি।
সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলওয়াত করেন মোহাম্মদ আসিফ ইকবাল। কাউন্সিলের বর্তমান কার্যক্রম ও নির্বাচন পরিচালনার সুবিধার্থে সভায় উপস্থিত সকল সদস্যের সর্বসম্মতিতে সিনিয়র সহ-সভাপতি আবদুল্লাহ ইউসুফ শামীমকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি নির্বাচন করে তিন সদস্যের একটি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়। বাস্তবায়ন কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন, ড. ফজলে রাব্বি ও নাইম আবদুল্লাহ।
সভায় উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ট সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। গৃহিত সিদ্ধন্তের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, আগামি ২০ জুন বাৎসরিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন, সদস্যপদ নবায়ন, সদস্যপদ বাছাই, সদস্যপদ ঘোষণা, নমিনেশন ঘোষণা ও জমা দেয়ার শেষ তারিখ, রিটার্নিং অফিসারের নাম ঘোষণা, নির্বাচন পরিচালনা পর্ষদ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ওয়েবসাইট পুনরায় নকশা ইত্যাদি। সভা শেষে নৈশ ভোজের আহ্বান জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমানী ঘোষণা করা হয়।

করোনা আক্রান্ত সিডনি প্রেস অ্যান্ড মিডিয়া কাউন্সিলের সদস্যের জন্য দোয়া মাহফিল

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

সিডনি প্রেস অ্যান্ড মিডিয়া কাউন্সিলের (SPMC) সদস্য ফয়সাল আজাদ কোভিড ১৯ করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। গত ৩ এপ্রিল ২০২১ বাংলাদেশ থেকে আসার পর তিনি ও তার মা লুৎফেয়ারা বেগম হোম কোয়ারেন্টিন ছিলেন। ১১ এপ্রিল করোনা পরীক্ষার পর তারা করোনা শনাক্ত হন। বর্তমানে তিনি ও তার মা কনকর্ড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
তাদের সুস্থতা কামনা করে ল্যাকেম্বা ও ম্যাসকটে পৃথক দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। পবিত্র রমজানের ইফতারের পর এ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
প্রকৌশলী হাবিবুর রহমানের উদ্যোগে

সিডনির ল্যাকেম্বা মুসল্লায় গত ১৯ এপ্রিল সোমবার অনুষ্ঠিত দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন সিডনি প্রেস অ্যান্ড মিডিয়া কাউন্সিলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুল্লাহ ইউসুফ শামীম, শেখ ইসলাম, সোহেল, রুবেল, মোহাম্মদ এনাম, ইমরান হোসেন, আবু সুফিয়ান মেন্থন, মাসুদুর রহমান, ফখরুল রিয়া, মাহফুজুর রহমান, ফয়সাল চৌধুরী প্রমুখ। দোয়া পরিচালনা করেন ল্যাকেম্বা মুসল্লার শাইখ জামান একাউয়ি।
একই দিনে ম্যাসকট মুসল্লায় দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন সিডনি প্রেস অ্যান্ড মিডিয়া কাউন্সিলের সহসভাপতি মোহাম্মদ আসলাম মোল্যা, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মাদ আবদুল মতিনসহ বিভিন্ন মুসল্লিরা।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

ওয়াটসনের জনপ্রিয় লেবার এমপি'দের ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

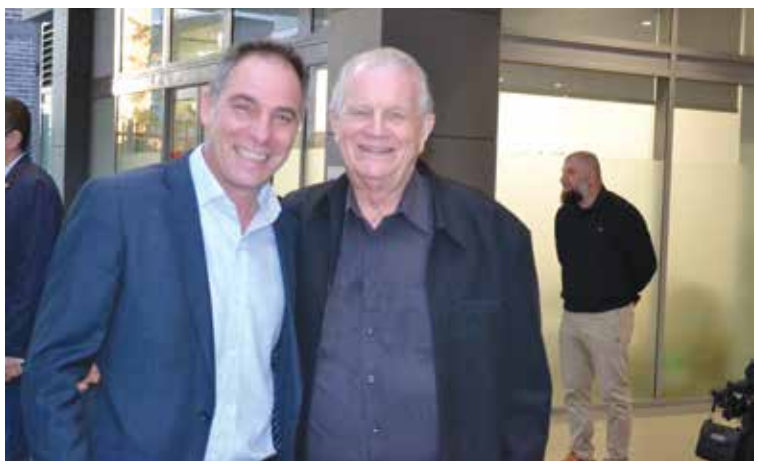

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

পবিত্র রমজান উপলক্ষে ওয়াটসনের লেবার এমপিদের যৌথ উদ্দ্যেগে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৩ এপ্রিল, শুক্রবার ২০২১ সন্ধ্যায় ফেডারেল মেম্বার অব ওয়াটসনের এম পি টনি বার্ক ও জিহাদ দিব ,স্টেট এম পি লাকেম্বা এর অফিস সংলগ্ন একটি রেস্তরায় এই মাহফিলের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেন টনি বার্ক, জিহাদ দিব ও ব্ল্যাক্সল্যান্ডের এম পি জেসন ক্লার।

বিকাল ৫:০০ টায় কোরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন ওয়াটসনের বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।অনুষ্ঠানে আলোচকবৃন্দ মুসলিম কমিউনিটির সকল মুসলিমদের রমজানের শুভেচ্ছা জানান। ডিনার ও ফটো সেশনের মাধ্যমে এ অনুষ্ঠানটি শেষ হয় । কম্যুনিটির বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ ছাড়াও আরো উপস্থিত ছিলেন মুফতি অব অস্ট্রেলিয়া,মেয়র (কেন্টাবুরি-বেংকসটাউন),সাবেক ডেপুটি মেয়র(কেন্টাবুরি-বেংকসটাউন),কাউন্সিলর ,স্থানীয় পুলিশ কর্মকর্তা প্রমুখ।

Iftar & Ramadan night event by Charity Right Australia

Suprovat Sydney Report

'Charity Right Australia', a prominent food charity with international branches, has recently organised their Annual Iftar & Ramadan Night event on 16th April 2021, Friday. The event took place in a venue in Rhodes, NSW, and it was participated by numerous guests and patrons.

Various dignitaries, community leaders, business persons and media representatives attended the Iftar program. The Grand Mufti of Australia and various other Muslim scholars were also present in the event. The Chairman of Charity Right Australia, Dr Naim Islam, presented his opening and welcoming speech at the event.

Charity Right Australia plays an active role in supporting the people in need all over the world. This organisation focuses on the basic human needs regarding food and attempts to provide help for people in extreme situations. In general, its goal is to provide regular, nutritious meals, so people who are in a difficult situation no longer struggle every day to feed their beloved ones.

The organisation also emphasises assisting the children as most as possible, considering them the most vulnerable segment of the society.

In this Iftar and Ramadan Night event, participants exchanged their opinions and watched the presentations on the organisation's activities.

If you would like to participate and contribute to this charity organisation, you can keep in touch with them through their website: https://www.charityright.org.au/contact. You can also send your financial donation straight to its bank account: Charity Right Australia Ltd, BSB: 062 191, Account No: 1095 8152, Reference: SADAQAH or ZAKAT. If your donation is a general category donation, please use the reference 'SADAQAH', or if it a Zakat donation, please use the reference 'ZAKAT'.

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

A comparative analysis between Australia and Bangladesh's online education during the pandemic

ASM ANAM ULLAH

Since the COVID-19, people were forced to return to their homes and stay home; we see a sign of relief and perhaps a cure for COVID-19. Nevertheless, for now, lifestyle is mainly in the house, which goes primarily for education. Some countries have so far been widely experiencing the second web of COVID-19 and losing their loved ones, which is unbearable. The current situation in Bangladesh is also somewhat volatile due to the second web of COVID-19 and the second lock-down nationwide.

Yet, despite the tremendous impact of the pandemic on our socio-economic life, our whole life has not broken down. Some sectors are still under operation, mainly the education sector. But when I say that the education sector is in the process, I am sceptical about some other countries like Bangladesh while comparing with a modern country like Australia. There are limited resources in Bangladesh, so that a proper education system is not sufficient, which made it difficult for millions of students to continue their studies during COVID-19. Indeed, this is a significant loss for Bangladesh.

2020 and the current year were challenging semester for an unprecedented transition from traditional to online education. However, academically, while working with some of the world's leading institutions in Sydney, it was an unparalleled experience for me and some other academics to cope up with the online education system. The new online teaching method at least helped us to know how to work online and learn things as much as possible in an efficient manner that we usually follow in the classroom.

Like academics, millions of students in Australia and worldwide needed to study at home to prevent the spread of COVID-19. Looking at university or tertiary level, whether you are a primary or high school student, the only thing that can keep us up to date with our courses and units is the power to learn online. Furthermore, perhaps this was made possible due to adequate internet facilities and other digital tools and platforms that most Australian students have.

I was talking to an Australian undergraduate university student about the online learning experience, and he added: "As a student myself, I found this semester quite challenging. Making this my first year at university, I knew from the start that it would be difficult, but once this virus hit us, it just made things so much worse. However, online learning eased the stress of maintaining quality education; however, not everything is perfect" (interview 25 June 2020).

From the above excerpt, I have only described some ideas about the pros and cons of online education:

Advantage vs Disadvantage:
With online learning having the flexibility to do the classes whenever you want comes as a luxury. With students working part-time and full time, this comes at an advantage as students can balance their work and education life. With most classes recorded through Panopto, Moodle and Blackboard Collaborate, lectures and tutors can provide their teachings and expertise without you even attending the practical courses.

However, the downfall of this resides as students with fixed workloads can not contribute during live classes and ask only some of the fundamental questions that could further enhance their learning and knowledge in that unit. Another disadvantage comes with Zoom sessions as they are fixed at certain times, which could be disadvantageous for some students.

Availability of Materials:
With online learning, the power of google and various other learning materials is in our deposal. In most cases, lecture materials are only provided during face to face classes. Often students are required to either copy the lecture material in their books or electronic devices or make dot points that may or may not relate to the subject at hand. Most exams during this semester were an open book, so students from various courses could access their notes during the exam period.

However, as this sounds good, there is a flaw as some "premium" materials requires the students to pay money. Also, libraries that have either closed or have reduced opening hours come at a cost as students cannot access physical materials. Students study differently, and for those who would prefer paper notes and hand-written document, they are most likely to suffer during these challenging times. Nevertheless, Australian universities were able to provide sufficient online materials so that students did not face any significant calamities in their learning process.

Socialising as opposed to social media:
Young cohorts are always urged to go outside and interact with various types of people. This is true with the student life as we can say that students love to interact with students not only on the university campus but also with other students in other classes. But unfortunately, this is not the case in this critical time. However, it is now more critical with social media and its influence than ever to stay connected virtually. Apps like Facebook, Instagram and WhatsApp are rising as students are currently engaged with collaborative classwork and quite frankly engaged through social interactions.

Affordability:
With universities now closed, the cost of materials and equipment has reduced in value. Teaching online is a lot cheaper and sustainable as apps like Skype and Zoom are free and require no additional charges. In most cases, often universities pay for yearly subscriptions for premium features. However, most countries do not have the availability of modern technology and its proper uses. Rural areas are the most affected as internet connections can be unstable or even non-existent worldwide, including Bangladesh.

However, the online version of education saved the educational lives of millions of students from the significant loss of the year, which was primarily absent in Bangladesh and elsewhere in the world. But a country like Australia well coped up with these challenges. This was made possible due to the correct teaching policies and unique strategies of various Australian universities.

Highly experienced and well-trained teaching staff and administrative staff can ensure a good quality of timely education delivered, which was much needed for millions of students in Australia. It is worth noting that Australia's tertiary education is not only modern; it is very competitive in the world.

When we turn back to Bangladesh and evaluate their education system, it makes us very sad because the strategic implementation of a fair education policy was needed long before, which is still absent. It was essential for the educational institutions of Bangladesh to find a way to meet the challenges of following an online learning method within the limitations. Unfortunately, this did not happen.

The fundamental question to be pointed out at the moment is what IT infrastructure has been created for millions of Bangladeshi students over the past year. Moreover, the government's policy towards providing proper online education for millions of Bangladeshi students is crucial.

The following recommendations are essential for the consideration of the Government of Bangladesh:
The Government of Bangladesh now needs to reconsider the overall education policy and post COVID-19 situation to recover students' losses and keep them on the right track in their future learning process.

The Government of Bangladesh and other NGOs and international organisations (mainly the mobile and IT companies) may leverage their policies to expand and build a sustainable IT network and infrastructure in Bangladesh in the shortest possible time.
All mobile companies should educate and expand their CSR role in providing free education. They should go through various programs and come together with Bangladeshi schools and universities. They should mainly connect rural schools and students in Bangladesh under the IT network.
The Government of Bangladesh will have to put additional money in the upcoming National Budget to increase the IT opportunities of local students and improve IT infrastructure.
Most importantly, the Government of Bangladesh should educate, train and improve the skills of school teachers for proper IT knowledge. The Bangladesh Government can take help from other international organisations like the World Bank and ADB.
In the end, I would like to remind you one thing that the online education system was not the best option. However, it did help keep millions of students in the learning process so that they would not be left out of their studies for 2020/21 or beyond in the horrific event of COVID-19. So Bangladeshis need a proper digital environment in every aspect of their livelihood.

Author is an Australian Academic.

মুসলিম কমিউনিটির সম্মানে এনএসডব্লিউ প্রিমিয়ারের ইফতার ও ডিনার পার্টি অনুষ্ঠিত

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

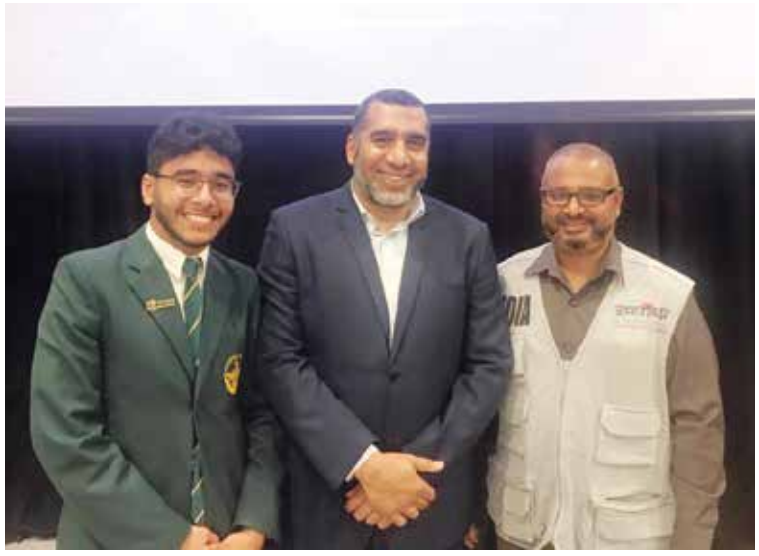

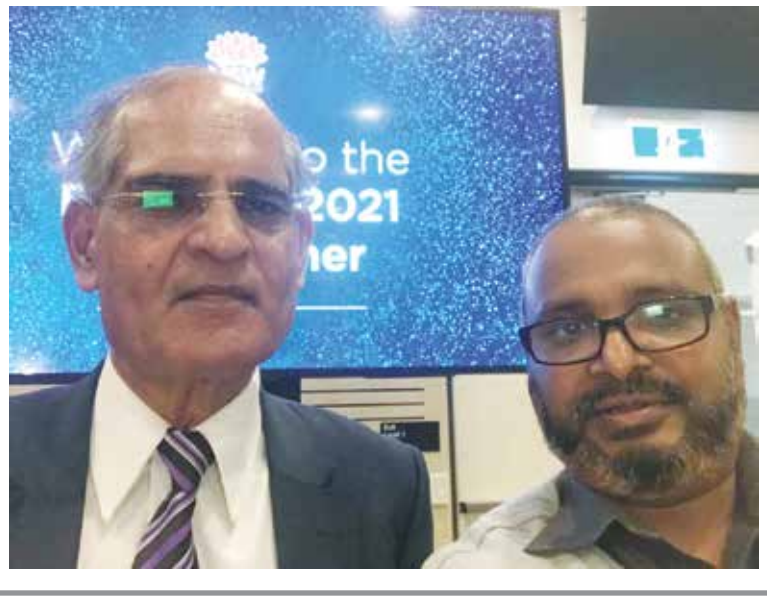

গত ২০শে এপ্রিল ২০২১ স্থানীয় মুসলিম কমিউনিটির সম্মানে অস্ট্রেলিয়ার এনএসডব্লিউ অঙ্গরাজ্যের সম্মানিত প্রিমিয়ার The Hon. Gladys BEREJIKLIAN MP এর উদ্যোগে এক ইফতার ও ডিনার পার্টির আয়োজন করা হয়। উক্ত পার্টির মূল উদ্দেশ্য ছিল পবিত্র রামাদানে স্থানীয় মুসলিমদের আপ্যায়নের পাশাপাশি অঙ্গরাজ্যের সক্রিয় নাগরিক হিসেবে তাদের অবদান ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকে তুলে ধরা। এনএসডব্লিউ অঙ্গরাজ্যের প্যারামাটা শহরস্থ ব্যাংকওয়েস্ট স্টেডিয়ামে উক্ত পার্টি স্থানীয় সময় ৫টা ১৫ মিনিটে শুরু হয়।

অনুষ্ঠানের সঞ্চালক মিস ফাতেমা মুহাম্মদ আলির স্বাগত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। লাকেম্বা বড় মসজিদের ইমাম শেখ মুহাম্মদ হারবি উক্ত অনুষ্ঠানে পবিত্র কুর'আনের সুরা হুজুরাতের ১১, ১২ ও ১৩ নম্বর আয়াত তিলাওয়াত করেন। উক্ত আয়াতে কারিমায় একই মানব-মানবী হতে মানুষের জন্ম ও বিস্তৃতি এবং তাদের সাম্য, মৈত্রী ও ভাতৃত্ববোধ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। একই সাথে মহান আল্লাহ্ সুবহানওয়াতা'য়ালা কাউকে মন্দ নামে ডাকা, সন্দেহ করা ও তাদের উপর গুপ্তচরবৃত্তি থেকে বিরত থাকতে আদেশ করেছেন।

মাননীয় প্রিমিয়ার তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, রামাদান মুলত কুর'আন নাযিলের মাস। এ মাসে জিবরাঈল (আঃ) কুর'আন নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেন। তাই এ মাস কুর'আন পাঠ, ইবাদাত-বন্দেগী ও দান-খয়রাতের সময়। স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের সময়। তিনি আরও বলেন, বিগত একটি বছর অস্ট্রেলিয়া তথা সারা বিশ্ব একটি কঠিন সময় পার করেছে। এই সময়ে সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে করোনা-অতিমারী মোকাবেলার জন্য কাজ করেছে। তিনি করোনা-অতিমারী মোকাবেলায় মুসলমানদের ভুমিকার প্রশংসা করেন এবং সকলের সহযোগিতায় মানুষের জীবনযাত্রা আবারও স্বাভাবিক হয়ে ওঠার আশাবাদ ব্যাক্ত করেন।

বিভিন্ন মসজিদের ইমাম, ডাক্তার, সাংবাদিক ও মিডিয়াকর্মী, একাউন্ট্যান্ট ও আইনজীবী সহ স্থানীয় মুসলিম কমিউনিটির গুরুত্বপূর্ণ সদস্যবৃন্দ উক্ত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে অংশ নেন। মাননীয় প্রিমিয়ারের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, কুশল বিনিময় ও ফটো সেসনের মধ্য দিয়ে উক্ত অনুষ্ঠান শেষ হয়।

সিডনিতে যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও জাসাসের বিশেষ দোয়া

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

বিএনপির চেয়ারপারসন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও জাসাসের যৌথ উদ্যোগে গত ২৫ এপ্রিল রোববার বিশেষ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপি অস্ট্রেলিয়ার সাবেক আহ্বায়ক মো.দেলোওয়ার হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অস্ট্রেলিয়া বিএনপি প্রতিষ্ঠাতা এম এ ইউসুফ শামীম,মো. মোসলেহ উদ্দিন হাওলাদার আরিফ, জিয়া পরিষদ সভাপতি মোহাম্মদ নাসিম উদ্দিন আহম্মেদ।
জাতীয়তাবাদী যুবদল অস্ট্রেলিয়ার সভাপতি ইয়াসির আরাফাত সবুজের সভাপতিত্বে এবং স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি এএনএম মাসুমের পরিচালনায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জাসাস অস্ট্রেলিয়ার সভাপতি আব্দুস সামাদ শিবলু। তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর আরোগ্য কামনা করে বিশেষ দোয়া করেন ড.ফকির মুনশী। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন তারেক উল ইসলাম তারেক, কামরুল ইসলাম শামীম (ইঞ্জিনিয়ার),বিএনপির সিনিয়র নেতা কাজী নজরুল ইসলাম, যুবদলের সাধারণ সম্পাদক খাইরুল কবির পিন্টু, জাসাসের সিনিয়র সহ-সভাপতি ডা. শাহ জাহান আলী, যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক জাকির হোসেন রাজু, স্বেচ্ছাসেবক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক পবিত্র বড়ুয়া , জাসাসের সাংগঠনিক সম্পাদক একে মানিক, লাকি আক্তার, নূর মোহাম্মদ মাসুম, সর্দার মামুন ,মোহাম্মদ জসিম, মোহাম্মদ কারুজ্জামান, আব্দুল হাকিম, জাহাঙ্গীর হোসেন, ফারহানা শারমিন(অ্যাড), মিসেস মারিয়া আফরিন।

আলেমদের গ্রেফতার ও নির্যাতন বন্ধ ও মামলা প্রত্যাহারের দাবি লেবার পার্টির

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট:

পবিত্র রমজান মাসে আলেম-ওলামাদের অযথা হয়রানি, গ্রেফতার নির্যাতন করা থেকে বিরত থাকতে সরকারের প্রতি উদাত্ত আহবান জানিয়ে বাংলাদেশ লেবার পার্টির চেয়ারম্যান ডা. মোস্তাফিজুর রহমান ইরান ও ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব লায়ন মো. ফারুক রহমান বলেছেন,আলেম ওলামাদের নির্যাতন নিপীড়নের পরিণাম শুভ হবে না। মিথ্যা ও হয়রানী মুলক সাজানো মামলায় পবিত্র রমজান মাসে অসংখ্য নিরীহ নিরাপরাধ আলেম ওলামা ও মুসল্লিদের গ্রেফতার করে হয়রানি ও নির্যাতন করা হচ্ছে। এভাবে আলেমদের হয়রানী করলে দেশের সাধারন ধর্মপ্রাণ তৌহিদী জনতা লকডাউন উপেক্ষা করে আলেমদের মুক্তি ও মিথ্যা মামলা এবং হয়রানীর বিরুদ্ধে রাজপথে নামতে বাধ্য হবে। লেবার পার্টির নেতৃদ্বয় এক বিবৃতিতে অবিলম্বে গ্রেফতারকৃত ওলামায়ে কেরামের উপর জেল-জুলুম নির্যাতন বন্ধ এবং মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করার দাবি জানান।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

কবীরা গুনাহ কী?

মো: ইমাম হোসাইন (ব্রুনাই)

আল্লাহর কিতাব, রাসূলের (সা) সুন্নাহ ও অতীতের পুণ্যবান মনীষীদের বর্ণনা থেকে যেসব জিনিস আল্লাহ ও রাসূল কর্তৃক সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ বলে জানা যায়। সেগুলিই কবীরা (বড়) গুনাহ। কবীরা ও নিষিদ্ধ বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকলে সগীরা (ছোটে) গুনাহ সমূহ ক্ষমা করা হবে বলে আল্লাহ কুরআনে নিশ্চয়তা দিয়েছেন।
আল্লাহ বলেন ঃ তোমরা যদি বড় বড় নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে বিরত থাক তাহলে আমি তোমাদের (অন্যান্য) গুনাহ মাফ করে দেবো এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে প্রবেশ করাবো।" (সূরা আন নিসা)
আল্লাহ তায়ালার এই অকাট্য ও দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা দ্বারা কবীরা বা বড় বড় গুনাহ থেকে যারা সংযত থাকে তাদের জন্য স্পষ্টতই জান্নাতের নিশ্চয়তা দিয়েছেন। সূরা আশ শুরাতে আল্লাহ বলেন,
"আর সেই সব ব্যক্তি, যারা বড় বড় গুনাহ ও অশ্লীল কাজ থেকে সংযত থাকে এবং রাগান্বিত হলে ক্ষমা করে। এবং সূরা আন নাজমে আল্লাহ বলেন ঃ
"আর যারা বড় বড় গুনাহ ও অশ্লীল কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকে, তাদের জন্য আল্লাহর ক্ষমা খুবই প্রশস্ত। অবশ্য ছোটখাটো গুনাহর কথা আলাদা।"
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "প্রতিদিন পাঁচবার নামায, জুময়ার নামায পরবর্তী জুময়া না আসা পর্যন্ত এবং রমযানের রোযা পরবর্তী রমযান না আসা পর্যন্ত মধ্যবর্তী গুনাহ সমূহের ক্ষমার নিশ্চয়তা দেয়- যদি কবীরা গুনাহ' সমূহ থেকে বিরত থাকা হয়।
এই কয়টি আয়াত ও হাদীসের আলোকে আমাদের জন্য কবীরা গুনাহসমূহ কি কি তা অনুসন্ধান করা অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। এ ব্যাপারে আমরা আলেম সমাজের মধ্যে কিছু মতভেদ দেখতে পাই। কারো কারো মতে কবীরা গুনাহ সাতটি। তাঁরা যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, রাসূল (সা) বলেছেন, "তোমরা সাতটি সর্বনাশা গুনাহ থেকে বিরত থাকো। আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, যাদু করা, শরীয়াতের বিধিসম্মতভাবে ছাড়া কোন অবৈধ হত্যাকান্ড ঘটানো, ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করা, সুদ খাওয়া, যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন এবং সতীসাধ্বী মুমিন মহিলাদের ওপর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ। (বুখারী, মুসলিম)
ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, কবীরা গুনাহের সংখ্যা সত্তরের কাছাকাছি।
হাদীসে কবীরা গুনাহের কোন সুনির্দিষ্ট সংখ্যা জানা যায়না। তবে এতটুকু বুঝা যায় এবং অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, যে সমস্ত বড় বড় গুনাহের জন্য দুনিয়ায় শাস্তি প্রদানের আদেশ দেয়া হয়েছে, যেমন হত্যা, চুরি, ও ব্যভিচার, কিংবা আখিরাতে ভীষণ আযাবের ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে অথবা রাসূলের (সা.) ভাষায় সেই অপরাধ সংঘটককে অভিসম্পাত করা হয়েছে, অথবা সেই গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির ঈমান নেই, বা সে মুসলিম উম্মাহর ভেতরে গণ্য নয়- এরূপ বলা হয়েছে সেগুলি কবীরা গুনাহ।
হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের থেকে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে বলেছিল ও কবীরা গুনাহ তো সাতটি। হযরত ইবনে আব্বাস বললেন, বরঞ্চ সাতশোটির কাছাকাছি। তবে ক্ষমা চাইলে ও তওবা করলে কোন কবীরা গুনাহই কবীরা থাকেনা। অর্থাৎ মাফ হয়ে যায়। আর ক্রমাগত করতে থাকলে সগীরা গুনাহও সগীরা থাকেনা, বরং কবীরা হয়ে যায়। অপর এক রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, হযরত ইবনে আব্বাস বলেছেন, কবীরা গুনাহ প্রায় ৭০টি। অধিকাংশ আলেম গণনা করে ৭০টিই পেয়েছেন বা তার সামান্য কিছু বেশী পেয়েছেন। এ কথাও সত্য যে, কবীরা গুনাহর ভেতরেও তারতম্য আছে। একটি অপরটির চেয়ে গুরুতর বা হালকা আছে। যেমন শিরককেও কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়েছে। অথচ এই গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি চির জাহান্নামী এবং তার গুনাহ অমার্জনীয়। আল্লাহ তায়ালা সূরা আন নিসায় বলেছেন : "আল্লাহ শিরকের গুনাহ মাফ করেন না। এর নিচে যে কোন গুনাহ যাকে ইচ্ছা মাফ করে দিতে পারেন।" অবশ্য শিরক পরিত্যাগ করলে ভিন্ন কথা। কবীরা সম্পর্কে বিশদভাবে জানতে কবীরা গুনাহ মূল বই সংগ্রহ করে বা পিডিএফ ফরমেটে গুগল হতে ডাউনলোড করে অধ্যায়ন করে নিতে পারেন। (নিম্নে ৭০টি কবীরা গুনাহের শিরোনাম প্রদত্ত হলো)

১. শিরক করা বা আল্লাহর সাথে শরীক স্থির করা।
২. নরহত্যা করা।
৩. যাদুটোনা করা।
৪. নামাযে শৈথিল্য প্রদর্শন ও পরিত্যাগ করা।
৫. যাকাত না দেয়া।
৬. বিনা ওযরে রমযানের রোযা ভঙ্গ করা।
৭. হজ্জ করার সামর্থ্য থাকা সত্তেও হজ্জ না করা।
৮. মাতা পিতার অবাধ্য হওয়া।
৯. রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যাগ করা।
১০. ব্যভিচার করা।
১১. লেওয়াতাত বা সমকামিতা।
১২. সুদের আদান-প্রদান ।
১৩. ইয়াতীমের মাল আত্নসাৎ করা এবং তার উপর যুলুম করা।
১৪. মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা)-এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করা।
১৫. যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা।
১৬. শাসক কর্তৃক প্রজাদের ধোঁকা দেওয়া এবং তাদের উপর যুলুম করা।
১৭. অহংকার ও বড়াই করা।
১৮. মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।
১৯. মদ্যপান।
২০. জুয়া খেলা।
২১. সতী-সাধ্বী নারীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া।
২২. রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও গনীমতের (যুদ্ধলব্ধ) মাল আত্মসাৎ করা।
২৩. চুরি করা।
২৪. ডাকাতি এবং ছিনতাই করা।
২৫. মিথ্যা শপথ করা।
২৬. যুলুম বা অত্যাচার করা।
২৭. জোরপূর্বক চাঁদা আদায়, বিক্রয়কর বা তোলো আদায় করা।
২৮. হারাম খাওয়া ও হারাম উপার্জন করা -তা যেভাবেই হোক।
২৯. আত্মহত্যা করা।
৩০. মিথ্যা বলা।
৩১. দুর্নীতিপরায়ণ বিচারক।
৩২. বিচারের জন্য (বিচারকের) ঘুষ গ্রহণ।
৩৩. পোশাক-পরিচ্ছদে নারী ও পুরুষের মাঝে সাদৃশ্য সৃষ্টি।
৩৪. দাইয়ুস এবং যে দুজনের মধ্যে বিবাদ ঘটাবার চেষ্টা করে। নিজ পরিবারের মধ্যে অশ্লীলতা ও পাপাচারের প্রশ্রয় দান।
৩৫. কুটকুশলী এবং যার জন্যে কুটকৌশল করা হয়।
৩৬. পেশাব থেকে পবিত্র না থাকা যা খৃষ্টানদের স্বভাব।
৩৭. রিয়া (লোকদেখানো কাজ)।
৩৮. নিছক পার্থিব উদ্দেশ্যে ইলম বা জ্ঞান অর্জন এবং ইলম বা জ্ঞান গোপন করা।
৩৯. খিয়ানত বা বিশ্বাস ভঙ্গ।
৪০. খোঁটা দেওয়া।
৪১. তাকদীরকে অবিশ্বাস করা।
৪২. কান পেতে অন্য লোকের গোপন কথা শোনা। মানুষের গোপনীয় দোষ জানার চেষ্টা করা।
৪৩. নামীমা বা চোখলখোরী করা।
৪৪. লা'নত করা বা অভিশাপ দেয়া।
৪৫. ওয়াদা করে তা রক্ষা না করা।
৪৬, গণক বা জ্যোতিষীর কথা বিশ্বাস করা।
৪৭. স্বামী স্ত্রীর পরস্পরের অধিকার লংঘন। স্বামীর অবাধ্য হওয়া।
৪৮. প্রতিকৃতি বা চিত্রাংকন করা।
৪৯. বিপদে দুর্যোগে বা শোকাবহ ঘটনায় উচ্চস্বরে কাঁদা, অধৈর্য হওয়া।
৫০. সীমালংঘন করা।
৫১. দুর্বল, দাস-দাসী, স্ত্রী এবং পশুর প্রতি কঠোর হওয়া।
৫২. প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া।
৫৩. মুসলমানদের কষ্ট ও গালি দেওয়া।
৫৪. আল্লাহ তাআলার বান্দাদের কষ্ট দেওয়া এবং তাদের ওপর অন্যায় হস্তক্ষেপ করা।
৫৫. অহংকার ও গৌরব প্রকাশের উদ্দেশ্যে লুঙ্গি, পায়জামা ইত্যাদি পাশোক পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ঝুলিয়ে দেয়া।
৫৬. পুরুষের স্বর্ণ ও রেশমী কাপড় পরিধান করা।
৫৭. ক্রীতদাসের পলায়ন।
৫৮. মহান আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে যবেহ করা।
৫৯. যে পিতা নয় তাকে জেনেশুনে পিতা বলে পরিচয় দেয়া।
৬০. জেনেশুনে অন্যায়ের পক্ষে তর্ক, ঝগড়া ও দ্বন্দ্ব।
৬১. প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি অন্যকে না দেওয়া।
৬২. মাপে এবং ওজনে কম দেওয়া।
৬৩. আল্লাহর দেয়া সাময়িক অবকাশকে নিরাপদ মনে করা। আল্লাহর আযাব ও গযব সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকা।
৬৪. আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া।
৬৫. বিনা ওযরে জামাআত ত্যাগ করা ও একাকী নামায পড়া।
৬৬. ওযর ছাড়া জুমু'আ এবং জামাআত তরক করার ওপর অটল থাকা।
৬৭. ওসিয়তের মাধ্যমে কোন উত্তরাধিকারীর ক্ষতি সাধন।
৬৮: ধোঁকাবাজি, ছলচাতুরী ও ষড়যন্ত্র করা।
৬৯. মুললমানদের দোষক্রটি ও গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করা এবং তা শত্রুর নিকট ফাঁস করে দেয়া।
৭০. সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে গালমন্দ করা।

আরো ৩৫ টি গুরুতর কবীরা গুনাহ ঃ
১। ইসলামের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি তথা গুলু ফিদ্দীন ও ইকরাহ ফিদ্দীন।
২। ইসলামের ব্যাপারে শৈথিল্য ও সীমাতিরিক্ত নমনীয়তা।
৩। বিদয়াতে লিপ্ত হওয়া।
৪। গীবত।
৫। মুসলমানদের মতামত গ্রহণ ও পরামর্শ ছাড়া জোর পূর্বক ক্ষমতা দখল করা ও শাসন পরিচালনা করা, কারচুপি ও ছলচাতুরীর মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করা, নিজে পদপ্রার্থী হওয়া, পদপ্রার্থীকে নিয়োগ দান।
৬। ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সৎ কাজের আদেশ না দেয়া ও অসৎ থেকে নিষেধ না করা বা বাধা না দেয়া, সৎ কাজে সহযাগিতা না করা বা বাধা দেয়া, অসৎ কাজে সহযাগিতা করা বা অত্যাচারীকে সমর্থন করা।
৭। নামাযের সামনে দিয়ে যাওয়া।
৮। পরিবেশকে নোংরা ও দূষিত করা।
৯। ইসলামী হুদুদ বা দন্ডবিধি প্রয়াগের বিরুদ্ধে তদবীর, সুপারিশ বা অন্য কোন পন্থায় বাধা দান ও দন্ডবিধি প্রয়াগে বৈষম্য করা।
১০। কোন মুসলমানের সাথে তিন দিনের বেশী কথা বন্ধ বা সম্পর্কছিন্ন রাখা।
১১। আমীরের অর্থাৎ ইসলামের অনুসারী নেতার আনুগত্য না করা ও কোন ইসলামী জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে মৃত্যুবরন করা।
১২। গান, বাজনা ও নাচ।
১৩। পর্দার বিধান লংঘন ও অশ্লীলতার বিস্তার ঘটানো,শরীয়তসম্মত ওযর ব্যতীত ছতর তথা শরীরের আবরণীয় অংশ উন্মোচন করা।
১৪। খাদ্যদ্রব্য চল্লিশ দিনের বেশী গোলোজাত করে রাখা ও খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধিতে খুশী হওয়া।
১৫। পাওনা পরিশোধে সমর্থ হওয়া সত্ত্বেও গড়িমসি করা ও পাওনাদারকে হয়রানী করা বা মজুরী না দেয়া।
১৬। হিংসা করা ও মানুষের অকল্যাণ কামনা করা।
১৭। মুসলমানদের মধ্যে ভাষা, বর্ণ, বংশ ও আঞ্চলিকতা ইত্যাদির ভিত্তিতে বিভেদ, বৈষম্য ও অনৈক্য সৃষ্টি করা, একে অপরকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা, বিদ্রুপ করা ও তিরস্কার করা।
১৮। কোন মুসলমানের বিপদে খুশী হওয়া।
১৯। শিশুদের প্রতি নিষ্ঠুরতা এবং বড়দের সাথে বেয়াদবী করা।
২০। বিনা ওযরে ভিক্ষা করা, পরের সেবা ও সাহায্য চাওয়া, পরের মুখাপেক্ষী হওয়া ও ঋণ করা।
২১। কাউকে তার পূর্বে কৃত গুনাহ লোকে সমক্ষে ফাঁস করে দিয়ে লজ্জা দেয়া এবং বিনা অনুমতিতে কারো গোপনীয়তা ফাঁস করা।
২২। কোন মুসলমান সম্পর্কে বিনা প্রমাণে খারাপ ধারণা পোষণ করা।
২৩। মসজিদের অবমাননা।
২৪। অজানা বিষয়ে কথা বলা, গুজব রটানো, বিনা তদন্তে গুজবে বিশ্বাস করা ও জানা বিষয় গোপন করা।
২৫। পরিবারের প্রতি শরীয়তসম্মত আচরণ না করা, সুবিচার না করা এবং বিয়ে ও তালাক সংক্রান্ত শরীয়তের বিধান অমান্য করা।
২৬। জেনেশুনে কোন পাপিষ্ঠ ও ইসলামবিরোধী ব্যক্তির সংসর্গে বাস
করা, তাকে ভোটে দেয়া, প্রশংসা করা ও আনুগত্য করা, সততা ছাড়া অন্য কিছুকে নেতৃত্বের মাপকাঠি মেনে নেয়া।
২৭। ইসলামের তথা আল কুরআন ও হাদীসের অত্যাবশ্যকীয় ও ন্যূনতম জ্ঞান অর্জন না করা।
২৮। নিষিদ্ধ সময়ে ও নিষিদ্ধ অবস্থায় ইবাদত করা।
২৯।স্বাস্থ্যগত কারণ ও প্রবল জীবনাশঙ্কা ব্যতীত নিছক অভাবের ভয়ে ভ্রূণ হত্যা, গর্ভপাত, বন্ধ্যাকরন প্রভৃতি উপায়ে জন্মনিয়ন্ত্রন করা।
৩০। বিনা ওযরে জুময়ার নামায না পড়া ও জুময়ার নিয়ম লংঘন করা।
৩১। কোরআন ও হাদীসের অবমাননা, অবজ্ঞা ও অবহেলা করা, না জেনে
অপব্যাখ্যা করা, অপবিত্রাবস্থায় কোরআন স্পর্শ করা, কোরআন তেলাওয়াতের সময় শ্রবণ না করা, বা শ্রবণ করতে বাধা দেয়া, কোরআন ও হাদীসের জ্ঞান গোপন করা তথা বিতরণে বিনা ওযরে বিরত থাকা, বা বাধা দেয়া, বিশুদ্ধ হাদীস অস্বীকার ও অমান্য করা, ইসলাম বিরোধী কাজ বিসমিল্লাহ বা কোরআন তেলাওয়াত দ্বারা শুরু করা ইত্যাদি।
৩২। সমাজে ফেতনা তথা গোমরাহী ছড়ানো, মানুষ সৎ কাজে নিরুৎসাহিত হয় বা বাধা পায় এবং অসৎকাজে প্ররোচিত বা বাধ্য হয় এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা।
৩৩। বিনা ওযরে ফিতরা না দেয়া ও কোরবানী না করা।
৩৪। বিনা ওযরে সালামের জবাব না দেয়া ও কোন কাফেরকে প্রথম সালাম করা।
৩৫। উপযুক্ত পুরুষ থাকতে কোন নারীর হাতে পুরুষদের অথবা নারী ও পুরুষ উভয়ের নেতৃত্ব ও পরিচালনার ভার অর্পণ করা।

কবীরা গুনাহ থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায়:
আল্লাহ বলেছেন : "হে আমার বান্দারা, যারা নিজেদের ওপর যুলুম করেছ আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা। আল্লাহ সকল গুনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"
বস্তুতঃ একনিষ্ঠ তওবার মাধ্যমে সকল গুনাহ থেকে অব্যাহতি লাভ করা যায়।
তবে এ জন্য ৪টি শর্ত রয়েছে :
(১) আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হওয়া, (২) ভবিষ্যতে আর ঐ গুনাহ না করার ওয়াদা করা, (৩) অবিলম্বে উক্ত গুনাহ একেবারেই ত্যাগ করা, (৪) গুনাহর সাথে মানুষের অধিকার জড়িত থাকলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি জীবিত থাকে তবে তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়া এবং প্রয়োজনে তাকে বা তার উত্তরাধিকারীদেরকে সন্তোষজনক ক্ষতিপূরণ দান। এই চারটি শর্ত পালন পূর্বক ক্ষমা চাইলে আল্লাহ ক্ষমা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, May-2021
Year-13

আইপিডিসির ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশী মুসলিম কমিউনিটির বৃহত্তম সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠন ইসলামিক প্র্যাকটিস অ্যান্ড দাওয়াহ সার্কেল (আইপিডিসি) নিউ সাউথ ওয়েলস স্টেট শাখার উদ্যোগে ২৩ এপ্রিল ২০২১ শুক্রবার রিজেস প্যারামাটা হোটেল কনফারেন্স রুমে ইফতার অনুষ্ঠিত হয়। ইফতারে সিডনির মুসলিম কমিউনিটিসহ অন্যান্য কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশ গ্রহণ করেন। এসময় বক্তারা পবিত্র রমজান মাসের শিক্ষা ও তাৎপর্য সম্পর্কে মতবিনিময় করেন।

অস্ট্রেলিয়ান বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে অনুষ্ঠিত ইফতার মাহফিলে সিডনির সেন্ট মেরিস মসজিদের ইমাম আবু হোরায়রার পবিত্র কোরআন শরীফ থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে আলোচনা সভার সূচনা হয়। চার্লস স্টার্ট ইউনিভার্সিটির শিক্ষক শিবলী আবদুল্লাহের পরিচালনায় অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আইপিডিসি এনএসডব্লিউ শাখার সভাপতি কামাল মাহমুদ।

ইফতার মাহফিলে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন অস্ট্রেলিয়ার অন্যতম প্রধান আলেম এবং অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইমামস কাউন্সিলের সভাপতি শায়খ শাদী আল সুলায়মান, নিউ সাউথ ওয়েলস স্টেটের বিরোধী দলীয় সংসদীয় নেতা জোডি মেককেই এমপি, স্টেটের সংসদ সদস্য ডেভিড শুব্রিজ এমএলসি, সিডনি এলায়েন্সের চেয়ারপার্সন মেরি ওয়াটারফোর্ড, অস্ট্রেলিয়ান সিনেটের প্রাক্তন সদস্য লী রিয়ানন, অস্ট্রেলিয়ার গ্র্যান্ড মুফতির প্রতিনিধি শায়খ আদীদ আল রুবাই, কলাম্বান সেন্টার ফর খ্রিশ্চিয়ান-মুসলিম রিলেশনসের ডাইরেক্টর রেভারেন্ড প্যাট্রিক ম্যাকার্নি, সিডনির পরিচিত তরুণ আলেম শায়খ জালাল শামি, বিশপ অফ প্যারামাটা ভিনসেন্ট লং প্রমুখ।

এছাড়াও আইপিডিসির পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন আইপিডিসির কেন্দ্রীয় সভাপতি অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ড. রফিকুল ইসলাম এবং কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মনির হোসাইন।

ইফতার মাহফিলে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ওয়েস্টার্ন সিডনি ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ড. জান আশিক আলী, চ্যারিটি রাইট অস্ট্রেলিয়ার চেয়ারম্যান ড. নাঈম ইসলাম, অস্ট্রেলেশিয়ান মুসলিম টাইমসের প্রধান সম্পাদক জিয়া আহমেদ, ট্রিবিউন ইন্টারন্যাশনাল সম্পাদক সাইয়েদ আতিকুল হাসান, সিডনি প্রেস এন্ড মিডিয়া কাউন্সিলের সেক্রেটারী মুহাম্মদ আবদুল মতিন,অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রকাশিত একমাত্র বাংলা পত্রিকা সুপ্রভাত সিডনির প্রধান সম্পাদক আবদুল্লাহ ইউসুফ শামীম, সিডনি এলায়েন্স বোর্ড মেম্বার সানদিপ কিরপালানি, সিডনি এলায়েন্সের মুসলিম কমিউনিটি ম্যানেজার শায়খ আবদুল নাসেরসহ সিডনি এলায়েন্স, ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, কমিউনিটি মাইগ্রেট রিসোর্স সেন্টার, এলাইড ইন্ডাস্ট্রিজ এনএসডব্লিউ ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, আল কাউসার, মার্সি মিশন, অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইমাম কাউন্সিল প্রভৃতি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

ইফতারে সিডনির মুসলিম কমিউনিটিসহ অন্যান্য কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশ গ্রহণ করেন। এসময় বক্তারা পবিত্র রমজান মাসের শিক্ষা ও তাৎপর্য সম্পর্কে মতবিনিময় করেন

আরো ছবি, পৃষ্ঠা-১৯

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, May-2021
Year-13

সিডনিতে শাপলা শালুক লায়ন্স ক্লাবের ইফতার

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

গত ২২শে এপ্রিল ২০২১ বৃহঃস্পতিবার সিডনি সাউথ শাপলা শালুক লায়ন্স ক্লাব গ্রানভিলের কোন এক রেস্তোরায় ইফতারের আয়োজন করেন। মাল্টিকালচারাল এ ইফতার মাহফিলে বিভিন্ন কমিউনিটির গণ্য মান্য ব্যক্তি বর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সংগঠনের সভাপতি ড. মইনুল ইসলামের তত্ত্বাবধানে জেসিকা চৌধুরীর সঞ্চালনায় আলোচনা সভার পর ইফতার,নামাজ তারপর আবার ফিরে যায় আলোচনা সভায়। এ বিশেষ ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন Julie Owen- Federal MP Parramatta, Labor Party. আলোচনা সভার পর কমিউনিটির বিভিন্ন সেক্টরে বিশেষ অবদান রাখার জন্য উপস্থিত অনেক নেতৃবৃন্দকে বিশেষ পুরুষ্কারে পুরুস্কৃত করেন। পুরুষ্কার প্রাপ্তদের ভিতর ছিলেন অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রকাশিত একমাত্র বাংলা পত্রিকা সুপ্রভাত সিডনি। আরো পুরুস্কার গ্রহণ করেন ড.ফজলে রাব্বি। লায়ন্স ক্লাবের সদস্যদের ভিতর উপস্থিত ছিলেন লায়ন শাকিলা সুলতানা,লায়ন সাইফুল ইসলাম,লায়ন ইলিয়াস চৌধুরী,লায়ন মীর হোসাইন,লায়ন লুৎফর রহমান,লায়ন স্বপন ইসলা,লায়ন ড.শফিকুর রহমান,লায়ন ড.জেসমিন শফিক।

লায়ন District 201 N5 থেকে উপস্থিত ছিলেন Lion Jon Copson- Governor District 201N5, Lion Jennifer Touzel- Immediate past district Governor,Lion Peter Touzel- Treasurer, Lion Anthony Cheung- Past district Governor,Lion Graham Utley- Baulkham Hills Lions Club, Lion Trevor Batten- Baulkham Hills Lions Club.

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন Kazi Ali-President Muslim Cemetery Board (MCB), Rashid Benz-MCB, জসিম আহমেদ,আফতাব মোল্লাহ,ওবায়দুর রহমান।

আরো উপস্থিত ছিলেন Peter Omeara – CEO Catholic Cemetery Board,Ismail Davis (Founder of National Jakaat Fund) & Saadiqa Davis,Dr Juned Shaikh- President Gujratee Muslim association, Mr Souliman - Guinean Muslim Association, Dr Mohamed Elseyoufi- President, Sydney Northwest Muslim Community,Sister Aissatou Sow- President, Guinean IPA, Sister Binta Bah, Secretary, Guinean IPA,Quamrul Hasan- Public Officer, Darul Ulum Mosque,Miss Mobina Ahmad- managing Editor AMUST,Indigenous Representation: Narella Holden (Anarwan Tribe)- Aboriginal Liason Officer, Westmead Hospital, Yvonne Toa (Wiradjuri Tribe)- Aboriginal Liason Officer, Blacktown District Hospital.

বাংলাদেশ কম্যুনিটি থেকে উপস্থিত ছিলেন ফারুক হান্নান (প্রকৌশলী),মারুফ ইসলাম,বাংলাদেশ সিনিয়র সিটিজেন অস্ট্রেলিয়া থেকে মনজুরুল আলম ভুলু ও কাজী নজরুল ইসলাম। আরো উপস্থিত ছিলেন হায়দার আলী ও জাকির হোসেন লেনিন।

অস্ট্রেলিয়ায় দীর্ঘদিন জনসেবায় নিয়োজিত ডাক্তার এসোসিয়েশন থেকে উপস্থিত ছিলেন Dr Sharif Dowla- Founder President BMS & Executive member, Shapla Shaluk Lions Club,Jessie Chowdhury- Ex President BMS & Executive member, Shapla Shaluk Lions Club, Dr Quamrul Huda- Senior GP, Dr Shuhana Parvin- Senior GP, Dr Zahidul Alam- Senior GP & Charity personnel, Dr Shaila Islam- Ex President BMS,Dr Nizam Uddin- Senior GP, Mrs Irin Uddin, Dr Anwarul Islam- Senior GP, Mrs Gul Sakina Armin, Dr Nurul Islam- Senior GP, Dr Abdullah Zobair- Senior GP, Dr Akhtar Hossain- Senior GP, Dr Alauddin - Senior GP, Dr Faizur Reza- General surgeon, Dr Rokeya Fakir Keya- Senior GP.

উল্লেখ্য শাপলা শালুক লায়ন্স ক্লাব কম্যুনিটির বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবেলায় সবসময় এগিয়ে আসেন। বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশ কম্যুনিটির বহুমুখী জনহিতকর কাজে বিশেষ ভূমিকা রেখে চলছে দীর্ঘদিন যাবৎ।

আরো ছবি, পৃষ্ঠা-২১

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, May-2021
Year-13

অযাচিত বাঁধা উপেক্ষা করে সিডনিতে আপেল মাহমুদের সফল অনুষ্ঠান

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট:

গত ১১ এপ্রিল ২০২১ রবিবার ব্যাংকসটাউনের অভিজাত হলরুমে হয়ে গেলো জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী আপেল মাহমুদের সংগীতানুষ্ঠান। সকাল ১১৩০ শুরু হবার কথা থাকলেও সঠিক সময়ে অনুষ্ঠান শুরু করা সম্ভব হয়নি। অনুষ্ঠানকে ঘিরে বিভিন্ন ধরনের জটিলতার ভিতর ছিল -একই দিনে আরো প্রায় তিনটি অনুষ্ঠান। অনেক দিন কোরোনার বিধি নিষেধ শিথিল হওয়ায় সকলে প্রায় একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় তাদের নির্ধারিত অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন।

বাংলাদেশের জাতীয় শিল্পী আপেল মাহমুদ যার গানের কলিতে ছিল আগুনের ঝটা,যার গানের জাদুতে মানুষ অনুপ্রেরণা পায় যুদ্ধে যাবার। ১৯৭১ এ মুক্তিযুদ্ধ করেই তিনি ক্ষান্ত হননি -উপরন্ত গোটা দেশবাসীকে গানের মোহে আকৃষ্ট করে যুদ্ধের প্রেরণা জাগিয়ে যিনি গোটা বিশ্বে বিশেষ পরিচিতি পেয়েছেন তিনি জীবন্ত কিং বদন্তি,তিনি আমাদের সম্মানকে বাড়িয়ে দিয়েছেন।

১১ই এপ্রিল ২০২১ স্থানীয় ছোট -বড় অনেক শিল্পী গান গেয়ে উপস্থিত দর্শক শ্রোতার মন জয় করে নেয়। বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত ও অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় সংগীত দিয়ে শুরু হয় বাংলাদেশের সুবর্ন জয়ন্তী ও বাংলা নববর্ষের বিশেষ অনুষ্ঠান।

সফল এ অনুষ্ঠানে আশাতীত দর্শক না হলেও আগত দর্শক শ্রোতাদের আনন্দের সীমা ছিলনা। হরেক প্রকার খাবারের সাথে কোমল পানীয় ছিল সত্যি সুন্দর। অনুষ্ঠানের সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন এনাম হক,ফারুক হান্নান,লিয়াকত আলী সপন,শেইখ ইসলাম মিন্টু,রানা শরীফ,বাসার ভূঁইয়া,সোহেল মাহাবুব,নাসিমা আক্তার (এমসি)।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, ল্যাকেম্বার অত্যান্ত জনপ্রিয় এমপি Mr Jihad Dib MP, Inaam Tabbaa, Micheal Hawatt, জিল্লুর রশিদ ভূঁইয়া, জাহাঙ্গীর আলম, ড.আয়াজ চৌ, ড.মইনুল ইসলাম, ড.রফিকুর রহমান, শাজাহান সর্দার, সুলতানা আক্তার প্রমুখ। বিভিন্ন কম্যুনিটির নেতৃবৃন্দ ছাড়াও অস্ট্রেলিয়ার একমাত্র বাংলাদেশী পত্রিকার প্রধান সম্পাদক এম এ ইউসুফ শামীম, বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যাক্তিত্ব ও সাংবাদিক মিজানুর রহমান সুমন,ড. ফজলে রাব্বি (সাংবাদিক),আমরা বাংলাদেশির কর্মকর্তা ও সিডনির অতি পরিচিত কম্যুনিটি ব্যক্তিত্ব শিবলী আব্দুল্লাহ ও আরো অনেকের উপস্থিতিতে সম্পন্ন সফল অনুষ্ঠানটি ছিলো কিছু সন্ত্রাসীর চক্ষুশূল।

কথায় বলে, বাঙ্গালী যে রাস্তায় যায় -সে রাস্তায় বানর ও যায়না যায় না। কথাগুলোর পুরো সত্যতা হয়তো অনেকের জানা নেই। তবে আপেল মাহমুদের অনুষ্ঠানে বাধা দেবার বিভিন্ন চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়- যা আমাদেরকে ওই বানরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। স্বৈরাচারী বাংলাদেশ সরকারের উচ্ছিষ্ঠ ভোগী কিছু উগ্র সন্ত্রাসী উক্ত অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন অপপ্রচারে লিপ্ত হয়। স্বভাবগত কারণেই তারা কারো কোনো ভালো সহ্য করতে পারেনা। সরকারি এ চোরের বংশ শুধু মানুষের ক্ষতি সাধন করেই ক্ষান্ত হয়না -হুমকি ও ধামকি দেয় দেশীয় কায়দায়।

৫-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

১ম পৃষ্ঠার পর

যার কারনে তাদের নামে নিকটস্থ পুলিশে আইনি বেবস্থা নেয়া হয়েছে। খুব আয়োজকদেরকে প্রশ্ন করে জানা যায় কেন এই হিংসা ,কেন এই শত্রুতা : বাধা দেয়াদের দলে দু'একজন কণ্ঠ শিল্পী আছেন যারা গোছলখানার শিল্পী। অনুষ্ঠানের মানের কথা বিবেচনা করে ওই সমস্ত মানহীন গোসলখানার নিম্ন মানের শিল্পীদেরকে বাদ দেয়া। ব্যাস শুরু হয় বাঙ্গালী কায়দায় চরিত্র হরণ। বেয়াদপের দল বাবার সমান বয়েস যার বিরুদ্ধে যা ইচ্ছে তাই মিথ্যাচার করে নিরীহ মানুষকে বিব্রত করেছেন- অনেকেই বলেছেন। তাছাড়া ফেসবুকে একের পর এক নানা ধরণের উদ্ভট কথা লিখে এমন একজন গুণী লোকের মান সম্মান যারা নষ্ঠ করেছে তাদের বিরুদ্ধে মান হানীর মামলা এখন সময়ের দাবী। যারা বাংলাদেশের একটি উগ্র সন্ত্রাসী সংগঠনের সদস্য,তারা হয়তো অস্ট্রেলিয়ান সরকারের নজরে এখনো আসেনি -ইতিমধ্যে যারা রাস্তায় রাস্তায় সন্ত্রাসী কর্ম কান্ড করে দলীয় নামের যথার্ত প্রমান করেছেন। স্থানীয় পুলিশ অস্ট্রেলিয়ান সরকারের বিশেষ টাস্ক ফোর্সে এদের নামের তালিকা পাঠানো কম্যুনিটির দাবী বলে অনেকে মনে করে।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, May-2021
Year-13

Moon sighting is Islamic Rules

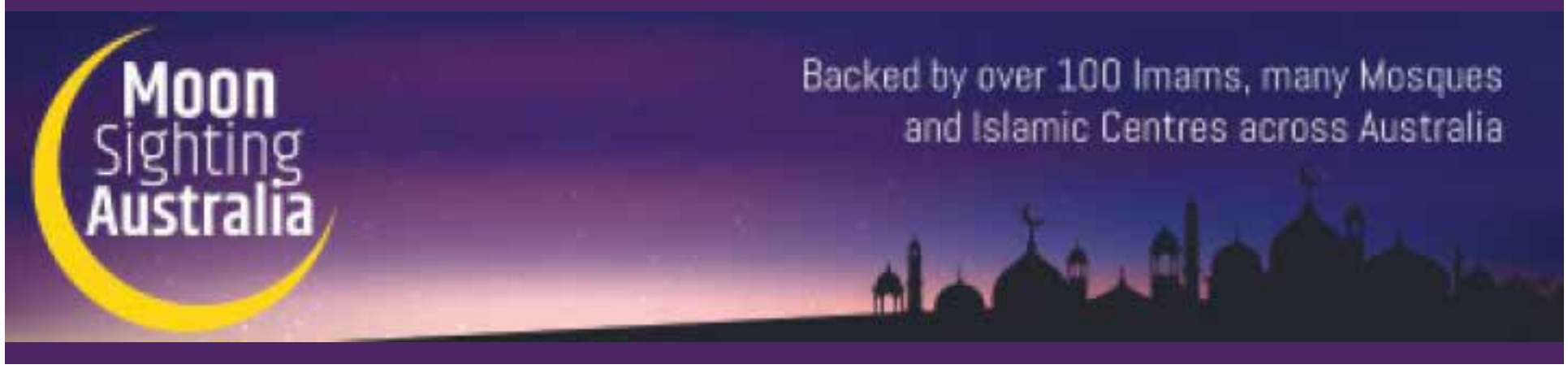

continue from April issue

And all the Muslims are commanded to break fast when the sighting of the new moon is confirmed in any part of the world, and to make that day their Eid day as clearly indicated in the Hadith of Allah's Messenger: "Do break fast when it is sighted."

Many of the classical scholars have stated this view, Imam Kasanee of the Hanafi Madhab said in his book Bada as-Sana'i that following other than one sighting for the whole Ummah is Bid'a (innovation). This indicates how weak he felt that the other Ijtihad is. Imam Juzairi said in Fiqh al Madhahib al Arba'a (The Fiqh of the four schools of thought) Volume 1 gives two views of the Hanafi's regarding this: 1) The sighting of the moon by any Muslim should be accepted whether slave, free, man or woman without inquiring whether they are just or not,

2) The justness should be verified by a Qadi.

Ibn Taymiyyah concluded: "To summarize: a person who learns about the sighting of the moon in good time to be able to utilise it for fasting, for ending his fast, or for sacrifice, he must definitely do so. The texts [of Islam] and the reports about the Salaf point to this. To limit this to a certain distance or country would contradict both the reason and the Shar` (Islamic law)." [Al-Fatawa, volume 5, page 111]

Some people may argue what if the news reaches us late that the moon has been sighted. This has also been answered in the ahadith.

The famous Hanafi scholar Imam Sarkhasi (died 483 A.H.) in Al-Mabsoot quotes the narration from Abu Dawud (2333, 2334) that the Muslims did not begin fasting since they did not see the moon. Then a man, from out of Madinah, came and told the Prophet (saaw) that he had seen it (the moon). The Prophet asked him if he was a Muslim to which the man answered in the affirmative. The Prophet then said: "Allahu-Akbar! one is enough for all Muslims" The Prophet fasted and asked the people to stop eating and start fasting. [Al-Mabsout by Imam Sarkhasi; 3-52]

It is also reported in a Saheeh hadith: Abu 'Umayr ibn Anas reported from his paternal uncles among the Ansaar who said: "It was cloudy and we could not see the new moon of Shawwaal, so we started the day fasting, then a caravan came at the end of the day and told the Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) that they had seen the new moon of Shawwaal the day before, so he told the people to stop fasting, and they went out to pray the Eid prayer the next day." [Reported by the five. It is sahih; al-Irwaa', 3/102, Abu Dawud 1153]

Even more contemporary scholars like the founding and well known scholars of the Deobandi and Barelvi movements of the Indian subcontinent have clearly stated this as the correct view in their Fatawa. It is unfortunate that today many who claim to follow them ignore following this hukm.

The co-founder of Dar al-Uloom Deoband, Maulana Rasheed Ahmad Gangohi said: "If the people of Calcutta sighted the moon in Friday, whereas it was sighted in Makkah on Thursday itself, but the people of Calcutta did not know of it (the sighting on Thursday); then whenever they come to know of this, it will be obligatory for them to celebrate eid with the people of Makkah and make up (Qada') for the first fasting." [Maulana Rasheed Ahmad Gangohi, Sharh Tirmizi (Explanation of Tirmizi), Kaukab un Durri, pg 336 Urdu edition].

"Wherever the sighting is confirmed, however far off it may be, even if it were to be thousands of miles; the people of this place will have to abide by that." [Fatawa Dar ul Uloom Deoband, Vol. 6 page 380, Urdu edition]

"Question: There has been some dispute in Amritsar etc. regarding sighting of moon for Ramdhan and Eid ul fitr. So should we the residents of Mandla (CP), which is located very far off, follow that sighting or not?

Answer: In the maslak of Hanafiyyah, there is no consideration of Ikhtilaf al Matale' (difference in sighting); the sighting of the people of east is binding upon the people of the west and vice versa. This is also demanded by the hadith (soomoo li ru iyatihi we aftaroo li ru iyatihi) "Fast when it is sighted and stop fasting when it is sighted", because the address 'soomoo' and 'aftaroo' is 'aam (general) and for everyone. In conclusion, when sighting is confirmed in whichever place, everyone is supposed to start his fast and break it in accordance with it, i.e when the sighting is confirmed." [Fatawa Dar ul Uloom Deoband, Vol 6 page 385 & 386, Urdu edition]

"Irrespective of how far the news of sighting came from, it is to be relied upon. For instance if the people of Burma did not sight the moon, and a person from Bombay testifies to them of having sighted the moon; it will be incumbent upon the people of Burma to make up for the (first) fasting i.e. Qada'." [Mufti Kifayat ullah, Ta'leem ul Islam, vol. 4, section sighting of moon: Urdu edition]

"When the moon is sighted in one place it is not just for that region but for the entire world." [Maulana Amjad Ali, Bahar e Sharee'at, Vol 2 page 108, Urdu edition]

The founder of the Barlevi's said: "In the correct and authentic mazhab of our Imams, with regard to the sighting of moon for Ramdhan and eid, distance of the place of sighting is of no consideration. The sighting of the east is binding upon west and vice versa i.e. the sighting of west is similarly binding on east." [Maulana Ahmad Raza Khan, Fatawa Rizwi; Vol 4 page 568, Urdu edition]

Using calculations

It is worth mentioning here that the astronomical calculations used to determine in advance when the month of Ramadhan starts and ends do not serve as a substitute for the actual sighting, for the texts mentioned the "sighting"; there is however no harm in using the calculations to help determine the appropriate time to start monitoring the new moon. As for the governments who use these calculations instead of the sighting, their actions contradict the clear texts, and therefore their actions are unlawful and the Muslims are forbidden from relying on their announcements.

All the Ahadith connected to the sighting of the moon contain the word "ru'yatehe" which is derived from the word "ra'a". People who support the idea of calculating the birth of the moon for Ramadan misuse the word "ra'a". While the word ra'a could mean knowledge, it is not correct to apply this meaning here because of the following reasons:

1. Ra'a, when referring to a single object, means to visualize that object through the eye, i.e. he saw the moon. However, if ra'a refers to two objects, it could mean to know, i.e. he knew the correct opinion.

2. If ra'a is used in reference to a tangible object, it means to visualize the object through the eye. However, if it is used to present an idea or an abstract thing, then it could mean knowledge. Thus, since the Ahadith refer to the moon, which is a tangible object, ra'a here means to visualize sight.

Umar (ra) reported that the Prophet SAS said: (in translation): "We are ummiyah (unlettered) people, we neither write nor calculate. The month is this way and that, sometimes 29 days and sometimes 30."

Those who calculate say that the command in this Hadith, i.e. to sight the moon, is accompanied by a reason (illah) which justifies the command. This justification being that the Ummah was unlettered ("We neither write nor calculate"). The ruling in terms of its validity goes only as far as its justification. If the Ummah has emerged from its "unlettered state" and is able to write and calculate, it becomes essential to rely on calculation alone. However, this argument is incorrect due to the following:

1. The description of the Ummah in this Hadith, "Ummiyah", does not imply an illah (legal reason). "Ummiyah" could mean "Arab". [TMQ 62:2]. "We neither naktub (write) nor nahsib (calculate)..." "Nahsib" in the Hadith carries several meanings such as: we do not use astronomical calculations to determine the legal Shari'i beginning and end of the month; nor do we practice astrology, etc. "Nahsib" does not mean general calculations because Muslims are commanded by the Shar'iah to follow the laws of Zakah, inheritance etc. which do involve extensive calculations.

The claim that the Hadith describes the condition of the Ummah at the time of the Prophet (saaw) is false. Further, the claim that this condition serves as an illah is also preposterous.

2. Further, even if this "condition" is considered an illah (reason), Qiyas on this issue is invalid. Firstly, there can be no Qiyas in Ibadaat (ritual worships).

To be continue on next issue

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

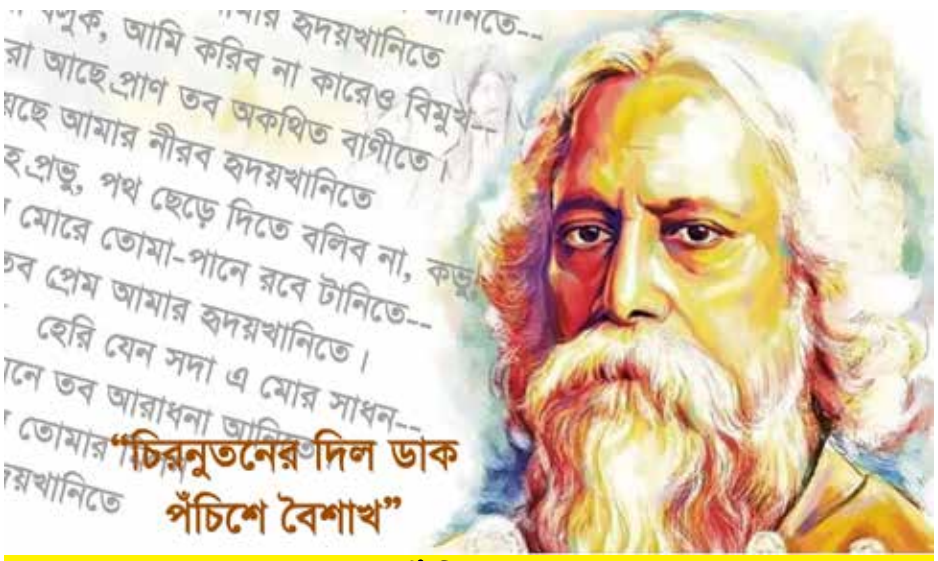

আবার দেখা হবে পঁচিশে বৈশাখে ◆ আশরাফ খান

আমাদের কোন ঘর নেই। যখন যেখানে। তখন সেখানে। ইদানিং কাজ করছি করতোয়া নদীন পাড়ে। গাড়াদহ খেয়াঘাটে। থাকি তালগাছি বাজারে। খেয়াপাড়ে বসে মাঝে মধ্যে সুর তুলি বাঁশীতে। ঠাকুরের সুর। "তুমি কেমন করে গান করো হে গুনী, আমি অবাক হয়ে শুনি; কেবল শুনি।" ঠাকুর থাকেন শাহজাদপুরে। কাছারী বাড়িতে। জমিদারি দেখাশোনা করেন। খুব একটা দূরের পথ নয়। বড়জোড় মাইল পাঁচেক। ব্যস্ত জীবন। ডুবে আছি কাজে। আগে মাঝেমধ্যেই দেখা হতো ঠাকুরের সাথে। গান বলতাম। ঠাকুর শুনতেন। মাথায় হাত দিয়ে আর্শিবাদ করতেন। মাঝেমধ্যে কবিতাও বলতাম। ঠাকুরের কবিতা। "শুধু বিঘে-দুই ছিল মোর ভুঁই, আর সবই গেছে ঋণে, বাবু বলিলেন, বুজেছ উপেন? এ জমি লইব কিনে....।" ঠাকুর শুনতেন। গভীর মন দিয়ে। আর্শিবাদ করতেন- একদিন বেশ বড় হবি। বেশ নাম হবে তোর। আশায় আছি হয়ত হবে। ঠাকুরের আর্শিবাদ বৃথা যাবে না। এখন খুব একটা দেখা হয় না। বলতে গেলে সময় হয়ে উঠে না। মন কাঁদে। সবারই বোধহয় এমন হয় জগৎ সংসারে। আমার একটু বেশি। এর চেয়ে বেশ ভালো বাউল জীবন। সংসার নেই। ধর্ম নেই। ধ্যান আর জ্ঞান। এই তাদের সংসার। এই তাদের ধর্ম। ভীষণ ব্যস্ত থাকি। দু'বেলা দু'মুঠো ভাতের জন্য। ভাত আর বাড়ি পেছন থেকে টেনে ধরে। ছুটতে চাই কিন্তু ছুটতে পারিনা। বড় মায়ায় পড়ে গেছি। সংসারের মায়া। সন্তানের মায়া। ঠাকুর চিরকুট পাঠিয়েছেন। ভজন মাঝির কাছে। চিরকুটে ছোট ছোট করে লেখা "অনেকদিন হলো তোমার দেখা নেই। সময় পেলে দেখা করিও।" চিরকুট পেয়ে আর কি বসে থাকতে পারি? ঠাকুর ডেকেছেন সেতো সৌভাগ্য হিসেবে মানি। কাজের ভিষণ তাড়া পরেরদিন প্রভাতে। ঠাকুরের জন্য মন আনচান করছিল। কোনমতে কাজ সেরে দুপুরেই রওনা হলাম ঠাকুরের উদ্দেশ্যে। তালগাছি থেকে সরিষাকোল, তারপর পারকোলা। বিসিক ব্যাসস্ট্যান্ডে পৌঁছেই দেখি সাদা পাঞ্জাবি পায়জামা পড়ে ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছে। ঠাকুরকে দেখে কদমবুচি করে বিনয়ের সাথে বললাম- এখানে কি মনে করে? ঠাকুর বললেন- তোমাদের পথ চেয়ে বসে আছি, হে বৎ! চল, কাছারিতে গিয়ে বাকি কথা হবে। তারপর ঠাকুর হাত ধরে নিয়ে গেলেন কাছারিতে। যেমন একজন অবুঝ শিশু পিতার হাত ধরে পথ চলে। তেমনি পথ চলছি ঠাকুরের হাত ধরে।

কাছারির নিচতলায় দুই পাশে দুটি খাট। অতিথি থাকেন ওইখানে। দোতলায় ঠাকুরের আড্ডাখানা। বসতে দিলেন হেলনা বেঞ্চে। ঠাকুর বসলেন আরাম কেদারায়। ঠাকুরকে বললাম- গল্প হবে পরে। আগে কাছারিটা ঘুরে দেখি একবার। বহুবার দেখেছি। তবুও সাধ মেটে না। যত দেখি ততই তৃষ্ণা বাড়ে।

হাঁটতে হাঁটতে। চলে যাই বকুল তলায়। হঠাৎ ছুটে আসে রতন। চা লন, বাবু। চিনামাটির কাপে চুমুক দিতে দিতে চলে যাই সেই ছোট নদীর ধারে। সোনার তরী এখনো বাঁধা আছে যেখানে। লোহার শিকলে। ড্রেসিং টেবিলের দর্পনে নিজেকে দেখে নিই একবার। কি আশ্চর্য চিনতে পারি না নিজেকে। কেমন যেন কবি কবি ভাব নিজের মধ্যে। হঠাৎ চোখ পড়ে পালকির দিকে। দেখি পালকির মধ্যে থেকে হাত নাড়ছে মাঝি পাড়ার মেয়েটি। ঠাকুরের পালকিতে খেলছে সে। বেশ সাহস আছে মেয়েটির বটে।

দেখতে দেখতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। হ্যারিকেনে মিটি মিটি আগুন জ্বলে ওঠে কাছারি ঘরে। ঠাকুর বললেন- অনেক হয়েছে। এবার একটু বসো আমার কাছে। একটু গল্প করা যাক। আমি বললাম- ঠিক বলেছেন। এক প্রস্থ গল্প শুনতেই ছুটে আসি আপনার কাছে। ভুল বললাম। গল্প নয়। প্রেরণা। প্রেরণা নিতে আসি। একবার রিচার্জ করে নিয়ে যাই। কিছুদিন চলি। তারপর ফুরিয়ে গেলে আবার চলে আসি।

তারপর শুরু হলো গল্প। গল্প আর গল্প। কথা আর কথা। গান আর কবিতা। যে গল্পের শুরু আছে। কিন্তু শেষ নেই। গল্পের পর গল্প। কথার পর কথা। গানের ওপারে গান। কথা বলতে বলতে আঁকিবুকি করতে করতে একটি স্কেচ অংকন করলেন ঠাকুর। নৃত্যরত রমনির স্কেচ। ওই কলমে জাদু আছে। ওই কলম দিয়ে লিখলেই কথাগুলো গল্প হয়ে যায়। হয়ে যায় কবিতা। হারিয়ে যাওয়া সুরগুলো হয়ে ওঠে গান। কথার ফাঁকে আরো একবার চা দিয়ে গেলেন রতন। চা খেতে খেতে। গল্প করতে করতে। গভীর হয়ে যায় রাত। তখন। সাহস করে এক অস্পূর্ণ গল্পের মাঝপথে ঠাকুরকে বলি- আজ তবে উঠি। বাকিটা পরে শুনবো। ঠাকুর বললেন- থেকে গেলে হয় না। আমি বললাম- পথ চেয়ে বসে আছে সে। তারপর ঠাকুর নিজে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলেন। নেমে আসি সরু সিঁড়ি বেয়ে। কাছারি বাড়ি পেছনে রেখে চলে আসি মূল ফটকে। হঠাৎ পিছনে তাকিয়ে দেখি ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছে দক্ষিণা খোলা বারান্দায়। হাত নেড়ে নেড়ে বলছে- আবার এসো। অপেক্ষায় থাকব। অপেক্ষায় আছি আমিও। আবার দেখা হবে পঁচিশে বৈশাখে।

ওরা প্রধানমন্ত্রীর লোক: খুন করেও নিরাপদে

১ম পৃষ্ঠার পর

বিলাসবহুল একটি ফ্ল্যাট থেকে একজন কলেজছাত্রী কিশোরীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

ঢাকা শহরে কিংবা বাংলাদেশে এই ধরণের খুন জখমের ঘটনা এখন প্রায় স্বাভাবিক একটি বিষয়। তবে নির্দিষ্ট এই মৃত্যু নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার কারণ হলো মৃতদেহ উদ্ধারের পর মেয়েটির বড়বোনের দায়ের করা পুলিশী জিডির বিবরণে দেখা যায় মেয়েটিকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা প্রদান করার অভিযোগে বসুন্ধরা গ্রুপের মালিক শাহ আলম ওরফে আহমেদ আকবর সোবহানের পুত্র এবং বসুন্ধরা গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সায়েম সোবহান আনভীরকে অভিযুক্ত করা হয়েছে।

পরবর্তীতে নানা আলোচনা-পর্যালোচনায় উঠে আসে ভেতরের ঘটনা। বসুন্ধরার মালিকপুত্র বিয়াল্লিশ বছর বয়সী বিবাহিত আনভীর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলে আলাদা বাসা ভাড়া করে এইচএসসির ছাত্রী মোসারাত জাহান মুনিয়াকে ঢাকায় রেখেছিলো। এই ঘটনা ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর মালিকপত্নী তাকে হত্যার হুমকিও দিয়েছিলো।

সম্প্রতি ঢাকার ঐ বিলাসবহুল ফ্ল্যাটে একটি ইফতার অনুষ্ঠানের কিছু ছবি মেয়েটি ফেইসবুকে পোস্ট করলে পারিবারিক সমস্যা ও কলহ জটিল আকার ধারণ করে। তখন মুনিয়া তার বড়বোন নুসরাতকে ফোন করে জানায় সে বিপদে আছে। নুসরাত কুমিল্লা থেকে রওনা হয়, ঢাকায় পৌছতে পৌছতে রাত হয়ে যায়। ঢাকায় পৌছে ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ পেলে তখন দরজা ভেঙে মুনিয়ার লাশ উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধারকৃত মৃতদেহের ছবিতে নানা আলামত দেখে অনেকেই ধারণা করছেন এটি আসলে কোন আত্মহত্যার ঘটনা নয়, বরং তাকে হত্যা করে হয়তো ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিলো আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেয়ার জন্য।

বসুন্ধরা গ্রুপের মালিকের এই পরিবারটির হাতে মানুষ খুন হওয়া একটি স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। আজ থেকে প্রায় পনেরো বছর আগে ২০০৬ সালে বসুন্ধরা মালিক সোবহানেরই আরেক পুত্র সানবির মদ খেয়ে নারীঘটিত ঘটনায় কলহ করে তার বন্ধু সাব্বিরকে গুলশানের একটি ভবনের ছয় তলার বারান্দা থেকে ফেলে দিয়ে খুন করে। তখনও তারা সেই ঘটনাকে সাব্বিরের আত্মহত্যা হিসেবে চালানোর প্রচুর চেষ্টা করলেও সাব্বিরের পরিবারের দৃঢ়তার কারণে খুনের মামলা হয়।

তবে সেই ঘটনার কোন প্রকৃত বিচার কখনো হয়নি। কোটি কোটি টাকা খরচ করে সরকার ও পুলিশের সব পর্যায়ে ম্যানেজ করে ফেলে বসুন্ধরা মালিক সোবহান। তারপর ২০১১ সালে বিচারক মোতাহার হোসেন বসুন্ধরা মালিক সহ খুনী সবাইকে খালাস দিয়ে রায় ঘোষণা করে।

গত বছর জুন মাসে বসুন্ধরা মালিকের প্রাসাদে এক কর্মচারীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করে আত্মহত্যা হিসেবে চালিয়ে দেয়া হয়। সাইফুল নামের ঐ পারিবারিক কর্মচারী তাদের পরিবারের ভেতরের নানা ঘটনা জেনে ফেলার পর হুমকি হয়ে দাঁড়ানোতেই তাকে হত্যা করা হয় বলে অনেকে ধারণা করেন।

নিয়মিত খুন করে অভ্যস্ত এই পরিবারের সদস্য আনভিরেও আসলে তেমন কিছু হবে না বলেই এখন বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করে। যদি জনমতের চাপে গ্রেফতার করা হয়তো, তথাপি নৌবাহিনীর সদস্য পিটিয়ে গ্রেফতার হওয়া শেখ সেলিমের পুত্র যেভাবে এখন একের পর এক রায়ে নির্দোষ হয়ে বেরিয়ে আসছে তেমনি আনভিরও নির্বিবাদেই বেঁচে যাওয়াটাই বাংলাদেশের স্বাভাবিক ঘটনা।

তদুপরি যারা বাংলাদেশের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর রাখেন, তাদের ধারণা হলো আনভিরকে হয়তো গ্রেফতারও হতে হবে না। যদিও ঘটনার পর কার্গো বিমানে করে তার দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার গুজব ছড়ানো হয়েছে, তথাপি অভিজ্ঞরা মনে করছেন সে বাংলাদেশেই রয়েছে।

মুনিয়ার মৃত্যুর এই ঘটনার পর সবচেয়ে কলংকজনক ভূমিকা পালন করেছে বাংলাদেশের সাংবাদিকরা এবং গণমাধ্যমগুলো। বসুন্ধরা যেহেতু বেশ কয়েকটি পত্রিকা, ওয়েবসাইট এবং টিভি চ্যানেলের মালিক ও পৃষ্ঠপোষক, বাংলাদেশের পত্রিকাগুলো এই খবরকে যতদূর সম্ভব চাপা দিতেই চেষ্টা করেছে। যতটুকু প্রকাশ করলেই নয়, বাধ্য হয়ে ততটুকু করলেও নানা কৌশলে বাংলাদেশী সাংবাদিকরা তাদের মালিকের স্বার্থরক্ষার প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বেশিরভাগ পত্রিকাই সরাসরি বসুন্ধরা গ্রুপ বা আনভিরের নাম না লিখে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে লিখেছে একটি শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী গ্রুপের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তা, এই ধরণের বায়বীয় কথাবার্তা।

কৌতুহলী পাঠকরা খুঁজে বের করে ফেলে ফেইসবুকে বিগত কয়েক বছরে নঈম মিজান, পীর হাবিবুর রহমান সহ বাংলাদেশের বাঘা বাঘা নামকরা প্রধান সম্পাদক ও সাংবাদিকেরা কিভাবে আনভীরকে তৈলমর্দন করে লেখালেখি করেছে। এমনকি এই ঘটনার ছবি প্রকাশ করতে গিয়ে চ্যানেল আই বসুন্ধরাপুত্রের মুখ ঘোলা করে এবং নিহত মুনিয়ার মুখের ছবি খোলা রেখে প্রকাশ করে। ভিকটিমের চেহারা প্রকাশ করে এবং অপরাধীর চেহারা আড়াল করে এভাবে ছবি প্রকাশের কোন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে নেই। বাংলাদেশে সেই নোংরা সাংবাদিকতারই দৃষ্টান্ত স্থাপিত হলো এই ঘটনায়।

এই ঘটনার পর সংশ্লিষ্ট আরেকটি চাঞ্চল্যকর ঘটনাও উঠে আসে। তা হলো আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের হুইপ শামসুল হক চৌধুরীর পুত্র শারুন চৌধুরীর সাথে বসুন্ধরার মালিক সোবহানের পুত্র আনভিরের ব্যক্তিগত রেষারেষির ঘটনা।

শারুনের স্ত্রী মীম এর সাথে এক সময় আনভির সম্পর্ক গড়ে তুলে এবং তারা দু'জনে এক সাথে বিদেশ ভ্রমণও করে। এ ঘটনা ফাঁস হওয়ার পর শারুন ও তার স্ত্রীর মাঝে বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে যায় এবং তারপর থেকে শত্রুতাবশত আনভির তার পরিবারে মালিকানাধীন পত্রিকা ও টিভির সাংবাদিকদেরকে শারুনের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়।

এইসব পত্রিকা নানা ঘটনায় শারুন ও তার পিতা হুইপ শামসুর বিরুদ্ধে সিরিজ রিপোর্ট করতে থাকে। যেহেতু হুইপ শামসু এবং তার পুত্র শারুন দুজনেই দুর্বৃত্ত প্রকৃতির, তাদের নানা অপকর্ম সম্পর্কে খবর প্রকাশ করার মতো বিষয়ের কোন অভাব হয়নি এসব সাংবাদিকদের। এক পর্যায়ে অতিষ্ঠ হয়ে আওয়ামী হুইপ শামসু এবং তার গুন্ডা পুত্র শারুন বসুন্ধরার মালিকানাধীন পত্রিকার সাংবাদিকদের নামে সম্প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগও আনয়ন করে।

মুনিয়ার মৃত্যুর পর শারুনের সাথে মুনিয়ার যোগাযোগের নানা প্রমাণও ইতিমধ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ফাঁস হয়ে গিয়েছে। এই মৃত্যুর ঘটনার পর যেভাবে নানা ধরণের কল রেকর্ড ও স্ক্রীনশট ফাঁস হয়েছে তাতে পরিস্কার বুঝা যাচ্ছে বসুন্ধরাপুত্রের এই ঘটনায় ফেঁসে যাওয়ার পেছনে সরকারের প্রভাবশালী কোন পক্ষেরও সম্মতি ও সক্রিয় অংশগ্রহণ রয়েছে।

অন্যথায় বর্তমান বাংলাদেশে কুমিল্লা থেকে এসে একজন সাধারণ মেয়ে তার বোনের মৃত্যুর ঘটনায় বসুন্ধরাপুত্রর নাম উল্লেখ করে জিডি দায়ের করতে পারার কথা না। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের পুলিশ এই জিডি লিপিবদ্ধই করবে না, বরং তারা এই মৃত্যুর ঘটনাকে গায়েব করতেই ভূমিকা রাখার কথা।

তবে যারা এই কাজ করছে তারাও যে খুব সহজে কিছু করতে পারবে তা নয়। বসুন্ধরাপুত্রের সাথে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত কিংবা সেনাপ্রধান এবং এমনকি শেখ হাসিনার নানা ছবি দেখেই বুঝা যায় তারাও বাংলাদেশে কম ক্ষমতাশালী নয়।

সরকারী দলের ভেতরেই বিবদমান নানা পক্ষের আভ্যন্তরীণ কোন্দলে যখন এই ধরণের বিভৎস সব ঘটনাবলী প্রকাশ হয়ে পড়ে তখন আসলে সাধারণ মানুষের নির্বিকার হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া আর কিছু করার থাকে না। এইসব ঘটনাবলী সম্প্রতি প্রচারিত আলজাযিরার সেই ডকুমেন্টারি প্রতিবেদনের সত্যতাকেই আরেকবার প্রমাণ করে দেয়, যেখানে বলা হয়েছে বাংলাদেশ আসলে এখন চালাচ্ছে একদল মাফিয়া দুর্বৃত্ত, যারা নিজেদেরকে প্রধানমন্ত্রীর লোক হিসেবে দাবী করে।

জীবন এমনই
রফিকুল নাজিম

কাঁদছো?
তোমার চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে?
ঐতো তোমার উঠোনে রোদ উঠেছে ঝলমলে
জানো তো- সকালের জল শুকিয়ে যায় দুপুরে
বড়জোর বিকেল অব্দি থাকতে পারে সেই জল!
তারপর জল শুকায়।

জলের দাগ?
জলের দাগ পড়েছে তোমার ঐ তুলতুলে গালে?
একদিন তোমার গালের এই বিষাদলিপিও মুছে যাবে
ঐতো ঈশানকোণে মেঘ করেছে
হুট করেই নামবে ঝুমবৃষ্টি
তারপর তোমার গাল থেকে মুছে যাবে অশ্রুর শোকনামা,
তারপর আবার তুমি হাসবে
ঝলমলে রোদের মত তুমি হাসবে।
তারপর আবার ঘোর অন্ধকারে ডুবে যাবে ক্লান্ত সূর্য
তারপর আবার বুকে কষ্টের নগ্ন মিছিল মিটিং হবে
তারপর আবার জলের দাগ পড়বে তোমার গালে...
আবার বৃষ্টি প্রার্থনায় তুমি হাত তুলবে ঈশ্বরের আরশে।
জীবন এমনই।

আশার আলো
তপন কুমার বসু

আশাহত অশান্ত ছুটে মরছে
কানাগলির শাখাপ্রশাখায়,
পচেগলে যাওয়া শ্বাসপ্রশ্বাস
টেনে বুকে জমাচ্ছে অসহায়।

ধমনী বাহিত জ্বলন্ত লাভায়
জেগে উঠেছে নিষ্ক্রিয় শক্তি,
পালিয়ে উধাও ভয়ের ভাবনা
সমবেত সুরে জাগার আকুতি।

পিপাসা তাকিয়ে আকাশপানে
জিভ চাটছে শুকানো ঠোঁট,
ধরার জলেতেই মেঘের জনম
আকাশ পাতালেও হয় জোট।

বন্ধ দরজায় আগলের নয়
দরজা আগলে অকুতোভয়,
ঝেড়ে ফেলে যত দীর্ঘশ্বাস
ক্ষয়িষ্ণু বিষে হাসে সুসময়।

ভয়টাকে পাকিয়ে দু'হাতে
মগ্ন কত যে পুরুষাকার,
বাজি রেখে পাশা সে খেলে
জানেনা জুটবে হাহাকার।

রাত আকাশে বাঁকা চাঁদ হাসে
ডুব দেয় ভোরের আলোয়,
যারা জেগে আছে স্বস্তির আশে
শুনবে আর নেই কোন ভয়।

দেশেই থাকতে চাই
বেলাল মাসুদ হায়দার

আমার স্বপ্নের বাংলাদেশ- আমার সাধের
বাংলাদেশে- আমার সোনার বাংলাদেশ।
স্বপ্ন আজ দুঃস্বপ্ন কুচক্রীর ফাঁদে,
সাধ আজ নির্বাসিত ধর্ষক আর লুটেরার হাতে।

সোনা আজ সোনার হরিণ, খমতা বানদের খাঁচায়
বন্দী হয়ে পড়েছে। বিত্তবানদের অবৈধ বিত্ত
পাহাড় সম বেড়েই চলেছে।
যার আছে, তাঁর আরো চাই, যার নাই-
তাঁর নাইতো নাই; কে মাথা ঘামায়, নিয়ে তাই??
জুলুমবাজদের জুলুম আর অত্যাচার নিত্যই ঘটে,
উদোর পিন্ডি বুঁদোর ঘাড়ে-এর মতো অন্যের নাম রটে।
প্রকৃত দোষী, ঘুরে বেড়ায় বুক ফুলিয়ে, মোছে তা দিয়ে।
প্রহসনের বিচার কাঁদে, নিভৃতে নীরবে, কে সান্ত্বনা দেবে?

যুব সমাজ আজ নেশাগ্রস্থ, বিপথগামী, পথ ভ্রষ্ট হয়ে, পথ খুঁজে ফেরে।
রাজনীতিকদের ক্রীড়ানক হয়ে দুষ্কৃতি করে। নিজেদের মাঝে দলাদলি,
খুন খারাপি করে মরে।
ক্যাসিনো ব্যবসা আর মদের অবাধ ঢলাঢলি, ক্লাব, রেস্তোরা আর
অভিজাত এলাকা, এখানে ওখানে ওলি গলি।
হ্যাইজাক, অবৈধ দেহ ব্যবসা, পথে ঘাটে, হেথা হোথা।
যতই দাও হেদায়েত, সঠিক পথের দিশা, কে শোনে কার কথা?
প্রশাসন, অফিস আদালত, দুর্নীতি, তহবিল তছরুপ, ঘুষের বিচরণ অবাধ।
কাকে ধরে কাকে দেবে বাদ। হাতে গোনা ভালো যারা-
ক্ষমতার তোড়ে কোন ঠাসা নেই কোন প্রতিবাদ।

লাখো প্রানের বিনিময়ে শত শত মা বোনের ইজ্জত বিলিয়ে
এই বাংলাদেশই কি চেয়েছিলাম??
আমরা চাই- দু'বেলা দু'মুঠো ডাল ভাত খেয়ে
পরিবার পরিজনসহ সম্মান- সম্ভব নিয়ে নির্ভয়ে
দেশত্যাগী না হয়ে স্বপ্নের- সাধের- সোনার বাংলায় বাস করতে।

নতুন দিনের তানে
সুব্রত চৌধুরী

ঘুম ভেঙে যায় রবির সুরে নতুন দিনের গানে
দুখুর কাব্য ছন্দে বাজে মধুর সুরে কানে।
কপাট খুলে বাইরে দেখি আবীর রাঙা ভোরে
নতুন দিনের আলো হাসে খোলা পেয়ে দোরে।

আলোর ঝর্ণা আকাশ জুড়ে খুশির ফোয়ারা ছোটে
গাছে গাছে থোকা থোকা কাঁঠাল চাঁপা ফোটে।
ভ্রমর ওড়ে ফুলে ফুলে নতুন দিনের সুরে
মনের সুখে ওড়ে পাখি ডানা মেলে দূরে।

গলায় পরে মোতিহারে খোঁপায় চাঁপা ফুলে
নতুন দিনের ছন্দ সুরে মনটা ওঠে দুলে।
হাওয়ায় ওড়ে সুখের আঁচল রাঙা হাসি মুখে
নুতন দিনের বার্তা পেয়ে মাতে সৃষ্টি সুখে।

আলোর নহর খুশির বহর সবার মনে প্রাণে
ভুবন জোড়া হাসি হাসে নতুন দিনের তানে।

বেহালাবাদকের প্রতি
আবদুল বাতেন

বাজাও
বেদনার্ত বেহালা যে তুমি, সময়ের স'মিলে হয়ে চৌচির
পুলকিত পাপিয়া কোকিল ফিঙে তোমার করতলে করে ভিড়।
তোমার নয়ন নদীতে পাখা মেলে গাঙচিল, বিরল বালিহাঁস
রংধনুর নগর গড়ে ওঠে তোমার মধ্যরাতের দামাল দীর্ঘশ্বাস
ঘিরে। সুন্দরী শিউলি বকুল জুঁই জগতের জানায় অভিবাদন
জোছনায় ভাসো, শোকের সাথে যখন তোমার অথৈ আলিঙ্গন!

বঞ্চনা ও দুঃখের প্রতিক্রিয়া
আবু আফজাল সালেহ

বঞ্চনার বহিঃপ্রকাশ দীর্ঘশ্বাস
প্রতিটি দীর্ঘশ্বাস এক একটি শক্ত প্রতিবাদ-
সুপ্ত নিরবতা- তেজস্ক্রিয়তা
হিরোসিমায় ফেলা 'লিটল বয়'।

প্রতিটি দুঃখ
জমা হওয়া সময়-
শুন্যতায় ভ্যাকুয়াম- গতিহীন আকাশ-
নাগাসাকিতে নিক্ষিপ্ত 'ফ্যাট বয়'।

বঞ্চনা ও দুঃখের প্রতিক্রিয়া অনিবার্য-
পাগলাঘোড়া- কখনও শান্ত কখনও অশান্ত
ভিসুভিয়াসের অগ্নিলাভা।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

দেখেও দেখি না
সৈয়দ আসাদুজ্জামান সুহান

আমাদের মহল্লায় একটা বিশ্বস্ত কুকুর ছিল
পুরো এলাকা জুড়ে ছিল তার একচ্ছত্র রাজত্ব
সে যেমন ছিল সাহসী, তেমনি ছিল বুদ্ধিদীপ্ত।
তার ভরসায় আমরা নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে যেতাম
সে নির্ঘুম রাত জেগে পায়চারি করে পাহারা দিত।

আমরা তেমন আদর-যত্ন করতাম না, কিংবা কখনো
পেট পুরে ভালো কোন খাবারও খেতে দিতাম না
ডাস্টবিনে ফেলে রাখা উচ্ছিষ্ট খাবার খেয়েই সে তুষ্ট।
কখনো ছিল না তার অভিযোগ, ছিল না অভিমান
জীবন বাজি রেখে দিয়েছিল সে আনুগত্যের প্রমাণ।

আমাদের মহল্লায় এখন একদল কুকুর আছে
পুরো এলাকা জুড়ে তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য
ওরা যেমন দুর্ধর্ষ, তেমনি আছে দোর্দণ্ড প্রতাপ।
তাদের রক্তচক্ষু দেখে আমরা ভয়ে কুঁকড়ে যাই
মারামারি, কাটাকাটি, খুন-ধর্ষণ চলে হরহামেশাই।

আমরা এসব দেখেও দেখি না, কিংবা কখনো
ওদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদও গড়ে তুলি না
আমাদের চোখে-মুখে ভয় দেখলেই ওরা খুশি।
আইনের রসাতলে জিপার খুলে দণ্ড উঁচিয়ে রাখে
তারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁত কেলিয়ে মৈথুন করে।

নিধীয়াতুল ইকরা
গোলাম আযম

কোন মায়াতে জড়ালিরে মা
বলে দে না তুই,
রাত্রী এলে ঘুমের ঘোরে
তোকে আমি ছুঁই।

নিধীয়াতুল ইকরা মুনি
যেন বুকের ধন,
আসবি বলে অপেক্ষাতে
থাকি প্রতিক্ষণ।

জান্নাতেরই ফুল বাগিচায়
ফুটন্ত এক ফুল,
বাবা মায়ের কাছে যে তুই
শান্তি সুখের মূল।

হঠাৎ মনে পড়ে
মহিউদ্দিন বিন্ জুবায়েদ

ঝামেলায় থাকি ভুলে যাই
ওপারের কথা সব..
পাতার ভাঁজে পাখিগুলো
করে যে কলরব।

দেখি গোলাপ জবা বেলি
সুবাসে মুগ্ধ রই..
ওপারের কথা মনেই নেই
আনন্দ ও হইচই।

সাজানো গুছানো সবই
বাঁচার সব আয়োজন..
খালি হাতে বিদায় বেলা
বুঝবে অবুঝ এ মন।

হঠাৎ মনে পড়ে খুবই
হারাম হয়ে যায় ঘুম..
ওপারের চিন্তা ক্ষুধা দূর
ভাল্লাগেনা একধুম।

ভয়াল কোভিড-১৯
এম. আবু বকর সিদ্দিক

বন্ধু তোমার এতো সাহস
কোথা থেকে এলো?
স্বাস্থ্যবিধি বর্জন করে
চলছো এলো মেলো।

সকল ক্ষেত্রে মেনে চলো
শারীরিক দূরত্ব,
অসাবধানে চলাফেরায়
ভেবো না বীরত্ব।

ঘরের বাইরে যাবে যখন
মুখোশটি নিও পরে,
সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নাও
যখন আসবে ঘরে।

চেয়ে দেখো দিনে দিনে
বাড়ছে মৃত্যু সংখ্যা,
ভালো-মন্দ সবই মরছে
পাচ্ছে না কেউ রক্ষা।

স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলো
ভয় করো আল্লাকে,
নাফরমানি ছেড়ে দিয়ে
স্মরণ করো তাকে।

দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর
মীম মিজান

দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর তোমার সাক্ষাৎ
দূর; স্বপ্ন দেখি আর কাঁপতে কাঁপতে
ভেঙে যায় ঘুম; নাহ্ রজনী বহুত
বাকি; ভোর যেন আজ অজানা নক্ষত্র

শতবর্ষী নারী পারে কি দিতে সন্তান?
জৈষ্ঠ্যমাসে জবুথবু বনে যাই শীতে?
আলাদিনের চেরাগ লাভে ধনবান?
মিছে সবই ধোঁয়াটে; বিফল অসার

অশ্রুবানে ভাসে নর কিংবা মহিলা
পিতার কোমল কোলে উঠে না সন্তান
ঘোমটা তুলতে নেই সলাজ সোয়ামী
উঁইপোকার দখলে শত শত বাড়ি

পোক্ত করে পিড়ি নিজ; চিকচিক ভাব
প্রেতাত্মা বনেছে তাই মৃত্যু বুঝি নাই

লকডাউন
ফাইয়াজ ইসলাম ফাহিম

লকডাউন চলছে
চলবে না গাড়ি,
লকডাউন চলছে
রাস্তায় বের হলে
পুলিশের বাড়ি।

লকডাউন চলছে
ধনী, চাকুরীজীবেদের কি
পেট জলছে?
লকডাউন চলছে
গরীবের পেট গলছে।

লকডাউন চলছে
ধনীর সম্পদ নিয়ে
গরীবকে দিন,
তবেই লকডাউন ঠিক হবে
চলবে গরীবের কিস্তি- ঋণ।

লকডাউন চলছে
আরো লকডাউন দিন।
করোনা ভাইরাস দূর হোক
সঙ্গে ধনীদের
গোলা হোক স্বাধীন।

শহীদ আমির মামু

হুমায়ূন কবীর

"প্রাণের ভয়ে উর্ধশ্বাসে দৌঁড়াচ্ছি আমরা। খানেরা গুলি করছে তখন। মৌমাছির ঝাঁকের মতো মাথার উপর দিয়ে শা শা করে চলে যাচ্ছে গুলি। বহু লোক আমরা দৌঁড়াচ্ছি। নদীর ভিতর দিয়ে দৌঁড়াচ্ছি। আমার বয়স তখন কতো? এই ধরো দশ-বারো বছর।"

এই পর্যন্ত বলে আমার দাদাশ্বশুর একটু থামলেন। দাদাশ্বশুর মানে ইনি আমার দাদা শ্বশুরের আপন ছোটো ভাই।

আমি বললাম, "দাদা, নদীর ভিতর দিয়ে দৌঁড়াচ্ছেন- তা নদীতে পানি ছিলো না?"

দোকানের সবাই তখন দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। দোকানে পিনপতন নিরবতা। কেউ শব্দ করছে না। শুধু চায়ের দোকানদার চা ঘুটছে। হাত এবং চোখ তার চায়ের কাপের সাথে কোনো রকম সম্পর্ক বজায় রেখেছে, কান তার দাদার মুখের দিকে খাড়া করে তাক করা আছে। মাঝেমাঝে চামচ আর কাঁচের চায়ের কাপের ঠোকাঠুকির মিষ্টি ঠুনঠুন শব্দ শোনা যাচ্ছে। আমরা চুপ হয়ে আছি। ১৯৭১ এর সেই রক্তহিম করা দিনগুলোর বর্ণনা শুনলে সবাই কষ্টে চুপ হয়ে যায়। কী কষ্ট সেই দিনগুলোতে গেছে একটা পুরো জাতির মাথার উপর দিয়ে।

আমরা সবাই হা করে দাদার কথা শুনছি। এখানে যারা আছে তাদের সবার জন্মই প্রায় একাত্তরের পরে। আমরা সেই ভয়াল দিনগুলোর কথা শুধু শুনে থাকি। অনুভব করার চেষ্টা করি। কিন্তু যারা ভুক্তভোগী তারা সেই স্মৃতি প্রানবন্ত রক্তমাংসের ভিতর সাংঘাতিক আঘাতের মতো অনুভব করে। তাদের চোখমুখের অভিব্যক্তি দেখলে বোঝা যায়। মুখের উপর টাটকা ব্যথারা ছায়া ফেলে। দাদার সেই অবস্থা। আমার প্রশ্ন শুনে তিনি কষ্টের ভিতর একটু হাসলেন। দাদাকে হাসতে দেখে সবাই হেসে উঠলো। সাহস পেয়ে টিপুও জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা দাদা, নদীর পানির ভিতর দিয়ে তোমরা কীভাবে দৌঁড়াচ্ছিলে? আবার বলছো তখন নদীতে প্রচুর কচুরিপানা হতো। তাহলে সেই কচুরিপানা ভর্তি পানির ভিতর দিয়ে দৌঁড়ালে কীভাবে?"

"ওরে নদীর পাড় উচু থাকে না?"

আমরা সবাই বললাম, "হ্যা,হ্যা।"

একটা রহস্যময় হাসি দিয়ে দাদা আবার শুরু করলেনঃ

"আমি আব্বার হাত ধরে দৌড়াচ্ছি। মধুহাটা ব্রিজের কাছে যেয়ে দেখি আব্বা নেই। মামু। আমি আমির মামুর হাত ধরে আছি। তাহলে আব্বা গেলো কোথায়? আব্বা কি গুলি খেয়েছে? গুলি খেয়ে পড়ে গেছে? আব্বা বেঁচে আছে না মরে গেছে? আমি আমির মামুর হাত ছেড়ে দিয়ে আবার পেছনে ফিরে গ্রামের দিকে দৌঁড়াতে শুরু করলাম। পেছন ফিরে দেখি গ্রাম ধোয়াই ভরে গেছে। খানেরা গ্রামের বাড়ি ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। হয়তো আমাদের ঘরগুলোও এখন জ্বলছে। সে যাহয় হোক। ঘর গেলে ঘর পাওয়া যাবে, কিন্তু আমার আব্বা কোথায় গেলো? মা, ভাই- বোন এরা কই? দৌঁড়াতে দৌঁড়াতে নদীর ভিতর পড়ে গেলাম।"

টিপু বললো, "কী বলছো দাদা? তুমি তো সাঁতার জানো না। বাঁচলে কী করে?"

টিপুর কথায় দাদা একটু বিরক্ত হলেন। কিন্তু মুখে কিছু না বলে সেটা সামলানোর জন্য একটা সিগারেট ধরালেন। কয়েকটা টান দিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন।

"চিত হয়ে পড়েছি তো, ডান হাতটা পড়েছে মাথার তলে। হাতটা সামনে এনে দেখি উল্টা পিঠে রক্ত। কী ব্যাপার, মাথায় গুলি লেগেছে? পাশেই দেখি একটা মাথা ছাড়া রক্তাক্ত মাছ লাফাচ্ছে। আমি পড়েছি পটের (কচুরিপানা) উপর। তখন নদীতে প্রচুর পট হতো। মানুষ সমান উচু সেসব। আর এতো পুরু যে, তার উপর দিয়ে দৌঁড়ে বেড়ানো যেতো। ডুবতো না। সেই পটের উপর বড়ো বড়ো ছুঁচা, ইঁদুর এইসব থাকতো। মাছ ধরে খেতো। নদী থেকে উঠে আমি আবার গ্রামের দিকে দৌঁড়াচ্ছি। কেবল মোতালেবদের বাঁকা আমগাছের নিচে এসেছি, গাছ থেকে ইয়াবড় এক ডাল প্রায় আমার ঘাড়ের উপর পড়লো।"

টিপু আবারও ফোড়ন কাটলো, "ডাল কি জ্বীনে ফেললো না ভুতে?"

"ওরে গুলি। খানেরা তখনও তো গুলি চালাচ্ছে। একটা গুলি এসে লেগেছে ডালের গোড়ায়। ডালে আম আর আম।"

আমি বললাম, "শুনে তো আমার খেতে ইচ্ছে করছে।"

দাদা বললো, "আরে সে আম মারাত্মক টক।"

নিজে বলে নিজেই আবার লোভের লালায় ঢোক গিললেন। টুক করে একটা শব্দ হলো। আমরা হাসতে যেয়েও হাসলাম না। হাসি গিলে ফেললাম।

দাদা আবার বলতে শুরু করলো, "বাড়ি যেতে হলে তো তেমাথা দিয়ে যেতে হবে। আমি হাসমতের উঠানের উপর দিয়ে এসে মজু লস্করের বাঁশ ঝাড় পার হয়ে কেবল তেমাথায় উঠেছি। দেখি খানেরা আক্তার মোল্লার বাড়ি থেকে বের হচ্ছে। ঘরের ভিতর দশ-বারো জন মহিলা। বুঝলে?"

আমি বললাম, "না, বুঝলাম না।"

দাদা বললো, "ওরে, যারা পালাতে পারেনি তাদের পুরুষগুলো সব ধরে নিয়ে গেছে আর মহিলাদের ধরে এনে নির্যাতন করছে।"

দাদার কথা শুনে আমার রক্ত গরম হয়ে গেলো। সবাই চোখ মুখ শক্ত করে ফেলেছে। মনে হচ্ছে এখনি দৌঁড়ে যেয়ে জানোয়ারগুলোকে ধরে এনে জীবন্ত পুতে ফেলি। কিন্তু, তাতো আর সম্ভব না। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে ১৯৭১ সালে, আর এখন ২০২১ সাল। দাদা বলছে ৫০ বছর আগের ঘটনা, কিন্তু মনে হচ্ছে সেসব এখনি চোখের সামনে হুবহু ঘটছে। আমরা ঘটনার সাথে জড়িয়ে যাচ্ছি। পশুদের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ভিতরে ভিতরে রক্ত টগবগ করে ফুটছে।

উত্তেজিত ভাবেই জানতে চাইলাম, "দাদা, তারপর? আপনার পরিবারের লোকজন খুজে পেলেন?"

"ওরে, সেই কথায় তো বলছি। শুনবে তো। কথার ভিতর কথা বলে না। কথা এলোমেলো হয়ে যায়।"

বুঝলাম দাদা রেগে যাচ্ছে। রাগ করে উঠে গেলে আর কিছুই জানা যাবে না। তাকে থামানোর জন্য দোকানদার শাহিনকে বললাম, "দাদার একটা পান দাও। ভালো করে কানপুর জর্দা দিয়ে বানাবে কিন্তু।"

দাদা পান মুখে দিয়ে আবার শুরু করলো।

"খানেরা আমার উঁকি মারা দেখে বলছে, "এই বাঙালি ভেগে যাও। ভেগে যাও, ভেগে যাও।"

"আমি তখন রাস্তা দিয়ে বাড়ির দিকে চলে আসছি। আবুল মুন্সির পুকুর পাড়ে যেখানে এখন মাদ্রাসা, ঐ জায়গায় তো তখন খেঁজুর বাগান ছিলো। সেখানে বহু লোক। গ্রামের পুরুষগুলো সব ধরে এনেছে। খানেরা রাইফেল নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর গ্রামের লোকেদের বসিয়ে হাত সব পেছন দিকে রেখে দিয়েছে। ওর ভিতরে আমার আব্বাও আছে। দেখে বুকে পানি এলো। জানে শান্তি পেলাম। যাক আমার আব্বা বেঁচে আছে। আব্বা আমাকে দেখে বাড়ির দিকে চলে যেতে ইশারা করলো। আব্বা চাচ্ছিলো তার যা হয় হোক কিন্তু তার ছেলের যেনো কিছু না হয়। আব্বা চাইতেই পারে কিন্তু আমি তাকে এই বিপদের ভিতর ফেলে রেখে কীভাবে চলে যাবো? মরলে আব্বার সাথে একসাথে মরবো। আমি গেলাম না। পশ্চিম পাশে তাকিয়ে দেখি আমির মামু। আল্লাহ, আমির মামুকে তো রেখে এসেছি মধুহাটি ব্রিজের কাছে। সে এখানে কী করে এলো? কখন এলো? আমির মামুর দেড় বছরের নাতি ছেলে ফয়সাল কই? সে তো মামুর কাছেই ছিলো, কোলে ছিলো। সে সবসময় তার নানার গলাজড়িয়ে থাকে –মা হারা তো। সে কই? আমির মামু আমাকে দেখতে পেয়ে হাসলো। সেই হাসিতে শান্তি আর শান্তি। আমি যে আব্বার কাছে পৌঁছে গিয়েছি এতেই তার শান্তি, ছুটি। সে আমাকে খুঁজতে এসে পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে ধরা পড়েছে। তা-না হলে এখন সে তার পরিবারের সাথে নিরাপদে থাকতো। ফয়সাল তার নানার গলা জড়িয়ে থাকতো। নানা নাতির এই পবিত্র নিরাপদ বন্ধন আমার জন্য ছিন্ন হয়ে গেছে। আমি অপরাধী হয়ে গেলাম, চির অপরাধী। আমার প্রতি আমির মামুর অকৃত্রিম ভালোবাসা তাকে এই বিপদের ভিতর আবার টেনে এনেছে। আসলে আমির মামু আমাকে তার নিজের ছেলে-মেয়ের মতোই ভালবাসে তো।

খানেরা এইবার সবাইকে দাঁড়াতে বললো। তারপর সবাইকে লুঙ্গি উঠাতে বললো। তার মানে তারা চেক করবে কে হিন্দু, আর কে মুসলমান। কার খৎনা করানো আছে আর কার নেই। বাপ-চাচা, সব এক জায়গায়। কেউ লুঙ্গি উঠাতে চায়? একটা লজ্জা শরম আছে না? লুঙ্গি যখন উঠাচ্ছে না তখন এবার রাইফেল দিয়ে পিটাতে শুরু করলো। আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব উর্দুতে ওদের কী একটা বুঝিয়ে বলতে যাচ্ছিলো, এক খানসেনা এসে মেরে দিলো তার কানে থাবা। এক থাপ্পড়ে ইমাম সাহেব মাটিতে পড়ে প্রচ্ছাব করে লুঙ্গি নষ্ট করে ফেললো। আমির মামুর পাশে তখন দাঁড়িয়ে আছে সুকুমার কর্মকার। আমার আব্বা সুকুমারকে ইশারা করলো, দৌড় দে। সুকুমার লুঙ্গি খুলে ফেলে রেখে দে দৌড়। সাথে সাথে পেছন থেকে গুলি। সুকুমার লাফ দিয়ে পড়লো আবুল মুন্সির পুকুরের ভিতর। এক্কে ডুবে পুকুর পার হয়ে বাঁশঝাড়ের ভিতর দিয়ে পালিয়ে গেলো। সুকুমারের সফলতায় সবাই তখন উজ্জীবিত। গ্রেফতার হওয়া মানুষগুলোর চোখেমুখে তৃপ্তির ঝিলিক। একজন একটু খুক করে কেশে উঠলো। সেই কাশির শব্দ পাকিস্তানি হায়েনাদের কানে গেলো। তারা বুঝলো এটা বিদ্রুপাত্মক কাশি। একটা সশস্ত্র গ্রুপকে এই নিরস্ত্র বোকা অসহায় লোকেরা বিদ্রুপ করছে? কেউ কেউ হাসতে হাসতে লুঙ্গি ওঠাতে শুরু করেছে। ভাবখানা এই, দেখ শালা কত দেখবি দেখ। রবিউল চাচা লুঙ্গি খুলে মাথায় বেঁধে দাঁড়িয়ে হাসছে। কারো মনে আর চিন্তা নেই। চিন্তা ছিলো সুকুমারের নিয়ে। সে তো ভালোই ভালোই পালিয়ে গেছে। আর চিন্তা কী? আটককৃতরা আর খানেদের পরোয়া করছে না। বিষয়টা ওদের অহমিকায় আঘাত হানলো। গর্জে উঠলো খানেদের সমস্ত পশুত্ব একসাথে। এইবার এক খান এসে আব্বার বাম কান বরাবর মেরে দিলো এক থাবা। এক্কে থাবায় আব্বা মাটিতে পড়ে কুকুরের মতো ঘুরতে লাগলো আর দূর্বাঘাস ছিড়ে ছিড়ে মুখে ভরতে লাগলো। আমি আমির মামুকে ইশারা করলাম, মামু, পালিয়ে যাও, ফয়সাল হয়তো এতক্ষণ তোমাকে না পেয়ে কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে। আমার ইশারা পেয়ে মামুর চোখ দুটো খুশিতে চকচক করে উঠলো। দেখে মনে হচ্ছে, মামু এখনি ছুটে যেয়ে তার মা হারা নাতি ছেলেটাকে কোলে নিয়ে আনন্দ করতে চাই।

আমির মামু লুঙ্গি আস্তে আস্তে মাথায় উঠিয়ে দৌড় দিলো। আবার পেছন থেকে গুলি। গুলি লাগলো মামুর পিঠে। পিঠে গুলি খেয়ে আমির মামু লাফিয়ে পড়লো আবুল মুন্সির পুকুরে। পুকুরের পানি লালে লাল হয়ে গেলো। তারপর সবাইকে ধরে নিয়ে গেলো মধু হাটি প্রাইমারি স্কুল মাঠে। সেখানে আশপাশের গ্রাম থেকেও আরও অনেক লোক ধরে এনেছে। সেখানে সবাইকে লাইন দিয়ে দাঁড় করালো। প্রায় পাঁচশ লোক। গুলি করে মারবে। তখন ওদের ভিতর এক বাঙালি অফিসার ছিলো, সে সবাইকে বাঁচানোর জন্য এগিয়ে এলো। তার হাতে কোনো অস্ত্র নেই। দেখে মনে হচ্ছে তার চোখ থেকে টপটপ করে পানি পড়ছে। সে পাকিস্তানি অফিসারকে বোঝালো, এরা কেউ মুক্তিযোদ্ধা না। মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে এরা কিছু জানে না। এদের ছেড়ে দেন। এরা এখন থেকে এই এলাকা পাহারা দেবে, যেনো এলাকায় কোনো মুক্তিযোদ্ধা ঢুকতে না পারে। যদি ঢোকে এরা আমাদের খবর দেবে। এই, সবাই শ্লোগান দাও।

তার কথায় সাবাইকে ছেড়ে দিলো। সবাই- আল্লাহু আকবর, পাকিস্তান জিন্দাবাদ- শ্লোগান দিতে দিতে আমরা বাড়ি চলে আসলাম।"

আমি বললাম, "তা আপনারা তারপর থেকে গ্রাম পাহারা দিতেন?"

"আরে কীসের গ্রাম পাহারা? বাড়ি পৌঁছে গোছগাছ করে সাথে সাথে আমরা গ্রাম ছেড়ে দিয়েছিলাম।"

"আর আমির মামু?"

দাদা আর কোনো কথা বললো না। চোখ মুছতে মুছতে উঠে গেলো।

TAX I SMSF I BUSINESS ADVISORY I BUSINESS ACCOUNTING

LOOKING TO SET UP AN SMSF?

Call 02 8041 7359

ONE STOP SOLUTION FOR YOUR BUSINESS

GROW WITH US

- TAX AND GST
- SELF MANAGED SUPER FUND
- BUSINESS ACCOUNTING
- BUSINESS ADVISORY
- NEW BUSINESS DET UP
ALL TYPES OF STATUTORY AND NON-STATUTORY REPORTING

GET
High Quality professional services with a competitive price!

Kinetic Partners
Chartered Accountants
132 Haldon Street Lakemba, NSW 2195
E: info@kineticpartners.com.au, www.kineticpartners.com.au

DARWICH BUTCHERY

দারউইচ কোয়ালিটি মিটস

Darwich Quality Meats

We are specalized In Akika, Sadaqa Qurbani

Our Chicken, Lamb, Goat, Beef all hand Slaughtered.

রেষ্টুরেন্ট ও ক্যাটারিং এর জন্য স্পেসাল প্রাইজ

DARWICH BUTCHERY
حلال
تتقدم مذبحة درويش من أبناء الجالية العربية والإسلامية خاصة بأحر التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك
أعاده الله عليكم باليمن والبركات

Custer parking available at rear via Gillies Lane.
We cater for all occasions.
We specialise in Akika, Sadaqa and Qurbani.
Free local delivery for all orders over $60.00

Suprovat Sydney Copy Right Protected

حلال HALAL Certified

Phone Number: 9759 2603

শীঘ্রই যোগাযোগ করুন ঃ

New time table for our Business:
Monday to Saturday 07:00 AM-09:00 PM
Sunday 07:00-05:00 PM

Mohamed: 0414 687 786, A.C.N: 251 22 168 996 Tel: 02 9759 2603

Address: 77 Haldon St, (Opposite Commonwealth Bank) Lakemba, NSW 2195

- 2 KG Beef Curry $17
- 2 KG Lamb/Goat Curry $ 25
- 3 Chicken (size 9-10) $15
- 5 KG Nuggets/Burger $50

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, May-2021
Year-13
30

গর্ভধারিনী

রানা চ্যাটার্জী

"উফ, মাসি কি করছিলে গো তুমি, রেডি হবে কখন! ইস এখনো তোমার বাসি কাজগুলো শেষ হয়নি দেখছি!" বৃদ্ধাশ্রমের ম্যানেজার নিখিলবাবু এবার সুর চড়িয়ে সবার উদ্দেশ্যে বললেন, "কাল থেকে পই পই করে বলেছিলাম, আজ জলদি স্নান সেরে রেডি থাকবে সক্কলে, বাইরের কিছু অতিথি আসবেন, কথাটা যেন মনে থাকে!"

বাগান পরিষ্কার করতে করতে উদাস হলো মলিনা, আজ সপ্তমী। বাতাসে একটা পূজা পূজা সুবাস আসছে যেন, মা এসেছেন অনুভূতি। এই শান্তিনীড় বৃদ্ধাশ্রমের খানিক পাশেই ঐক্য সম্মিলনী ক্লাব। সেখান থেকে কিছু গন্যমান্য ব্যক্তি বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের জন্য নতুন শাড়ি উপহার দিতে আসবেন আজ। পূজা এলে বাইরে যত আলো ঝলমল পরিবেশ, গান বাজনা-হুল্লোড় কানে বাজে, মলিনার মন ততো বিষণ্নতায় ডুব দেয়। মনে পড়ে দুগ্গামায়ের মতো তারও ভরা সংসার ছিল। প্রতিবছর পূজা এলেই ছোটভাই নিতে হাজির হতো "চল রে দিদি, গ্রামে সবার বাড়িতে মেয়েরা চলে এসেছে। জানিস দিদি, ঠাকুর দালানে মা দুগ্গা কি সুন্দর যে লাগছে! জলদি রেডি হ'বলে ভাগ্নাদের কোলে নিয়ে মামার কত আনন্দ।"

"বলি ও মলিনা মাসি, এভাবে নোংরা পোষাকে থাকলে মান সম্মান থাকবে গো আমাদের!"- তুহিনা ম্যাম কলতলায় মলিনাকে দেখে হাঁক দিয়ে গেল। 'এই যাচ্ছি গো মেয়ে'- বলে ঝাঁটা হাত ধুয়ে উঠতেই যাচ্ছিল। মাটিতে ঝরে পড়া শিউলি ফুলগুলো কি সুন্দর যে লাগছে তার। পাঁচিলের ওপারে যে কুন্ডুপুকুর আছে দুগ্গাপূজার ঘট আনতে আসা কচি কাঁচাদের সাথে পুরোহিত মশাইয়ের তৎপরতা, ঢাকের ঢ্যাং কুড়াকুড় নাকুড় নাকুড় তাল মনে দোলা দিয়ে গেল মলিনার।

এই বৃদ্ধাশ্রমে গত পাঁচ বছর ধরে আছেন মলিনা; তবে এখন অবস্থান পরিবর্তন হয়েছে তার। মনের মধ্যে লুকিয়ে আছে নির্ঝঞ্ঝাট আবাসিক থেকে কাজের মাসি হওয়ার ক্ষত কাহিনী! এই মাস পাঁচ আগেও বৃদ্ধাশ্রমের এক ছাদের তলায় ভরসার সঙ্গী ছিল তার স্বামী। মলিনা দেবী তার স্বামীর সাথে সমাজে প্রতিষ্ঠিত দুই ছেলের সংসারে অবহেলিত হতে হতে নিজেরাই একদিন সিদ্ধান্ত নেয় বাড়ি থেকে কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে যাবার। যেদিকে দু'চোখ যায় একটু স্বাধীনভাবে না হয় বাঁচবে তারা। রোজ রোজ ছেলে বৌমার ব্যস্ততার সংসারে খিটিমিটি, মানসিক অত্যাচার তাদেরকে জলদি ফুরিয়ে দিচ্ছিল। আবার কিছুদিন অন্তর দু'জনে দুই ছেলের কাছে পরস্পর থেকে আলাদা থাকা থেকে কেমন যেন নিজেদের একরকম ফ্যালনা ভাবার অনুভূতি এসে যথেষ্ট কষ্ট দিতো। তাতে না হয় বন্ধন মুক্ত হয়ে বেরিয়ে যাবে, বৃদ্ধাশ্রমই ভালো। জমানো টাকায় যে ক'টা দিন সব পরিচিত চেনা মুখগুলো, পরিবেশ থেকে দূরে প্রকৃতির কোলে নির্ভেজাল দায় দায়িত্বহীন স্বামী স্ত্রী দু'জনে কাটানো যায়!

খারাপ লেগেছিল তাদের তিল তিল করে জমানো পয়সায় ব্যাঙ্কের লোনের টাকায় অতো বড়ো বাড়ি, বাগান সব ছেড়ে নিঃস্ব হতে। তবু সুখের থেকে স্বস্তি ভালো কিনা। নিশ্চয় দায়িত্ববান ছেলেরা বুড়ো মা বাবার জন্য থানায় মিসিং ডাইরি করেছিল কিন্তু যা কিছু সম্পত্তি, টাকা ওদের নামেই করে আসে এনারা যাতে ছেলেদের আক্ষেপ তো দূর বরং আপদ বিদেয় হয়েছে এই খুশিতে ডগমগ হয়।

যেদিন বৃদ্ধাশ্রমে ঘুমের মধ্যে মলিনার ভরসার বিশ্বস্ত স্বামীর কাঁধটা এ পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় নিল আঁধার ঘনিয়ে এলো তার ভাগ্যাকাশে। এককালীন কিছু দেওয়া থাকলেও বৃদ্ধাশ্রমে থাকার মাসিক খরচা দিতে না পারায় বিদায় নেওয়ার আশঙ্কায় প্রমাদ গুনলো সে। অবশেষে কাকুতি-মিনতি করে ফাইফরমাস, কাজ করার বিনিময়ে আরো কিছুদিন থাকার অনুমতি আদায় করে নিতে সমর্থ হলো। পর হলেও মানুষগুলোর সান্নিধ্যে একটা যেন পরম তৃপ্তি আছে সেটা বৃদ্ধাশ্রমের সকল আবাসিকগণ বিশ্বাস করেন। মলিনা দেবী থেকে ভরসার কাজের মাসি হয়ে ওঠা ও সুন্দর ছিমছাম ঘর থেকে সিঁড়ির নীচে সামান্য একটা তক্তা সর্বস্ব তার ভুবন এখন তবু যেন সে এখানে পেয়েছে পরম আত্মীয়দের সন্ধান।

কাজকর্ম, ফাইফরমাস খেটে যখন ক্লান্তিতে ঘুমাতে আসতো মলিনার, ইদানিং যেন বেশি বেশি করে তার মনের মধ্যে ভিড় করে আসে শৈশব স্মৃতির ঢেউ। আঁধার ঘরে জোনাকি পোকার আলো তাকে বাঁচতে উদ্বুদ্ধ করে। ভাবতে ভাবতে হারিয়ে যায় সেই ছোটবেলায় দুর্গাপূজার দিনগুলোতে। বাবা গরুর গাড়িতে করে শহর থেকে পোঁটলা পোঁটলা শাড়ি এনে জড়ো করতেন গ্রামের গরীব মানুষগুলোকে বিলোনোর জন্য। ওদের যে ধানমড়াই ঘেরা বিরাট খামার সেখানে পঞ্চমীর দিন ভিড় করতো গ্রামের অভাবী দুলে, বাউড়ি-বাগদি ঘরের মেয়ে বউ খুড়িমারা। সকলের আদরের মলি লাল টুকটুকে একখানা ফ্রক পড়ে কখনো বাবার কিনে আনা ঝালর বসানো জামায় খুশিতে প্রজাপতির মতো ওড়ার ঝলমলে ছবি মেখে ঘুমিয়ে পড়তো।

ওই বুঝি শুরু হলো পাশের পূজা মন্ডপে মন্ত্র উচ্চারণ। নিখিল সবাইকে গাইড করে চেয়ারে বসাচ্ছে। সুষমা দি, নীলিমা দি, মানসিক রোগী শিখা, বন্দনা, সমীর বাবু, দীপন ভাই সব্বাই কত খুশি খুশি চোখে সামনে দাঁড়িয়ে দেখেও ভালো লাগছে মলিনার। এবারে পূজার দিন যত এগোচ্ছে ততো তার ভেতরটা মোচড় দিয়ে শূন্যতা গ্রাস করছে। গতবছরও লাল পাড় গরদ শাড়িতে ওনার সাথে ছবি তুলেছিলো মলিনা; নিখিলের মোবাইলে আর এবার সে বড্ড ফ্যাকাশে বিবর্ণ ঝরা পাতা। একটা বাচ্চা ছেলে আর মেয়ে বাগানে খিলখিলিয়ে দৌঁড় ঝাঁপ শেষে একমনে ঝরে পড়া শিউলি ফুল তুলছে। আরে ওই তো তার ছোট ছোট নাতি নাতনি শিমূল আর পলাশ নাকি! আনন্দে মনটা নেচে উঠতেই এগুতে গিয়েও পারলো না মলিনা, কেমন যেন তার মাথাটা ঘুরছে, দুলে উঠছে পৃথিবীটা। কে যেন ভেতর থেকে বলছে, "আজ তো সবে সপ্তমী এত জলদি বিসর্জন নিতে নেই মলিনা, ওঠো দাঁড়াও তুমি পারবে, তুমি না দুগ্গা মা।" হাত বাড়িয়ে জলের বোতলটা খামচে ধরতে গিয়েও ওটা ফসকে নীচে পড়ে গেল।মেঝেতে টুকরো টুকরো কাঁচের গ্লাস।বুকের ভেতরটা আনচান করছে তার। কানে শুনতে পাচ্ছে, "কই মলিনা মাসি এসো তোমার শাড়ি মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে যাও"।

আপ্রাণ চেষ্টায় টলমল করতে করতে সিঁড়ি বারান্দা টপকে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগুচ্ছে মলিনা, সে না গেলে দাদাবাবু, দিদি মনিদের লজ্জায় ফেলা হবে কিন্তু মনে হচ্ছে এই বুঝি বিসর্জনের দামামা বেঁজে চলেছে তার অন্তরে।

একনাগাড়ে। আগত অতিথিবৃন্দ সকল আবাসিকদের পূজা প্যান্ডেলে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। মলিনার খুব ইচ্ছা করছে শহরের বুকে জাঁকজমক প্যান্ডেল পূজা আয়োজন, পোস্টার ব্যানার ভিড়ে তার দায়িত্ব নিতে অপারগ পুত্রের বাড়িতে এই বিদায় বেলায় যদি একবার হাজির হতে পারেন। বাড়ির রাধা গোবিন্দ মন্দিরে মাথা ঝুঁকিয়ে প্রণাম করতে মন চাইছে যে! না যে ছেলে মা বাবাকে বোঝা ভাবে, দায়িত্ব নিতে অপারগ দরকার নেই যাওয়ার এখানেই তার শান্তি এ যে তার সাধের শান্তিনীড়!

মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ল খবরটা ও দাদাবাবু, দিদিমণি মলিনা মাসি কেমন মেঝেতে পড়ে ছটফট করছে, মুখ দিয়ে ফেনা কাটছে! শুনে সব্বাই এসে দেখলো পূজার শুরুর দিনেই এ এক অনভিপ্রেত বিরাট অঘটন, বিসর্জনের সুর। নামটা শুনে চমকে উঠলো অতিথি বর্গের এক সদস্য। কেউ জানলো না, নাকে রুমাল চাপা দিয়ে ধোপ দুরস্ত পাঞ্জাবিতে কুলাঙ্গার এক সন্তান কলেজের নামী অধ্যাপক পকেট থেকে দু'হাজার টাকার একটা নোট বের করে নিখিল বাবুর হাতে গুঁজে মৃতদেহ সৎকারের পরামর্শ দিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন। কে জানে হয়তো বা লোক লজ্জার ভয়ে নিজেকে আড়ালে সরিয়ে দু'ফোঁটা চোখের জলে প্রায়শ্চিত্ত করলেন গর্ভধারিনী মায়ের সন্তান।

প্রথম ভালবাসা আমার

আহমদ রাজু

ছকে বাধা জীবনে আটকে যাবো কখনও ভাবিনি-
ভাবিনি, সুখ সমৃদ্ধি আমার কপাল ছুঁয়ে যাবে;
স্বর্গবাসী হবো পৃথিবীর ওপরে।
আমিতো হৃদয়ের ভাষা বুঝিনা- ভালবাসতেও জানিনা!
পূর্ণিমা তিথিতে আগমন তোমার, আগুনের পরশমনি।
অন্ধ চোখে আলোর রেখা ফুটিয়ে অনন্ত জীবন
করেছো দান; আমি এখন ভালবাসার কাঙাল।

উর্বর হৃদয়ে ভর করে আগোছালো কথাগুলো
তুমিইতো বলেছিলে-
'অতশত বুঝিনা, আমাকে তোমার
এটা দিতে হবে-ওটা দিতে হবে; যদি না পারবে তো
আমাকে এনেছো কেন? কেন দেখিয়েছো উত্তরায়নের পথ?
কেনইবা বুঝতে শিখিয়েছো তোমাকে- তোমার বিশ্বাসকে।
আমিতো তোমাকেই ভালবাসি, পৃথিবীর সবকিছু ছাড়িয়ে।'
সব কথাগুলো উপভোগ করি স্বগীয় আবেশে-
এ আমার অপ্রস্তুত ভালবাসা।

নদীর বুকে শ্যাওলা জন্মে- শ্যাওলাই নদীর প্রাণ
ওখানে কারো অধিকার নেই; ফিরে যাও শ্রাবণ রাতে
সব বিশ্বাসগুলো জড়ো করো, আমি বন্দী প্রজন্মের শিখরে।
সেদিন বেশি দূরে হারায়নি, যেদিন বলেছিলে-
অনন্ত জীবন ছাপিয়ে কাগুজে নৌকাটা ভাসিয়ে দিয়েছি
প্রেমের জলে; ঘোলা জল স্বচ্ছ সরোবরে রূপ নেয়, ভেসে যায়
প্রদীপ মন; তুমি আমি বিভোর আগামীর স্বপ্নে।
আমি সেদিন চুপ থাকতে পারিনি প্রিয়-
তোমাকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে টকটকে গাল
চুমুতে ভরিয়েছিলাম শত সহস্রবার; স্বার্থক জীবন আমার।

কথাগুলো যা-ই হোক না কেন, বুকের ফ্রেমে বাঁধা সব;
খুঁটিনাটি কোন কিছুই বাদ নেই, হোঁচট খাওয়া- হাসি কান্না।
আশায় আশায় ফুরিয়ে যাবে জীবনের গতি, ওলট পালট হবে-
হৃদয় আমার ভেঙে খানখান হবে একদিন; এমন কথা মন মানে না।
হয়তো পড়ন্ত বিকেলই চেয়ে থাকবে পথের দিকে। আমার বিশ্বাস
এই সন্তানই একদিন আমাকেই চেনাবে বিশ্ব।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

Need Tax Return?

Accounting & Tax should not be so difficult, visit us and see how we can make the difference...

TAX TIME AHEAD

QUALITY SERVICE ASSURED
AT LOWEST PRICE

FREE TAX RETURN ASSESSMENT

Taxation Solutions Partnership / Individuals / Company / Trust / Superfund
Business development and management **Bookkeeping** & Many more

CHARTERED ACCOUNTANTS
AUSTRALIA + NEW ZEALAND

bfsPARTNERS
SIMPLIFYING ACCOUNTING

OUR PARTNERS

Zaber Ahamed
Chartered Accountant
Registered Tax Agent
Registered SMSF Auditor
Justice of Peace in NSW

Tanvir Hasan
Chartered Accountant
Registered Tax Agent
Justice of Peace in NSW

Find us on Facebook

Level 5, 189 Kent Street Sydney 2000

www.bfspartners.com.au

সুপ্রভাত সিডনি™
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Suprovat Sydney
Suprovat Sydney, May-2021, Volume-5, No-13 ISSN 2202-4573 www.suprovatsydney.com.au

AUS BEST
MECHANICAL & TYRE SERVICES
0404 365 172

স্থান পরিবর্তন
Relocated

Bashit: 0404 365 172

- BATTERIES
- BRAKES
- CLUTCHES
- FULL ENGINE SERVICES
- PINK SLIPS
- RADIATORS
- TYRES
- ROTATE & BALANCE TYRES
- WHEEL ALIGNMENT

Contact: 0404 365 172

442 Punchbowl Rd, Belmore (Inside Metro Patrol Station)

Suprovat Sydney Copy Right Protected

MAHMUD DISTRIBUTORS
ALI SYDNEY INTL PTY LTD EST 2020

MAHMUD DISTRIBUTORS
Unit 4, 2 Heald Road, Ingleburn New South Wales 2565 ফোন: (02) 8750 4588, সময়: সকাল ১০টা -রাত ৮টা

বাংলাদেশী মালিকানায় বৃহৎ ওয়ার হাউস

রকমারি পাইকারি গ্রোসারিজের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

Winstar global pty Ltd

Suprovat Sydney Copy Right Protected